উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 5 December 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 196

1
প্রথমেই আপনার অভিযোগ RE-'র কাছে দায়ের করুন

2
তার স্বীকৃতি / রেফারেন্স নম্বর প্রাপ্ত করুন

3
যদি RE-'র পক্ষ থেকে 30 দিনের মধ্যেও কোনোরূপ প্রতিবিধান না আসে কিম্বা সেব্যাপারে আপনি সন্তুষ্ট না হন, সেক্ষেত্রে আপনি আরবিআই ওম্বাডসম্যান-এর কাছে আপনার অভিযোগ দায়ের করতে পারেন আরবিআই-এর সিএমএস পোর্টালে (cms.rbi.org.in), নয়তো সিআরপিসি**-তে ডাকযোগের মাধ্যমে

আরবিআই নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহ (RE)*-এর বিরুদ্ধে আপনার আনা অভিযোগগুলির প্রতিবিধানের জন্যে এই কয়েকটি নিয়ম মেনে চলুন

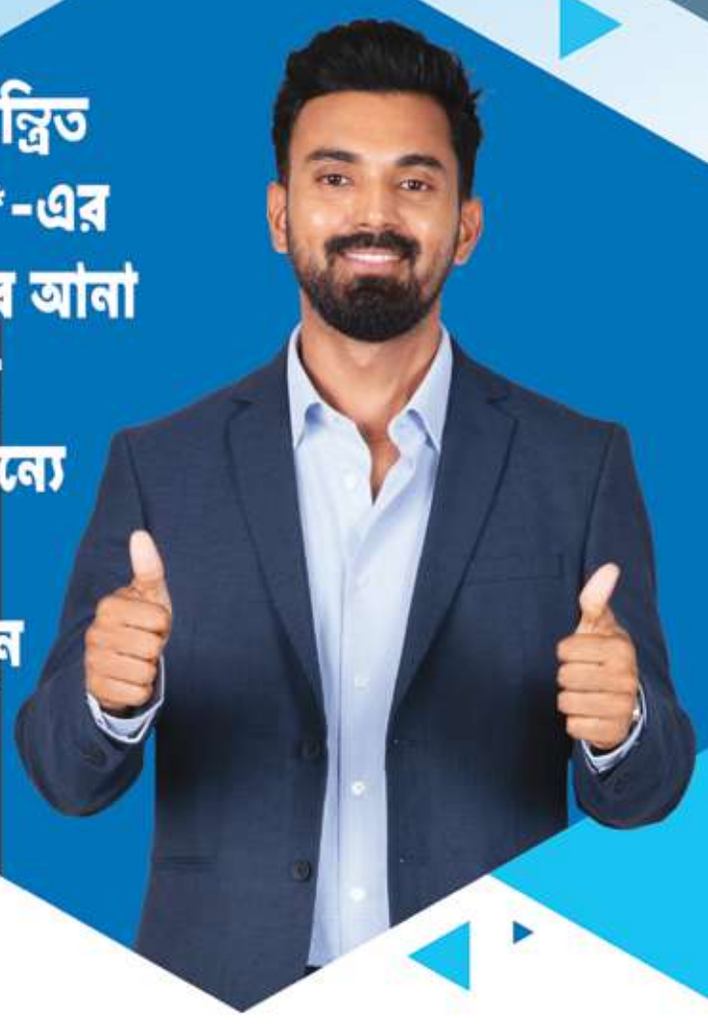

আরবিআই ওম্বাডসম্যান-এর কাছে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করলে অনেকসময়ে তা' খারিজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে.

আরো জানতে হলে https://rbikehtahai.rbi.org.in/ios সাইটে ভিজিট করুন
মতামতের জন্যে rbikehtahai@rbi.org.in-এ লিখে জানান

জনস্বার্থে প্রচার করছে
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

*ব্যাঙ্ক, নন্-ব্যাঙ্কিং অর্থকরী প্রতিষ্ঠানাদি, পেমেন্ট সিস্টেমে অংশগ্রহণকারী, প্রি-পেড ইনস্ট্রুমেন্টস্, ক্রেডিট ইনফর্মেশন কোম্পানীসমূহ.
**সিআরপিসি: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, সেক্টর 17, চণ্ডীগড় - 160017.

নিরপেক্ষতায়
দুর্নীতির বিরুদ্ধে
মানুষের খবরে

আমরাই নাম্বার ১

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আমার উত্তরবঙ্গ

শীতের স্থানীয় সবজি নেই, দাপট ভিনরাজ্যের

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি বাজারে বিক্রি হচ্ছে ভিনরাজ্যের শীতের সবজি।

হলদিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ডিসেম্বর শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের সবজি ভাণ্ডার হলদিবাড়ি বাজারে টাটকা সবজি যেন উধাও। নেই ঢালাও গাঢ় সবুজ পাতার বাঁধাকপি, সাদা ধবধবে টাটকা ফুলকপি, চকচকে বেগুন! আছে কিন্তু আবার নেই, পেঁয়াজকলি, টমেটো, বড় দানার মটরশুঁটি কিংবা বিট, গাজর। শীতের মরশুমে শীতের যেমন দেখা নেই, তেমনই হাওয়া হয়ে গিয়েছে শীতের টাটকা সবজিও। এর আগে শীতের শুরুতে বাজারে গিয়ে এমন অপুষ্ট, বিবর্ণ, প্রায় আধশুকনো সবজি অনেকেই দেখেননি। অথচ এবার সেই সবজিই চড়া দামে কিনছেন ক্রেতারা। হলদিবাড়ির সবুজ বাংলা অ্যাগ্রি অ্যান্ড হর্টিফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের (ফার্মার্স ক্লাব) এমডি মানস মিত্র বলেন, 'বাজারে এখন আগাম শীতকালীন শাকসবজি আসতে শুরু করেছে। এগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করা এবং ভিনরাজ্য থেকে আনা। ফলে স্বাদ এবং পুষ্টিগুণে ঘাটতি রয়েছে। দামও আকাশছোঁয়া।'

অন্যবছর এমন সময় সবজিতে ভরে যায় হলদিবাড়ির বাজার। এবারের এমন উলটপুরাণের বিষয়ে চাষি থেকে কৃষি বিশেষজ্ঞ থেকে পাইকারি ব্যবসায়ী, সবাই অসময়ে অতিবৃষ্টিকে দায়ী করেছেন। অসময়ে অতিবৃষ্টির কারণে মাটিতে অতিরিক্ত রস থাকায় সবজির জলদি চাষ শুরু করা সম্ভব হয়নি। পুজোর পর থেকে শীতের সবজির যে আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়, তার দেখা মেলেনি। প্রায় এক মাস দেরিতে সবজি চাষ শুরু হয়। এরপরেই পাইকারি বাজারে সবজির আকাল দেখা দিয়েছে। চাহিদা এবং জোগানের ফারাক হয়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গের সব বাজারে সবজির দাম আকাশছোঁয়া।

মহকুমা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, পুজোর ঠিক আগে অতিবর্ষণের কারণে এবার অনেক বীজতলা সহ ফসল নষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে শীতের আগাম সবজি চাষ ব্যাহত হয়েছে। জমির মাটি ভেজা থাকায় এবং বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নতুন করে চাষের প্রস্তুতি নিতে মাসখানেকের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এতে এবছর সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে না বলে আশঙ্কা কৃষি আধিকারিকদের।

বক্সিগঞ্জের চাষি নুর মহম্মদ বলেন, 'অসময়ের বৃষ্টিতে শীতের আগাম সবজি চাষ ক্ষতির মুখে পড়েছে। অনেকের চাষের জমি তৈরি করা হলেও বর্তমানে জমির মাটি ভেজা রয়েছে। তাই টমেটো, লংকা, কপি, বেগুন, পটল, লাউ, ওলকপি, ফুলকপি, পালং চাষ নষ্ট হয়েছে।'

কালিম্পংয়ে জৈব চাষ স্ট্রবেরির

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : রং ধরেছে কালিম্পংয়ের স্ট্রবেরিতে। ফলের মিষ্টি সুবাস ভাসছে পাহাড়জুড়ে। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা কালিম্পংয়ের এই স্ট্রবেরি আর কয়েকদিনের মধ্যে বাজারেও চলে আসবে।

গত অক্টোবরে সেখানকার ৩টি ব্লকের তিন শতাধিক চাষিকে উইন্টার ডাউন প্রজাতির স্ট্রবেরি চারা দেওয়া হয়েছিল হর্টিকালচার দপ্তরের তরফে। তার আগে জুলাই মাসেও দেওয়া হয়েছিল দার্জিলিং ম্যান্ডারিন প্রজাতির কমলা গাছের চারা। জেলা হর্টিকালচার অফিসার (ডিএইচও) সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'কমলার চারা থেকে ফল মিলতে সময় লাগে ৬-৭ বছর। মাঝের এই সময়ে চাষিদের বিকল্প সংস্থানের জন্য দেওয়া হয়েছে স্ট্রবেরি।' কমলার সঙ্গেই ইন্টার ক্রপিং পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি রোপণ করে স্ট্রবেরি চাষে কৃষকদের যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে বলে দাবি দপ্তরের।

জেলা হর্টিকালচার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিম্পং-১ ব্লকের সিন্দেবং, পুদুং ও তাসিডিং, লাভা-আলগাড়া ব্লকের দলপচাঁদ, গীতডাবলিং ও গীতবিয়ং-পডং ব্লকের কাগে ও সেকিয়ং এলাকার চাষিদের কমলা ও স্ট্রবেরি চারা দেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক মাল্চিং-এর মাধ্যমে ওই স্ট্রবেরি চারা রোপণ করা হয়। ডিসেম্বরের গোড়াতেই ফল হয়ে উঠেছে লাল টুকটুকে। ইতিমধ্যে স্বাদও পরখ করে দেখেছেন হর্টিকালচার দপ্তরের কর্তাদের পাশাপাশি চাষিরাও। সিন্দেবংয়ের নীতু রাই নামক এক চাষির কথায়, 'এত ভালো স্ট্রবেরি যে এখানে হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারিনি।'

আজ টিভিতে

প্রোডাকশন হাউস থেকে তিতিরকে লুক সেটের জন্য ডেকে পাঠায়। তিতির কি বাড়িতে জানিয়ে দেবে সে অভিনয়ে সুযোগ পেয়েছে? **চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭ **আকাশ আট**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ আজকের সন্তান, দুপুর ২.৫৫ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৫.০৫ বদনাম, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), ৯.৩০ স্বপ্ন

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.১৫ মন মানে না, সন্ধ্যা ৭.০৫ মজনু, রাত ৯.৫০ তুমি আসবে বলে

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আদরের বোন, দুপুর ১.০০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ লাভ ম্যারেজ, সন্ধ্যা ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ অমানুষ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রহমত আলি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হিং টিং ছট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রত্যাঘাত

অমানুষ রাত ১০.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

হোটেল ট্রান্সিলভানিয়া ৩ বিকেল ৪.৫৬ **সোনি পিক্স**

মন মানে না বিকেল ৪.১৫ **জলসা মুভিজ**

ডেভিড রোকো'স ডলসে ইন্ডিয়া দুপুর ১.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

প্রাক-বড়দিন পালন

মধ্যে দিয়ে প্রাক-বড়দিনে তৈরি হল উৎসবের আমেজ।

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : ধর্মযাজক ফিলিপ মুর্মুর উদ্যোগে এবং বানিয়াডাবরি লাভ আর্মি চার্চের ব্যবস্থাপনায় বুধবার মহাসমারোহে পালিত প্রি-খ্রিস্টমাস বা প্রাক-বড়দিনের অনুষ্ঠানে মেতে উঠল শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াডাবরি এলাকার খ্রিস্টান ধর্মপ্রাণ মানুষের পাশাপাশি সকল এলাকাবাসী। সাঁওতালি নাচ, গান ও বৃক্ষরোপণ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাক-বড়দিনে তৈরি হল উৎসবের আমেজ।

বাইবেল পাঠ এবং ধর্মীয় আলোচনায় শামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। ধর্মযাজক ফিলিপ বললেন, বড়দিন আসতে বেশ কয়েকদিন দেরি থাকলেও ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই আমাদের এলাকায় প্রাক-বড়দিনের উৎসব শুরু হয়ে যায়। আজ বৃক্ষরোপণ, নাচ-গান, বাইবেল পাঠ ও ধর্মীয় আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। বড়দিনের আগে পর্যন্ত এই উৎসব চলবে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১০৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে. তারিখ: ০২-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং : ৪৯-এপিএ-২০২৪ (দুই প্যাকেট); কাজের নাম : নিউ কোচবিহারে এসএআই-এর সাথে সম্পর্কিত সাইট ডেভেলপমেন্টের কাজ - রেলওয়ে ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স - নিউ কোচবিহার। টেন্ডার মূল্য: ২১,৪৮,২৭,৮২৬.৩৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ১২,২৪,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

BENFED

Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 4 Nos. 100MT Godown, Construction of 1 No. of SHG work shed cum sales counter under RKVY 2024-2025. Details are available in the website : https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৫৯, ১৬০, ১৬৪-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ : ২৯.১১.২০২৪। (সিভিল এবং পি.ওয়ে কাজ)। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। (১) টেন্ডার নং. : ১৫৯-এমএলডিটি-২৪-২৫; [illegible] ২৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ড : www.ireps.gov.in / ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি। MLD-155/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইঙ্গিতমূলক বিজ্ঞপ্তি

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য (ইএন-০২/২০২৪) বেতন স্তর - ২ (জিপি ১৯০০/- টাকা) -এ সাংস্কৃতিক কোটার জন্য নিয়োগ (খোলা বিজ্ঞাপন)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যোগ্য প্রার্থী, যারা ভারতের নাগরিক, তাদের থেকে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য নিম্নরূপে দেওয়া ০২টি পদ [লেভেল-২ গ্রুপ- সি = ০২টি পদ] পূরণের জন্য আবেদনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

ক্রম. নং.	সাংস্কৃতিক প্রতিভা	পদের সংখ্যা
১	গিটারিস্ট	০১
২	নাট্য শিল্পী (মহিলা)	০১

আবেদন খোলার তারিখ : ০৫/১২/২০২৪
আবেদন বন্ধের তারিখ : ০৪/০১/২০২৫

দ্রষ্টব্য : আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাহৌল ও স্পিতি জেলা, হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার পাঙ্গি মহকুমা, লক্ষদ্বীপ এবং বিদেশে বসবাসকারী প্রার্থীদের জন্য বন্ধের তারিখ ১৪/০১/২০২৫।

আবেদনকারী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন : www.nfr.indianrailways.gov.in → জেনারেল ইনফো → রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন্স (স্পোর্টস, স্কাউটস এন্ড গাইড এন্ড কালচারাল) → রিক্রুটমেন্ট এগেইনস্ট কালচারাল কোটা।

সিনিয়র পার্সোনেল অফিসার (এইচকিউ ও রেক্ট.), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নিউ বঙ্গাইগাঁওএ কোচ, ট্রান্সফর্মার, অগ্নি শনাক্তকরণ এবং ট্রেকশনের কাজ

নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৯২০। কাজের নাম: কোচের সেট আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০৬১-২০০৫ আরইভি-১ এবং [illegible]

[illegible]

উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Dinhata-I Panchayat Samity
Office of the Executive Officer
Dinhata-I : Coochbehar

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/ Bidder for NIT No- Din-I P.S./07/24-25, dated- 29.11.2024 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 5 nos scheme. Details are shown in W.W.W.Wbtender.gov.in. The last date for submission of tender upto 16.12.2024 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata-I : Coochbehar

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

E-Tender are invited for 15th C.F.C. scheme in different places of Sitai Panchayat Samity against the Tender Number is Sitai/06/2024. For details please visit http://wbtenders.gov.in and http://etender.wb.in the last date for submission of tender is 19/12/2024 (upto 10:00 A.M.)

Sd/-
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

Tender Notice

DDP/N-29/2024-25, DDP/N-30/2024-25 & DDP/N-31/2024-25

e-Tenders for 27 (Twenty Seven) no. of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-29/2024-25 & DDP/N-30/2024-25 is 19.12.2024 at 12:00 Hours & DDP/N-31/2024-25 is 26.12.2024 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি
দুর্দান্ত অফার

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

■ উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।

■ শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে

অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বহুজাতিক কোনও সংস্থা থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। বৃষ : ব্যবসার প্রয়োজনে বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটবে। মিথুন : পরিশ্রম হলেও ফেলে থাকা কোনও কাজ আজ সম্পূর্ণ হবে। কর্কট : রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ আপনার সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। ভেবে কাজ করুন। প্রেমে শুভ। সিংহ : সামাজিক কাজে যুক্ত হওয়ায় আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়বে। প্রেমে সমস্যা কাটবে। কন্যা : আটকে থাকা টাকা আজ হাতে পেতে পারেন। পেটের ব্যথায় ভুগতে হতে পারে। তুলা : অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের জন্যে আজ শুভ দিন। ফেলে রাখা কাজে হাত দিন, সাফল্য পাবেন। বৃশ্চিক : অফিসের কোনও কাজ সম্পূর্ণ করে সবার প্রশংসা পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে বিনা কারণে ভুল বুঝবেন। ধনু : সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। কোনও সৎব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। মকর : পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কোনও মূল্যবান দ্রব্য হতে পারে। কুম্ভ : ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। মীন : মায়ের শরীর সেরে যাওয়ায় স্বস্তি। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে খরচ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ১৪ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৯ অঘোন, সংবৎ ৪ মার্গশীর্ষ সুদি, ২ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৮, অঃ ৪।৪৮। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী দিবা ১১।৫১। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।১৩। বৃদ্ধিযোগ দিবা ১।৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১১। ৫১ গতে ববকরণ রাত্রি ১১।১৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ৫।১৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।১৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈঋতে, দিবা ১১।৫১ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।৮ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৮ গতে ১।৮ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।১৫ গতে নৈঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, দিবা ১১।৫১ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।১৩ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১১।৫১ গতে ২।৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুভোগ পুংরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ নবান্ন কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট এবং পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ঋষি অরবিন্দ ঘোষ তিরোভাব দিবস। শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের আবির্ভাব উৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৯।২৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।৯ মধ্যে।

কর্মখালি

প্রাইভেট ডাক্তারের গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। বেতন 14,000/- শিলিগুড়ি। Ph : 82405 36937. (C/113497)

•

ন্যূনতম যোগ্যতায় সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করুন শিলিগুড়িতে। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M : 78639 77242. (C/113498)

•

Wisdom School (CBSE), Nishiganj, Cooch Behar. Post : PRT & TGT, Salary : 10K-20K. 7602506869 / 9064081181 / 727807150 (W). (C/113827)

•

রিপেয়ারিং শিখুন মাত্র ১ বছরে। ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, AC, ওয়াটার পিউরিফায়ার, গিজার। নিশ্চিত কাজের সুযোগ। ফোন - 9836710994. (M-112630)

Notice

E-Tender is being invited from the bonafide contractors vide **N.I.T. No 16/PS/PHD/2024-25, Date.-03/12/2024 and last date for submission of bids-11/12/2024 upto 1.30 pm.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/- Executive Officer,
Phansidewa Panchayet Samity

সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_১৬_২৪-২৫, তারিখ : ০২-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: ইএল_টিআরডি_১৬_২৪-২৫, কাজের নাম : সিংঘাবাদ - সিংঘাবাদ স্টেশনে সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ করা। (ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি)। টেন্ডার মূল্য: ১,৩৪,১৬,২৩৯.৯২ টাকা, বায়নার অর্থ: ২,১৭,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি ও ডিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

NOTICE

This is for the information of the public at large that the undersigned is one of the Co-owners of diverse lands situated in various Dags recorded in the owners name including land in L.R. Dag No. 24 & 78/492, in Mouza- Tari, J.L. No 68, within the ambit of Atharakhai 1 No. Gram Panchayat, District- Darjeeling, Police Station- Matigara, Pin 734013 (hereinafter referred to as the Said Property). The said Property is private property and any person attempting to transact with, encroach upon, enter into any contract concerning the said property under any purported document/s, shall do so at his/her/its/their own risk and peril as the said transaction shall not be under any legal mandate from the owners and any person, organisation having made any representation and/or intending to make any representation to any affiliating body, government department, local authority including the Office of the Atharakhai Gram Panchayet No. 1 and the BL & LRO which involves the said property shall do so at his own risk and peril and shall be responsible for the costs and consequences thereof.

Chandranath Dutta
Advocate, Calcutta High Court
10 Old Post Office Street
First Floor, Room No 21
Kolkata 700001
E mail : cndutta@gmail.com
9903478761, 8017398761

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায়, ৩/১২/২৪ তারিখে কোলকাতা হাইকোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি S. Chatterjee এবং Sourangsu Chatterjee একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113832)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত 19.11.24 তারিখে Jalpaiguri E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Kamlesh Kr. Singh এবং Kamalesh Kumar Singh একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113614)

•

I Puni Saura, W/o Dinesh Saura, Resident of Vill. Subhasini TG, Ps. Jaigaon, P.o. Hasimara, Dt. Alipurduar. Puni Oraonsaura is written in my SBI bank account. Puni Saura and Puni Oraonsaura were indentified as one and only person as affidavit in Alipurduar Magistrate Court. (C/113833)

•

আমি নিশা শাহ, পিতা, লক্ষ্মীনারায়ণ শাহ, স্থায়ী ঠিকানা ভগৎ সিং নগর, পোস্ট ও থানা জয়গাঁ, জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির স্কুল সার্টিফিকেটে আমার মায়ের নাম রীনা দেবী শাহ লেখা আছে। আমার পুরোনো পাসপোর্টে ও আমার মায়ের আধার কার্ডে রীনা শাহ লেখা আছে। আলিপুরদুয়ার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে রীনা দেবী শাহ ও রীনা শাহ এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইলেন। (C/113834)

বিক্রয়

দেশবন্ধুপাড়া (টিকিয়াপাড়া) মেন রোড, দোকান বিক্রয় হইবে। মোঃ ৯০৪৬৫১০১১১ (C/113826)

•

জলপাইগুড়ি শহরের সেনপাড়ায় মিলন বেকারির কাছে ১৪০০ স্কোয়ার ফুটের বাড়ি (২০১৯ সালে তৈরি, ২ কাঠার বেশি জমি) বিক্রি হবে। মোঃ 9635273473. (B/S)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সিনেমা

From 5th December
BISWADEEP
PUSHPA-2
Time : 12.45, 4.15, 7.15
Ticket : BC - 100/-
SPL - 50/-

SHOW TIME - 9.15 AM, 1.00 PM, 4.30 PM, 8.00 PM

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 5 December 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 196

পার্থ মামলার রায় স্থগিত সুপ্রিম কোর্টে

আটের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে দেবেন্দ্রই

আটের পাতায়

শিলিগুড়িতে পণ্য বর্জন ● জলপাইগুড়িতে পর্যটকদের ‘না’ ● মালদায় হোটেলে নিষেধ

বয়কটের ডাক

অস্থির বাংলাদেশ

সানি সরকার ও পূর্ণেন্দু সরকার

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতার আঁচ পড়ছে উত্তরবঙ্গে। পালটা বাংলাদেশ বিরোধী হাওয়ায় তপ্ত হচ্ছে কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ। বাংলাদেশি পণ্য বয়কটের আওয়াজ যেমন উঠছে, তেমনই দু’দেশের মধ্যে পর্যটক যাতায়াত বন্ধ করার দাবিও পাখা মেলতে শুরু করেছে। ত্রিপুরার আগরতলার মতো মালদার হোটেল ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশিদের ঘরভাড়া না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

শিলিগুড়ির একজন চিকিৎসক কয়েকদিন আগে নিজের চেম্বারে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন যে, ভারতের জাতীয় পতাকাকে প্রণাম না করলে তিনি সেই রোগীকে দেখবেন না। লক্ষ্য যে বাংলাদেশিরা, তা ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট। ফলে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ঢাকা ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে মিতালি এক্সপ্রেস বন্ধ থাকায় ট্রেনে যাত্রী আসা পুরোপুরি বন্ধ।

বাংলাদেশ থেকে অনেকে চিকিৎসা করাতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে আসেন। সে দেশে অশান্তি শুরু হওয়ার পর সেই আসা কমেছে। বেড়াতে আসা প্রায় বন্ধ। বাংলাদেশের অনেক ছেলেমেয়ে পাহাড়-সমতলের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ে। তাদের অভিভাবকদের যাতায়াতও থাকে। পর্যটকদের নিষিদ্ধ করার দাবি ওঠায় এতে এপারের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

একইভাবে বাংলাদেশি পণ্য বয়কটের ডাক কার্যকর হলে তার প্রভাব পড়বে স্থানীয় অর্থনীতিতে। এজন্য উদ্বেগের মেঘ জমছে ব্যবসায়ী ও পর্যটনশিল্পে। যদিও তাতে সাধারণ মানুষ ও কিছু সংগঠনের মাথাব্যথা নেই। তারা বয়কটের পথে হাঁটতে চাইছে। যেমন বুধবার শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ নামে একটি সংগঠন। বুধবার মিছিল করে সংগঠনটি বাংলাদেশের পণ্য বিক্রি না করার জন্য ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করে। পোড়ানো হয় বাংলাদেশের কিছু পণ্য। বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনুসের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলেন, ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও হিন্দুদের অবদান ভুলে গিয়েছে। প্রতিবাদে এবং ওই দেশটিকে শিক্ষা দিতে এই পণ্য বয়কটের ডাক।’ জলপাইগুড়ির একটি পর্যটন সংস্থা আবার বাংলাদেশিদের সঙ্গে ব্যবসা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমনকি ভারতের কেউ বাংলাদেশে যেতে চাইলে, তাঁদেরও সহযোগিতা করবে না বলে সংস্থাটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশি পর্যটকদের বয়কটের পোস্টার।

২২ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ থেকে আসা দুটি পরিবার এবং জলপাইগুড়ি থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে যাওয়া ১০ জনের একটি পর্যটকদলের প্রস্তাবিত ট্যুর বাতিল করে দিয়েছে সংস্থাটি। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর অলোক চক্রবর্তী বলেন, ‘বাংলাদেশে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননায় আমরা মর্মাহত। দেশের সম্মান আগে। তাই বাংলাদেশ প্রকাশ্যে মিডিয়ার সামনে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আমাদের এই বয়কট চলবে।’

বাংলাদেশের চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন জলপাইগুড়ির দেবব্রত মজুমদার।

এরপর ছয়ের পাতায়

বিদ্বেষের আগুন।। শিলিগুড়িতে মুহাম্মদ ইউনুসের কুশপুতুল পোড়াচ্ছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

চোখ রাঙাচ্ছে বাংলাদেশ

অস্থির বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : ঢাকা যাচ্ছেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। দু’দেশের সংঘাত প্রশমনে এই উদ্যোগের আগেই ভারতকে কার্যত চোখ রাঙাল ইউনূস সরকার। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বুধবার ফেসবুক পোস্টে ভারতের শাসকগোষ্ঠী জুলাইয়ের অভ্যুত্থানকে জঙ্গি, হিন্দুবিরোধী, ইসলামপন্থীদের ক্ষমতা দখল হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন।

আরও এক কাঠি এগিয়ে বিএনপি’র সিনিয়ার যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভি বুধবার বলেন, ‘ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা নিলে, আপনাদের অশুভ ইচ্ছা থাকলে আমরা বাংলা-বিহার-ওড়িশা দাবি করব। ভারতের শাসকগোষ্ঠী যদি মনে করে যে, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালকে কবজা করে নেবে, তাহলে বোকার স্বর্গে বাস করছে।’

এই বিএনপি নেতার কথায়, ‘জুলাইয়ের অভ্যুত্থানে তরুণদের আত্মত্যাগ দেখে গোটা বিশ্ব কাঁদলেও ভারত শেখ হাসিনাকে রক্ষা করতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে।’ ভারত বারবার কড়া বার্তা দিলেও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এখনও সুনিশ্চিত হয়নি বাংলাদেশে। বরং সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে ঢাকায় রাজনৈতিক দলগুলির বৈঠকে বুধবার ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারের অভিযোগ তোলা হয়।

বৈঠকের পরে অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, ‘মতাদর্শ ভিন্ন হলেও দেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ। আওয়ামি লিগের আমলে গত ১৫ বছরের বেশি বাংলাদেশের প্রতি ভারতের অর্থনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের চেষ্টার নিন্দা করা হয়েছে বৈঠকে।’

ভারত-বাংলাদেশ চুক্তিগুলি প্রকাশ করার পাশাপাশি রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র সহ দেশের জন্য ক্ষতিকর সমস্ত চুক্তি বাতিলের দাবিতে একমত হয়েছে দলগুলি। ভারতকে মর্যাদাপূর্ণ এবং সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করার পরামর্শও দিয়েছে। আসিফের কথায়, ‘আমাদের শক্তিহীন, দুর্বল, নতজানু ভাবার অবকাশ নেই। যে কোনও অপপ্রচার ও উসকানির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব।’

তিক্ততার আবহে ঢাকায় দুই দেশের বিদেশসচিব পর্যায়ের বৈঠক হতে চলেছে আগামী সপ্তাহে। ১০ ডিসেম্বর বৈঠকটি হতে পারে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘আমরা চাই ভালো সম্পর্ক। সেটা উভয় তরফেই হওয়া উচিত।’

এরপর ছয়ের পাতায়

নজরকাড়া

পঞ্চম ড্র গুকেশের

দশের পাতায়

তাহাদের কথা

মেলা নিয়ে মেলা কথা, ফিশফাশও কম নয়

শুভ সরকার

ক্যালেন্ডার কী বলছে, জানি না। তবে আসব আসব করতে করতে শীতকাল এসেই গিয়েছে। আর শীত নিয়ে অন্ত্যাক্ষরী খেলতে বসলে মিল গুনতে গুনতে হাজির হয়ে যায় পিঠেপুলি, পায়েস, নলেন গুড়, ভাপা পিঠে, পিকনিক আর অবশ্যই মেলা। থুড়ি মোচ্ছব। মেলা বিনা শীতকাল ভাবাই যায় না। সেই করোনাকালের পর থেকে এই গায়ে গা ঘষাঘষির কদর যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। মেলায় গাদাগাদি ভিড় আমাদের শারীরিক ওমটুকুর আঁচ পোহানোর সুযোগ করে দেয়।

কোচবিহারে রাসমেলা। আলিপুরদুয়ারে ডুয়ার্স উৎসব। একটা শীতের গা ঘেঁষে। আরেকটা একেবারে মাঝশীতে। আলিপুরদুয়ারের ক্ষেত্রে নামের মধ্যে মেলা নেই বটে, তবে কে না জানে, গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন... ইত্যাদি ইত্যাদি। দুই প্রতিবেশী জেলার দুই জমজমাট উপলক্ষ্যের দিকে তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন দুই জেলা সদর ও আশপাশের বাসিন্দারা।

আর এই দুই মেলা ও উৎসবের মওকায় দিব্যি হাত সেঁকে নেন স্থানীয় নেতা, জনপ্রতিনিধিরা। সার্কাস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দোকানপাট ইত্যাদি ছাপিয়ে একটা সময় তো ক্রমাগত কথা হতে থাকে রাজনৈতিক ফায়দা আর রাজনৈতিক কায়দা নিয়ে। কোচবিহার রাসমেলা। আদর করে বলতে গেলে, এ মেলার বয়সের গাছপাথর নেই। শতাব্দীপ্রাচীন তকমাটাও যেন কম পড়ে যায়। কত লোক আসে, কত দোকান বসে, আর সবথেকে বড় কথা, এর সঙ্গে কত আবেগ জড়িয়ে, তার ইয়ত্তা নেই।

এ মেলা এমন, যেখানে বাপঠাকুরদার স্মৃতিচারণ মিলে যায় নয়া প্রজন্মের খুদের টমটম গাড়ি কেনার বায়নায়। ভেটাগুড়ির জিলিপিতে কামড় বসালে কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যে রস, তা যতটা চিনির পাকে মিষ্টি, ততটাই আবেগের স্বাদে। তা এবার রাসমেলা শুরু হতে না হতে চর্চা শুরু হল মেয়াদ নিয়ে। সরকারি তারিখের পর আর ছাড় মিলবে, নাকি মিলবে না? শেষপর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়াল মেলার আয়োজক, অর্থাৎ কোচবিহার পুরসভা আর জেলা প্রশাসনের মধ্যে ক্ষমতার টাগ অফ ওয়ার।

এ বলছে, সময় বাড়াতে হবে। আরেক পক্ষে গ্রেস পিরিয়ডে নারাজ।

এরপর ছয়ের পাতায়

দুর্নীতিতে প্রতিবাদী শিক্ষকের দেহ স্কুলে

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : মিড-ডে মিলে দুর্নীতির প্রতিবাদ করেই কি প্রাণ দিতে হল স্কুল শিক্ষক সৌরভকুমার রায়কে? পঠনপাঠনের সময় মদ খাওয়ার অনুরোধ করা হত, স্কুলে র‍্যাগিং করা হত। এসব মেনে না নেওয়ার জন্যই কি খুন হতে হয়েছে তাঁকে। অভিযোগে এইসব প্রশ্নই তুলেছে মৃত শিক্ষকের পরিবার।

এদিন আমবাড়ি থানায় অভিযোগ করেন সৌরভের বাবা সুনীলকুমার রায়। দুপুরে বাড়ি থেকে পরিবার ও আত্মীয়দের কয়েকজনকে নিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে বের হন সুনীল। বাড়িতে ফেরেন বিকেল পাঁচটা নাগাদ। তার প্রায় আধ ঘণ্টা আগেই আশিঘর মোড় সংলগ্ন বাদুড়বাগানে এসে পৌঁছায় সৌরভের নিথর দেহ। ধীরে ধীরে গোলাপি রঙের তিনতলা বাড়িটার সামনের রাস্তায় ভিড় বাড়তে থাকে স্থানীয়দের। উপস্থিত অনেকেরই তখনও ঘোর কাটেনি। মাত্র ৩২ বছরের শান্ত স্বভাবের ছেলেটার মৃত্যু যেন মেনে নিতে পারছিলেন না কেউই।

পাশের বহুতল বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এক মহিলাকে বলতে শোনা গেল, ‘ছবিতে দেখলাম, গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে সৌরভ। এভাবে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে না।’

তবে কি এটা খুন? ‘হ্যাঁ, খুনই করা হয়েছে সৌরভকে’, বক্তব্য সৌরভের কাকা সুশীলকুমার রায়ের।

আশিঘর মোড় এলাকায় শিক্ষকের বাড়ির সামনে প্রতিবেশীদের ভিড়।

প্রশ্ন যেখানে

- স্কুলের একটি ঘরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় শিক্ষকের দেহ উদ্ধার হয়
- স্কুল থেকে পরিবারকে জানানো হয় ওই শিক্ষক দুপুরেই বেরিয়ে গিয়েছেন
- যদি দুপুরে বেরিয়েই গিয়ে থাকেন তবে রাতে স্কুলে তাঁর দেহ এল কীভাবে
- হাঁটু মুড়ে প্লাস্টিকের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় কেউ কীভাবে আত্মহত্যা করতে পারেন

তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘যদি খুন না হয়ে থাকে তবে স্কুলের তরফে এত ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা হল কেন?’

গত ২০১৭ সালে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাড়াবাড়ি স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন সৌরভ। বর্তমানে তাঁর বাড়িতে মা, বাবা, স্ত্রী ও দেড় বছরের সন্তান রয়েছে। বাড়ির লোকেরা জানান, অন্যদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও সময়মতো স্কুলের জন্য বাড়ি থেকে বের হন সৌরভ। সৌরভের আরেক কাকা সুজিতকুমার রায়ের বক্তব্য, ‘ছেলে ঘরে না ফেরায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুবল রায়ের কাছে ফোন করে বিষয়টা জানতে চাই। তিনি জানান, দুপুরেই সৌরভ স্কুল থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সুবল একই কথা বলেছেন।’

অবসর সময়ে সৌরভের যাতায়াত ছিল সাহুডাঙ্গির রামকৃষ্ণ আশ্রমেও। সেখানেও তিনি যাননি বলে জানতে পারেন সৌরভের বাড়ির লোকেরা। এরপর শিলিগুড়ির এক নেতার সহযোগিতায় বাড়ির লোকেরা আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ির দ্বারস্থ হন।

এরপর ছয়ের পাতায়

রক্ষীকে ধাক্কা দিয়ে ছুট আসামির

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : থানার লকআপে তখন কয়েকজন আসামি বসে রয়েছে। মেডিকেল টেস্ট করানোর জন্য একে একে বের করে নিয়ে আসা হচ্ছিল আসামিদের। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন ‘মহিলা সেন্ট্রি’। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। এমন সময়ই ঘটল বিপত্তি। মহিলা সেন্ট্রিকে ধাক্কা মেরে দে ছুট এক আসামির। আর সেই আসামিকে ধরতে রীতিমতো হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল প্রধাননগর থানার পুলিশকর্মীদের মধ্যে। ওই আসামির পেছনে দৌড়ে তাকে ধরা হল রেগুলেটেড মার্কেটের গেটের কাছে।

যে আসামিকে নিয়ে এত হইচই, সে ব্যাগ ছিনতাইচক্রের মূল মাথা রানা রায়। গত রবিবার রাতে তাকে সঙ্গী সহ গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর পুলিশ। পাকড়াও করে থানা লকআপে রাখার পর কড়া নিরাপত্তায় নিয়ে যাওয়া হয় আদালতে। বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিলে কার্যত হাঁফ ছেড়ে বাঁচে প্রধাননগর পুলিশ।

রানাকে নিয়ে সমস্যা শুরু হয় তাকে ধরার পর থেকেই। কিছুদিন ধরেই রানা বন্ধুকে নিয়ে স্কুটিতে করে একের পর এক ছিনতাই করতে থাকায় রাতের ঘুম উড়েছিল পুলিশ কমিশনারেটের। শেষমেশ ধরা পড়ার পর কমিশনারেটে স্বস্তি ফিরলেও পুলিশ হেপাজতে রেখে ঘুম উড়ে যায় প্রধাননগর থানার পুলিশের। পুলিশ হেপাজতে থাকার পর থেকেই রানা পালানোর বিভিন্ন ধরনের ফন্দি আঁটতে শুরু করে। কখনও অসুস্থ হওয়ার নাটক করতে থাকে। কখনও দেওয়ালে, কখনও গারদের রডে মাথা ঠুকতে থাকে। আবার কখনও শুরু করে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি। পুলিশকর্তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, রানার মাথায় সুযোগ পেলেই পালানোর একটা ‘ফন্দি’ চলছে।

রানা ও তার বন্ধু ছাড়াও এদিন পুলিশ হেপাজতে পাঁচজনেরও বেশি আসামি ছিল। রুটিন হিসেবে এদিন সকালে মেডিকেল টেস্ট করানোর জন্য আসামিদের বের করা হচ্ছিল। তখন সেখানে ছিলেন মহিলা সেন্ট্রি। এমন সময়ই রানা মহিলা সেন্ট্রিকে ধাক্কা মেরে বাইরের দিকে ছুটতে শুরু করে। বিষয়টা নজরে আসে জিডি রুমে বসা ডিউটি অফিসারের। তিনি ও অন্য অফিসাররা রানাকে ধরতে দৌড়োতে থাকেন। থানা থেকে বেরিয়ে এরপর রেগুলেটেড মার্কেটের গেটের কাছে পৌঁছাতেই তাকে ধরে ফেলেন পুলিশকর্মীরা। ফিরে গারদের রডে মাথা ঠুকতে শুরু করে সে।

এরপর ছয়ের পাতায়

ছিনতাইচক্রের মূল মাথা রানা রায়।

ঘটনাক্রম

- সকালে মেডিকেল টেস্টের জন্য আসামিদের বের করা হচ্ছিল
- সেই সময় মহিলা রক্ষীকে ধাক্কা দিয়ে এক আসামি ছুটতে শুরু করে
- পুলিশ তাকে তাড়া করে রেগুলেটেড মার্কেটের গেটের কাছে ধরে

ফের শিরোনামে অধিকারপল্লি

সরকারি জমিতে প্রকল্পে বাধা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : সরকারি জমিতে সরকারি প্রকল্পের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ফের উঠে এল সাহুডাঙ্গির অধিকারপল্লির নাম।

বুধবার অধিকারপল্লিতে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে একটি জলপ্রকল্পের সূচনা হয়। সেই কাজে মঙ্গলবার বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের তির পার্শ্ববর্তী একটি গোডাউনের মালিক ও তাঁর 'বাহিনী'র দিকে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, অভিযোগটি তুলেছেন খোদ জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায়।

এদিন মনীষা জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ডাবগ্রাম-২ এবং ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার জলনিকাশির ব্যবস্থা করা হবে। সেজন্য দরকার ছিল অন্তত চারকাঠা জায়গা। নদীর পার্শ্ববর্তী হওয়ায় এই জায়গাটিকে চিহ্নিত করে প্রশাসন। সেইমতো গত মঙ্গলবার বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা জায়গাটি দেখতে যান। মনীষার কথায়, 'সেই সময় কাজে বাধা সৃষ্টি করা হয়। প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।'

যদিও ওই গোডাউন মালিকের যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, তার ম্যানেজার জীবনকুমার সিনহা কাজে বাধা দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তাঁর সাফাই, 'কাজে বাধা দেওয়া হয়নি। কে বা কারা আর্থমুভার নিয়ে এসেছিল সেটাই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল।' তবে জমি দখলের বিষয়টি নিয়ে জীবনের বক্তব্য, 'আমার কিছু জানা নেই।'

ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, কী করে সরকারি জমিতে সরকারি কাজে কেউ বাধা দেওয়ার সাহস পায়? স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, ঘটনার সূত্রপাত বছরকয়েক আগে। এলাকার বহু একর সরকারি জমি ওই গোডাউন মালিক দখল করেন।

অধিকারপল্লিতে এখানেই ছিল ঝোরা। জলপ্রকল্পের সূচনা। বুধবার।

জলপ্রকল্প

- বুধবার অধিকারপল্লিতে একটি জলপ্রকল্পের সূচনা হয়
- মঙ্গলবার ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা জায়গাটি দেখতে গিয়েছিলেন
- সেই সময় কাজে বাধা সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ
- অভিযোগের তির পার্শ্ববর্তী একটি গোডাউন মালিকের দিকে

দুই বছর আগে এই জায়গাটিকে কেন্দ্র করে কম জলঘোলা হয়নি। গোডাউন মালিক বস্তিবাসীদের অনেকজনকে ধমকে এলাকাছাড়া করেন বলেও অভিযোগ ওঠে। একটি ঝোরা মাটি ফেলে ভরাট করে জমি দখল করা হয়। এছাড়াও বহু বিঘা জমি দখল করে নির্মাণ হয়েছিল। বিষয়টি বছর দেড়েক আগে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের রিপোর্টেও প্রকাশ পায়।

এতকিছুর পরেও সেই গোডাউন মালিকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আলম যেমন বলেই দিলেন, 'এদিন যেখানে দাঁড়িয়ে ফিতে কেটে সরকারি কাজের সূচনা হল, বছর কয়েক আগে সেখানেই একটা ঝোরা ছিল।'

অধিকারপল্লির বাসিন্দা এনামুল হক প্রধান, বাপ্পা মোহন্ত, সুচিত্রা রায় সকলেই একসুরে জানালেন, তাঁরা এখনও ওই গোডাউন মালিকের ভয়ে কুঁকড়ে থাকেন। এনামুলের বক্তব্য, 'আগেও গোডাউন মালিক অন্যায় করেছে। এখনও প্রভাব খাটাচ্ছে। প্রশাসন জায়গা চিহ্নিত করার পরেও সরকারি কাজ আটকে দিচ্ছে।'

এদিন মনীষা জানান, সেখানে একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ শুরু হবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে নিকাশনালার জল এখানে পরিস্রুত হবে। এরপর সেই জল গিয়ে মিশবে পার্শ্ববর্তী সাহু নদীতে। এই কাজে খরচ ধরা হয়েছে আনুমানিক ৮৮ লক্ষ টাকা। এদিন সূচনা অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি কবিতা ছেত্রী, ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আনন্দ সিনহা প্রমুখ।

বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙল পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : শিলিগুড়িতে বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা ৫০ বছরের একটি পুরোনো বাড়ি ভেঙে দিল পুরনিগম। দীর্ঘদিন ধরে বাড়িটি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। দেওয়াল ভেঙে গাছের শিকড় ঢুকেছে ভিতরে। বাড়ির ঘুলঘুলি থেকে জল চুইয়ে পড়ার স্থায়ী দাগ স্পষ্ট। নোনা ধরে গিয়েছে ঘরের দেওয়ালগুলিতে। এমন একটি দৃশ্য খুবই পরিচিত ছিল শিলিগুড়ি ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লি এলাকায়। বাড়িটির বয়স ৫০ পার। বাড়ির মালিকদের বহুবার নোটিশ দেওয়ার পরেও বাড়ি ছাড়তে নারাজ ছিল মালিকপক্ষ। তাই এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে আর্থমুভার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় বাড়িটি।

দুপুর থেকেই পুলিশের উপস্থিতিতে বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করেন পুরনিগমের কর্মীরা। পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে বাড়ির মালিকদের প্রথম নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ফের ২০১৯-এ নোটিশ দেওয়া হয়। চলতি বছরের ১৬ অগাস্ট পুরনিগমের তরফে ফাইনাল নোটিশ দেওয়া হয় বাড়ি ভাঙার ব্যাপারে। এরপরই এদিন বাড়িটি ভাঙার কাজ শুরু হয়।

চুরি যাওয়া স্কুটার উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

ফাঁসিদেওয়া, ৪ ডিসেম্বর : চুরি যাওয়া স্কুটার উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। চুরিতে জড়িত থাকার অভিযোগে বুধবার দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম আয়ুষ দাস এবং অমন রাম। আয়ুষের বাড়ি বিধাননগরের রবীন্দ্রপল্লিতে, অমন জগন্নাথপুরের বাসিন্দা।

মঙ্গলবার বিধাননগর বাজার এলাকা থেকে একটি স্কুটার চুরি যায়। স্কুটারের মালিক ওই রাতে তদন্তকেন্দ্রে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত শুরু করতেই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুজনকে আটক করে পুলিশ।

তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জগন্নাথপুর এলাকায় ঝোপের আড়াল থেকে চুরি যাওয়া স্কুটারটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশের দাবি, অভিযুক্তরা চুরির কথা স্বীকার করে নিয়েছে। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

মাদক সহ পাকড়াও

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম হরিদাস বর্মন। সে খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে পানিট্যাঙ্কি থেকে ওই ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণ মাদক নিয়ে শহরে আসে বিক্রির জন্যে। এরপর ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যাম মন্দির রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রোহিত সেওয়া, বাসারুল শেখ ও মহম্মদ করিম। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর যায়, কয়েকজন ব্যক্তি বিআরআই কলোনিতে জড়ো হয়েছে। তারপরেই পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ঘরে ঘরে জল পৌঁছানো নিয়ে সংশয়

কাজে ঢিলেমিতে কাঠগড়ায় পিএইচই

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : প্রতিশ্রুতি ছিল ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু কোথায় কী! নকশালবাড়ি ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পাওয়া থেকে বঞ্চিত। কোথাও নল রয়েছে, কিন্তু জল নেই। কোথাও আবার পাইপ বসানো হয়েছে, অথচ নল নেই। কোথাও পাইপ বসানোর কাজই শুরু হয়নি। গোটা ব্লকজুড়ে এমনই ছবি ধরা পড়েছে।

ফলাও করে চলতি বছর ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ শেষের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু কাজের যা গতি, নকশালবাড়ি ব্লকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্প শেষ করা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ব্লকের একাধিক গ্রামে জলের সংযোগ দেয়নি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পিএইচই)। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬টি সংসদে এই প্রকল্প নিয়ে সমস্যা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি পিএইচই'র কাজে ঢিলেমি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি যারা পিএইচই'র কাজে দুর্নীতি করছে, তাদের পেনাল্টি ও ব্ল্যাকলিস্ট করার নিদান দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নকশালবাড়ি ব্লকে পিএইচই'র কাজে ঢিলেমির বিষয়টিতে প্রশাসনের নজর নেই কেন, প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

যদিও কাজের সময়সীমা নিয়ে খুব একটা ভাবিত নন শিলিগুড়ির পিএইচই'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রাজু ভদ্র। তিনি বলছেন, 'এলাকাভিত্তিক কাজের সময় নির্ধারিত হয়েছে। জল জীবনের অধীনে ব্লকে ৩৪টি পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ রয়েছে। দুটি প্রকল্পের কাজ শেষ। এখনও চারটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ করছে রাজ্যের পিএইচই। গত বছর ডিসেম্বরে কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু হয়নি। সময়সীমা আরও এক বছর বাড়ে। এখনও অধিকাংশ এলাকার অর্ধেক বাড়িতে পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারেনি পিএইচই।

আনন্দময় বর্মন *বিধায়ক, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি*

এবছরই ঘরে ঘরে জল পৌঁছাবে। বিধায়ক কী বললেন তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি কী কী কাজ করেছেন তার লিস্ট আগে জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করুন।

অরুণ ঘোষ *সভাধিপতি, মহকুমা পরিষদ*

বাকিগুলিতে টিউবওয়েল এবং পাইপলাইনের কাজ চলছে।'

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মানঝা, মারাপুর, বেলগাছি, কেটুগাবুরজোতে দুই বছরেও এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। বড় মণিরাম, কিলারাম সুরজবর, শিউবর এলাকাতেও নলবাহিত পানীয় জলের জন্য হাহাকার। নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বা বলেন, 'আমাদের তিনটে সংসদে মার্ক টু টিউবওয়েল খারাপ। পাইপলাইন বসানো হয়েছে। কিন্তু নল-জল নেই।'

এ নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের কথায়, 'কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ করছে রাজ্যের পিএইচই। এরাজ্যে গত বছরের ডিসেম্বরে কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু হয়নি। সময়সীমা আরও এক বছর বাড়ানো হয়। খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম, এখনও অধিকাংশ এলাকার অর্ধেক বাড়িতেও পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারেনি পিএইচই।' বিধানসভায় ফের এই প্রসঙ্গটি তুলবেন বলে জানিয়েছেন বিধায়ক।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তৃণমূলের অরুণ ঘোষ অবশ্য এবছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তাঁর কথায়, 'এবছরই ঘরে ঘরে জল পৌঁছাবে।' তারপরেই বিজেপির আনন্দময়কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'বিধায়ক কী বললেন তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি কী কী কাজ করেছেন তার লিস্ট আগে জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করুন।'

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রাজু জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যে ব্লকের ১০টি গ্রামকে সজল গ্রাম-এর তকমা দেওয়া হয়েছে। মহকুমার চারটি ব্লকে ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে মোট ৩৩২টি গ্রাম রয়েছে। কয়েকশো কোটি টাকার কাজ চলছে মহকুমাজুড়ে। চলতি মাসে কাজ শেষ করার কথা। কিন্তু কাজে ঢিলেমির ফলে সময়ের মধ্যে শেষ করা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েই যাচ্ছে।

ধান ঝাড়াই।। *ফাড়াবাড়ি ভেলকিপাড়ায় বুধবার বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর তোলা ছবি।*

সারের দোকানে হানা কৃষি দপ্তরের

মনজুর আলম

চোপড়া, ৪ ডিসেম্বর : সারের কালোবাজারি চলছে। এমন অভিযোগ উঠতে শুরু করেছিল। সেইমতো দোকানের তালিকা বানিয়ে অভিযান চালাল উত্তর দিনাজপুর জেলা কৃষি দপ্তর। বুধবার চোপড়া ব্লকের ঘিরনিগাঁও ও দাসপাড়া এলাকায় সারের দোকানে অভিযান চালিয়ে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

এদিন পাঁচটি দোকানে অভিযানের কথা থাকলেও তিনটি দোকান বন্ধ ছিল। একটি দোকানে বিস্তর গরমিল ধরা পড়েছে। দোকানে মজুত একটি সার প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে তাতে ভেজাল থাকার আশঙ্কা করেন আধিকারিকরা। সন্দেহ হওয়ায় সেই সারের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হচ্ছে। রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আপাতত ২১ দিন ওই সার বিক্রি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আধিকারিকরা। এমনকি গরমিলের কারণে ওই ব্যবসায়ীকে শোকজ করা হয়েছে।

কালোবাজারি রুখতে পদক্ষেপ

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, কত চাষি কী সার কিনছেন তার সঠিক তথ্য মিলছে না। এদিন এক ব্যবসায়ীর দোকানে গিয়ে আধিকারিকরা দেখেন, সিস্টেমে যে পরিমাণ সার থাকার কথা, তা নেই। এতে কালোবাজারির সম্ভবনা থাকছে। কৃষি আধিকারিকদের মতে, এই মরশুমে সার ভেজাল হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ, সার বিক্রির সময় পয়েন্ট অফ সেল মেশিন-এর ব্যবহার বাধ্যতামূলক। সার বিক্রির হিসেব রাখতে হবে ডিজিটাল মাধ্যমে। এমনকি সার ক্রেতার আধার কার্ড থাকাও বাধ্যতামূলক।

এদিন অভিযানে ছিলেন উত্তর দিনাজপুর উপকৃষি অধিকর্তা (প্রশাসনিক) প্রিয়নাথ দাস, ইসলামপুর মহকুমা কৃষি অধিকারিক মেহেফুজ আহমেদ, ব্লক কৃষি অধিকর্তা মৌমিতা বড়ুয়া প্রমুখ। প্রিয়নাথ বলেন, 'সারের গুণগতমান কেমন, চাষিরা ঠিক দামে সার পাচ্ছেন কি না এমনকি জেলা থেকে সার অন্য রাজ্যে বা বিদেশে যাচ্ছে কি না সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিয়মিত অভিযান চলবে।'

এদিকে মহকুমা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় একটি অসাধু চক্র অনেকদিন ধরে ভেজাল সার তৈরি করে বিক্রির চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রত্যেকবার এমআরপি'র চেয়ে চড়া দামে সার কিনতে হয়।

অন্যদিকে, টাকা দিয়ে কিনলেও সেই সার ভেজাল কি না সেটা বোঝার উপায় না থাকায় আশঙ্কায় থাকেন চাষিরা। এবারে যাতে এই সংশয়ে না পড়তে হয়, তার জন্য আগাম ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন চাষিরা।

জেলার খেলা

পোডিয়ামে ভারতীয় মহিলা টেবিল টেনিস দলের সঙ্গে পদক গলায় সেনড্রিলা মল্লিক (বাঁদিক থেকে তৃতীয়)।

রুপোজয়ী দলে সেনড্রিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : কুয়ালা লামপুরে এশিয়া প্যাসিফিক ডেফ গেমস টেবিল টেনিসে ভারতীয় মহিলা দল রানার্স হয়েছে। ফাইনালে তারা হেরেছে চিনের বিরুদ্ধে। রুপোজয়ী সেই দলের সদস্য ছিলেন সেনড্রিলা মল্লিক। কলকাতার বাসিন্দা হলেও গত এক বছর ধরে শিলিগুড়িতে রয়েছেন সেনড্রিলা। তিনি ওয়াইএমএ-তে সুব্রত রায় ও মান্তু ঘোষের কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। রানার্স হলেও সেনড্রিলার পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট সুব্রতবাবু।

শ্রীজিতের দাপট

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত (বাঁয়ে)।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাঃ বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী ও সরোজিনী পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার ওয়াইএমএ ২ উইকেটে নরেন্দ্রনাথ ক্লাবকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে জিতে নরেন্দ্রনাথ ৯ উইকেটে ৮৫ রান তোলে। মহম্মদ সাহিল রাজা ১৬ রান করেন। শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত ২০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ওয়াইএমএ ৮ উইকেটে ৯৯ রান তুলে নেয়। নরেন্দ্রনাথের স্লো ওভাররেটের জন্য ওয়াইএমএকে ১৪ রান পেনাল্টি দেওয়া হয়েছে। ম্যাচের সেরা শ্রীজিৎ ২০ রান করেন। কুশবন্ত পাল ১৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন প্রিয়াংশু পাল (১৩/২)। অন্য ম্যাচে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ২৭ রানে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে নেতাজি ২৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৫ রান তোলে। নীতিন মল্লিক ৪০ রান করেন। অনীশ শর্মা ১০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে স্পোর্টিং ২৫ ওভারে ১১৮ রানে আটকে যায়। অরিজিৎ বর্ধন ২৩ রান করেন। রবি রায় ২১ ও ম্যাচের সেরা নীতিন ২৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। বৃহস্পতিবার খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব-শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ও তরুণ তীর্থ-এনবিএসটিসিআরসি।

সূর্যনগর-সরোজিনীর ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি ফুটবলে বুধবার সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৪ মিনিটে রাজ মঙ্গর সরোজিনীকে এগিয়ে দেন। ৪৭ মিনিটে সমতা ফেরান শুভঙ্কর রায়। ৫৬ মিনিটে রাহুল বসুমাতার গোলে ফের এগিয়ে যায় সূর্যনগর। ৬৩ মিনিটে সাহিল হরিজনের গোল সরোজিনীকে ১ পয়েন্ট এনে দেয়। ম্যাচের সেরা সরোজিনীর গোলকিপার শুভম হাজরা। বৃহস্পতিবার খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব ও মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব।

কোয়ার্টারে মৃগাঙ্ক-মৃত্যুঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : মিত্র সম্মিলনীর শ্যামাদেবী ভার্মা ও এসপি ভার্মা ট্রফি মুক্ত অকশন ব্রিজে বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন মৃগাঙ্ক রায়-মৃত্যুঞ্জয় ভার্মা, বিপ্লব মজুমদার-বিশ্বজিৎ পোদ্দার, অলোক দাস-সুভাষ সাহা, অভিজিৎ হালদার-রামকৃষ্ণ রায়, মধু সূত্রধর-বিরাজ দে, সঞ্জয় দাস-মানিক সরকার, সুবোধ অধিকারী-দেবাশিস কর ও শ্যামল দাস-বিনোদ বৈদ্য। মিত্র সম্মিলনীর আন্তঃক্রীড়া সচিব অমলেন্দু রাহা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডের খেলা হবে।

সাইকেলে ব্রাউন সুগার বিক্রির পথে ধৃত

খড়িবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মাদক কারবার বন্ধ করতে পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছে। বুধবার বিপুল পরিমাণ মাদক সহ এক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম খগেন রায় (৩০), পানিট্যাঙ্কির গৌরসিংজোতের বাসিন্দা। এদিন সন্ধ্যায় গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস ও পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির ওসি প্রতাপ লেপচার নেতৃত্বে একটি দল গৌরসিংজোতে অভিযান চালায়। পুলিশের কাছে খবর ছিল এক তরুণ সাইকেলে মাদক নিয়ে যাচ্ছে বিক্রির জন্য। কলোনি মোড়ে পৌঁছাতেই সাইকেলচালককে আটক করে পুলিশ। তরুণ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সক্ষম হয়নি।

সাইকেলে রাখা ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ১০১ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং ১২ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কার্সিয়াংয়ের এসডিপিও নীরজ অনীশ শা। এসডিপিও পানিট্যাঙ্কিতে মাদক কারবারের বাড়বাড়ন্তের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'দার্জিলিং পুলিশ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে। তাই ধারাবাহিকভাবে পানিট্যাঙ্কিতে অভিযান চালানো হচ্ছে।'

কালভার্ট ভেঙে বন্ধ যাতায়াত

ফাঁসিদেওয়া, ৪ ডিসেম্বর : গ্রামের সঙ্গে সংযোগরক্ষায় প্রায় পৌনে তিন কোটি টাকা খরচে পাকা সেতু তৈরি হলেও ওই পথে আরেকটি কালভার্ট জলের স্রোতে ভেঙে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ছেন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। বাঘাভিটা এলাকায় হিউমপাইপের ওই কালভার্টটি বৃষ্টির সময় ভেঙে যায়। ফলে কুরোন্দ নদীর উপর ১২০ মিটার দীর্ঘ পাকা সেতু থাকলেও যাতায়াতের সমস্যা দূর হচ্ছে না।

২০২১ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সেতুটির পাশাপাশি ৩০০ মিটার লম্বা অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করে। ওই অ্যাপ্রোচ রোডেই ভেঙে আছে কালভার্টটি। প্রতি বছরই বৃষ্টির সময় অস্থায়ী কালভার্টটি ভাঙে। ফলে নীচা লাইন, কুচিয়া লাইন, বাঘাভিটা, মঙ্গরু লাইন, গলেয়া লাইন, ঠুটাপাকড়ি, ফ্যাক্টরি লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রায় ছয় কিলোমিটার বেশি ঘুরে ঘোষপুকুর যেতে হয়। স্থানীয়রা অনেকবার এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসন ও স্থানীয় বিধায়কের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

> কালভার্ট ভাঙা থাকায় শ্রমিকরা কাজে যেতে পারছেন না। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে আমরা পথ অবরোধ করতে বাধ্য হব।
>
> **-দীপক প্রধান** *নীচা লাইনের বাসিন্দা*

ফাঁসিদেওয়া

ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু আশ্বাস দিলেও কাজ হয়নি। নীচা লাইনের বাসিন্দা দীপক প্রধান বলেন, 'কালভার্ট ভাঙা থাকায় শ্রমিকরা কাজে যেতে পারছেন না। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে আমরা পথ অবরোধ করতে বাধ্য হব।' আরেক বাসিন্দা ললিমায়া তামাং জানান, বহু মানুষ এই রাস্তা ব্যবহার করেন কারখানা ও হাঁসখোয়ায় যাওয়ার জন্য।

চা বাগানের প্রাক্তন সর্দার জাভলিন ডুংডুং বলেন, 'আমরা চাই দ্রুত কালভার্টটি তৈরি হোক।' ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের বক্তব্য, 'নতুন কালভার্ট তৈরির জন্য একটি প্রকল্প করা হয়েছে। আমি আবার বিষয়টি খতিয়ে দেখব। কালভার্টটি তৈরি করে দেওয়া হবে।'

বরাদ্দ বাড়তেই পড়ুয়াদের পাতে মরশুমি সবজি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : উত্তরে উঁকি দিয়েছে শীত। আর শীত মানেই বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, পালংশাক, লালশাক, মুলো, শিমের মরশুম। গেরস্থের মেনুতে ইতিমধ্যেই বদল ঘটেছে। স্কুল পড়ুয়ারাই বা বাদ যাবে কেন? সম্প্রতি মিড-ডে মিলে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। আর তাতেই বদলে গিয়েছে মিড-ডে মিলের মেনু। পড়ুয়াদের পাতে পড়ছে শীতকালীন শাকসবজি।

শীতকালীন সবজিতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, বিটা-ক্যারোটিন, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, ফলিক অ্যাসিড, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন রয়েছে। তাই পড়ুয়াদের পুষ্টির দিকটা মাথায় রেখেই সরকারি মেনু বদলে ফেলা হয়েছে। কেন্দ্র মিড-ডে মিলে বরাদ্দ বাড়াতেই খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন শিক্ষকরাও।

মিড-ডে মিলের জন্য নির্দিষ্ট মেনু রয়েছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে বরাদ্দ না বাড়ায় সমস্যায় পড়েছিলেন শিক্ষকরা। অন্যদিকে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল আনাজের দাম। বরাদ্দের মধ্যে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো দুষ্কর হয়ে যাচ্ছিল।

আগে প্রাথমিকে মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল ৫ টাকা ৪৫ পয়সা। উচ্চমাধ্যমিকে ৮ টাকা ১২ পয়সা। সম্প্রতি বরাদ্দ বাড়িয়ে প্রাথমিকে মাথাপিছু ৬ টাকা ১৯ পয়সা এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৯ টাকা ২৯ পয়সা করা হয়েছে। আর তাতেই যেন কিছুটা মুশকিল আসান। পড়ুয়াদের পাতে পড়ছে শীতকালীন সবজি।

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক অবীন মণ্ডল বলেন, 'বরাদ্দ বাড়ায় পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলে ফুলকপি, বাঁধাকপি সহ শীতকালীন সবজি বেশি করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আগের বরাদ্দে মিড-ডে মিল চালাতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। তবে এখন সমস্যা খানিকটা মিটেছে।'

শীতের মরশুমে পড়ুয়াদের জন্য মেনুতে রাখা হচ্ছে মিক্সড ভেজ, সয়াবিন-ফুলকপির তরকারি। নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ্ময় হাজরা বলেন, 'বিভিন্ন রকমের শাকসবজি এখন মেনুতে রাখা হচ্ছে। পড়ুয়ারা তৃপ্তির সঙ্গে মিড-ডে মিল খেয়েছে।' মিড-ডে মিলের মেনুতে শাকসবজি যাতে বেশি করে থাকে, সেদিকটা বিশেষভাবে নজর রাখছেন প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়।

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া অঙ্কুশ বর্মনের ফুলকপিখেতে বরাবর ভালো লাগে। বলছিল, 'বাড়িতে মাঝেমধ্যে ফুলকপি হয়। স্কুলে একদিন অন্তর দিচ্ছে। এখানে ফুলকপি-ডিমের তরকারি খেয়েছি। খুব ভালো লেগেছে।' শুধু সবজি খাওয়াই নয়, কোন সবজির কী গুণাগুণ তা-ও স্কুলে বলা হয়েছে বলে জানাল নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া অলিশা মাহালি। শাকসবজির পাশাপাশি শীতকালীন ফল (যেমন- কমলালেবু) দেওয়া শুরু হয়েছে বেশ কিছু স্কুলে।

মিড-ডে মিলের মেনুতে

বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, পালং শাক, লাল শাক, মুলো, শিম

এতে কী থাকে

পটাশিয়াম, বিটা-ক্যারোটিন, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, ফলিক অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

একটুকরো পাহাড়।।
দার্জিলিংয়ে ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের মুন্না দে।

বেতন, পেনশন হয়নি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : অন্য সমস্ত সরকারি দপ্তরে বেতন এবং পেনশন হয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে বুধবার পর্যন্ত সেটা না হওয়ায় কর্মীমহলে তীব্র শোরগোল শুরু হয়েছে। কী কারণে এমন পরিস্থিতি, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা গুঞ্জন। এমনকি বিষয়টা নিয়ে অন্ধকারে খোদ নিগমকর্তারা। এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলছেন, 'বাবা মারা যাওয়ার কারণে আমি কয়েকদিন নিগমের খোঁজখবর রাখতে পারছি না।' ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের কথায়, 'কী কারণে এখনও সরকারের টাকা ঢোকেনি, আমরা ঠিক জানি না। তবে বেতনের ১০ শতাংশ নিগম থেকে দেওয়া হয়ে থাকে (বাকি ৯০ শতাংশ সরকার দেয়)। সেটা বৃহস্পতিবার দিয়ে দেব আমরা।'

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মী মিলিয়ে প্রায় আট হাজার জনকে বেতন, সাম্মানিক ও পেনশন দেওয়া হয়। অন্যান্য মাসে সাধারণত ১ তারিখে সেসব মিটিয়ে দেওয়া হয়। তবে চলতি মাসে বিপত্তি ঘটেছে। এর কারণ পরিষ্কার না হওয়ায় বিতর্ক বেধেছে। এব্যাপারে এদিন কথা হচ্ছিল নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'পেনশনার্স ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা খুবই কম টাকা পান। নির্দিষ্ট সময় সেটা না ঢোকায়, অনেকেই আমাদের কাছে এসে সাহায্য চাইছেন। বলছেন, ঠিক সময়ে টাকা না পেলে বিদ্যুতের বিল কেটে যাবে। সংসার চালানো মুশকিল হবে। কবে ওঁরা টাকা পাবেন, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

কথা হল এক চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সঙ্গে। তাঁর গলায় হতাশার সুর, 'যা সাম্মানিক পাই, সেটা দিয়ে এমনিতেই সংসার চলে না। এর মধ্যে যদি টাকা না ঢোকে, তাহলে তো আরও মুশকিল।' পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত নিগমের তৃণমূল প্রভাবিত সংগঠনের সদস্যরাও। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকারের প্রতিক্রিয়া, 'বেতন এখনও না ঢোকায় কর্মীরা সংকটে পড়েছেন। আশা রাখছি, খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।'

অফিস সরানোর কথা ভাবছেন আধিকারিকরা

সরকারি দপ্তরে চুরি

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৪ ডিসেম্বর : সরকারি দপ্তরে প্রথমে চুরি তারপর আগুন সেখানে আগুন ধরিয়ে চম্পট দিল চোর। তাও আবার শ্রম দপ্তরে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, শুধুই কি চুরির উদ্দেশ্য ছিল। নাকি চুরির গল্প সাজিয়ে, দপ্তরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে কোনও তথ্য লোপাট করার চেষ্টা করা হল। বুধবার ইসলামপুর মহকুমা শ্রম দপ্তরে ঘটা এমন ঘটনায় নানান প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

শুধুমাত্র এবারই প্রথম নয়, চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আরেকবার এই দপ্তরে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। ফলে একই দপ্তরে বারবার চুরির ঘটনায় সরকারি দপ্তরের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জানা গিয়েছে, আগের চুরির ঘটনার পর থানায় লিখিত অভিযোগ জানানোর ১০ মাস পেরিয়ে গেলেও সেই চুরির ঘটনার কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা।

ইসলামপুর মহকুমার ডেপুটি লেবার কমিশনার দীপনারায়ণ ভাণ্ডারী বললেন, 'চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে দপ্তরের দুটি কম্পিউটার চুরি হয়েছে। থানায় লিখিত অভিযোগ জানানোর পরেও সেই কম্পিউটারগুলি আজও উদ্ধার হয়নি। ফের এদিন দপ্তরের জানলা ভেঙে চুরির ঘটনার পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও ঘটে। এবার জলের পাম্প, ইনভার্টারের ব্যাটারি সহ কিছু কাগজপত্র চুরি গিয়েছে।

একের পর এক চুরির ঘটনায় বাধ্য হয়ে আমাদের হয়ত দপ্তরটিকেই স্থানান্তর করতে হবে। এই বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাব।'

পুলিশের ওপর ওঠা অভিযোগের বিষয়ে ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেনডুপ শেরপার বক্তব্য, 'চুরির ঘটনাগুলির অভিযোগ জমা পড়েছে। পুলিশ সক্রিয়তার সঙ্গে দোষীদের ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে।'

দপ্তরের কর্মীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে দপ্তর খুলতেই কর্মীরা দেখেন দপ্তরের একটি ঘরে আগুন জ্বলছে। তৎক্ষণাৎ তাঁরা পুলিশ এবং দমকলবাহিনীকে খবর দেন। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দপ্তরের আশপাশে থাকা পরিত্যক্ত সরকারি আবাসনগুলিতে নেশার আসরের বিষয়টি কারও অজানা নয়। ফলে প্রায় তিন বছর আগে শ্রম দপ্তরের গার্ড অবসর নেওয়ার পর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কেউ বা কারা বারবার এই ঘটনা ঘটাচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

ইসলামপুর দমকল বিভাগের ওসি সুধীর টোপ্পো বলেন, 'সম্ভবত চুরির ঘটনা ঘটানোর পর চোর আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায়। তবে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।'

ইসলামপুর মহকুমা শ্রম দপ্তরে আগুন নেভাচ্ছেন দমকলকর্মীরা। বুধবার।

কী ঘটনা

- সরকারি দপ্তরে চুরি করে আগুন লাগিয়ে চম্পট দিল চোর
- চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে দপ্তরের দুটি কম্পিউটার চুরি গিয়েছিল
- পরপর চুরির ঘটনায় অসন্তুষ্ট আধিকারিকরা

কার্গিল শহিদের জন্মদিবস পালন

নকশালবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : কার্গিল যুদ্ধের শহিদ সুরেশ ছেত্রীর ৫০তম জন্মদিবস এবং ২৫তম বিজয় দিবস পালন করা হল নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরজবর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধে শহিদ সুরেশ ছেত্রীর ৫০তম জন্মদিবস বুধবার পালন করা হয়। নকশালবাড়ি তারাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা সুরেশ ছেত্রী সেনাবাহিনীর নাগা রেজিমেন্টে যোগদানের পর মাত্র ২৫ বছর বয়সে কার্গিল যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন।

তারপর থেকেই শহিদের পরিবারের তরফে প্রতিবছর ৪ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এলাকায় জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি করা হয়। এদিন তারাবাড়ির সুরজবর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাজবংশী, নেপালি, আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাচ, গান সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পাশাপাশি এলাকার দুঃস্থ এবং বিশেষভাবে সক্ষম ১৭৭ জন বাসিন্দার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এসএসবি রানিডাঙ্গার ডিআইজি একে সিং, শহিদ সুরেশ ছেত্রীর পরিবারের সদস্য সহ অন্যরা।

গলার পিন সরাতে সফল মেডিকেল

অস্ত্রোপচারে রক্ষা নাবালিকার

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : হজমি বড়ি খাওয়ার সময় হাতে থাকা হিজাবের পিন ভুল করে খেয়ে ফেলায় সেটা শ্বাসনালিতে আটকে গিয়েছিল। জলপাইগুড়ির বেলাকোবার প্রসন্ননগরের বাসিন্দা ১৬ বছরের স্নেহা আফরাজ সেদিন দুপুরে হজমি গুলির সঙ্গে পিন গিলে ফেলে। এরপর তাকে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখানকার বিভিন্ন নার্সিমহোমেও নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার বিকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা হয়। এরপর চিকিৎসকরা মেডিকেল টিম গঠন করে বুধবার সকালে আধ ঘণ্টার অস্ত্রোপচারের পর পিনটি বের করেন।

মেডিকেলের ইএনটি ও হেড-নেক সার্জারি বিভাগে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচারের পর ওই নাবালিকা সুস্থ রয়েছে। রোগীর পরিবারের তরফে মেডিকেলের চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

স্নেহার বাবা শাহিদার আলি পেশায় দিনমজুর। শাহিদার কথায়, 'মেয়েকে নিয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল ও সেখানকার বেশ কয়েকটি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানকার চিকিৎসকরা চেষ্টা করেও পিনটি বের করতে পারেনি। পরে মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা দ্রুততার সঙ্গে পিনটি বের করে দেন।'

> নিঃসন্দেহে খুবই চ্যালেঞ্জিং কেস ছিল। চিকিৎসকদের পাশাপাশি নার্স ও অন্য কর্মীরা একসঙ্গে কাজ করায় সফলতা এসেছে। এ ধরনের কেসে রোগী যে কোনও সময় হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যেতে পারত।
>
> **রাধেশ্যাম মাহাতো**
> *প্রধান, ইএনটি বিভাগ*

মেডিকেল টিমে থাকা ইএনটি বিভাগের প্রধান রাধেশ্যাম মাহাতো বলেন, 'নিঃসন্দেহে খুবই চ্যালেঞ্জিং কেস ছিল। চিকিৎসকদের পাশাপাশি নার্স ও অন্য কর্মীরা একসঙ্গে কাজ করায় সফলতা এসেছে। এ ধরনের কেসে রোগী যে কোনও সময় হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যেতে পারত।'

প্রশাসনের দ্বারস্থ

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : আগে জলপাইগুড়ির ই-অটো শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলেও, হঠাৎ করেই প্রশাসনের তরফে দার্জিলিং জেলার মধ্যে পড়া এলাকাগুলিতে অন্য জেলার ই-অটো চালাতে দেওয়া হচ্ছে না। তাই বুধবার প্রায় ১৫০ জনের ওপর ই-অটোচালক প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন। এ বিষয়ে ফুলবাড়ি ই-অটো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুব্রত মজুমদার জানালেন, গাড়ি কেনার সময় যে ঠিকানা তাঁরা দিয়েছিলেন, পরে জানতে পারেন সেই ঠিকানার বদলে তাঁদের জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি শহরের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। আর এখানেই শুরু হয় গণ্ডগোলের। এরপর এক এক করে প্রতিটি ই-অটোচালক জানতে পারেন, তাঁদের প্রত্যেকের ঠিকানা গাড়ির শোরুম থেকে বদলে দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'শুধুমাত্র শহরের ই-অটোচালকরাই মূল শহরে প্রবেশ করতে পারবে।'

পুলিশ সহায়তা ক্যাম্প

চোপড়া, ৪ ডিসেম্বর : চোপড়া থানার পুলিশের সহায়তা ক্যাম্পের মাধ্যমে বুধবার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতে চুরামন গ্রামে শিবির করা হয়। চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা বলেন, 'গ্রামবাসীদের নিয়ে সাইবার প্রতারণা, বাল্যবিবাহ রোধ সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক শিবির করা হয়েছে।'

হাতির জোড়া হানায় আহত ছ'জন

খোকন সাহা ও কার্তিক দাস

বাগডোগরা ও খড়িবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : বাগডোগরা থেকে কিছুটা দূরে বুধবার সন্ধ্যায় সন্ন্যাসীস্থান চা বাগান এবং কেষ্টপুরের মাঝে টেপু সেতুর কাছে বাগডোগরা জঙ্গল থেকে দুটি দাঁতাল আচমকা এশিয়ান হাইওয়ে-টুতে চলে আসে। এরপর কেষ্টপুরের দিক থেকে বাগডোগরার দিকে আসা একটি অটোতে আক্রমণ করে। পরে একটি পিকআপ ভ্যানের ওপর হামলা চালায়। হাতির আক্রমণে অটো এবং পিকআপ ভ্যানের চালক এবং আরোহী সহ ৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এঁদের মধ্যে বিশাল রি নামে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও, বাকি চারজনের আঘাত গুরুতর। তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'ওখানে দুটি দাঁতাল এবং একটি হাতির শাবক ছিল। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' পিকআপ ভ্যানের চালক হরেকৃষ্ণপল্লির রাকেশ রজকের কথায়, 'গাড়িতে শুয়োর নিয়ে নকশালবাড়ি ভৈষাহাটি যাচ্ছিলাম। সামনে থেকে একটি অটো আসছিল। দুটি হাতি প্রথমে অটোতে আক্রমণ করে। তারপরই পিকআপ ভ্যানে আক্রমণ চালায়।'

দলছুট হাতির তাণ্ডবে খড়িবাড়ি বাঞ্চাভিটায় চাঞ্চল্য। -সংবাদচিত্র

অন্যদিকে, খড়িবাড়ির বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দলছুট হাতির হানায় গুরুতর আহত হলেন এক ব্যক্তি। খাড়া হাঁসদা নামে আহত ব্যক্তি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

খড়িবাড়ি ব্লকের বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঞ্চাভিটা গ্রামে বুধবার সাতসকালে হাতির হানায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। গভীর রাত থেকে সকাল পর্যন্ত দুটি দলছুট হাতি এলাকার চাষের জমিতে দাপিয়ে বেড়ায়। আহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য বাহামণি কিসকু জানালেন, ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একটি আনারস বাগান সংলগ্ন এলাকায় প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়ে খাড়া হাঁসদা হাতির সামনে পড়ে যান। তাঁকে শুঁড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে একটি হাতি। কোনওক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন ওই ব্যক্তি।

পরে তাঁকে পরিবারের লোকেরা খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করে দেন। এভাবে লোকালয়ে হাতি চলে এলে যে কোনও সময় বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা করছেন এলাকার মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। বন দপ্তরের তরফে আহত ব্যক্তির চিকিৎসার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, 'দলছুট হাতি দুটিকে বন দপ্তর বনে ফেরত পাঠিয়েছে। বন দপ্তরের তরফে টহলদারি আরও জোরদার করা হবে।'

তিস্তার গতিপথ ঘোরানোর উদ্যোগ

পূর্ণেন্দু সরকার ও সানি সরকার

লালটংবস্তিতে বিশেষ পরিকল্পনা

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : গত বছর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের পর লালটংবস্তি ও চমকডাঙ্গিতে তিস্তার জল ঢুকে গিয়েছিল। তারপর এবছরের বর্ষার সময় সেই প্রভাব দেখা গিয়েছিল। প্রবল বর্ষণের ফলে শিলিগুড়ির অদূরে চমকডাঙ্গি, লালটংবস্তি কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যতেও কয়েকটি গ্রামকে তিস্তা গ্রাস করতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে তিস্তাপাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে। এমন পরিস্থিতিতে নদীটিকে পুরোনো পথে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ শুরু করেছে সেচ দপ্তর। বুধবার সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি বস্তি ও সংলগ্ন তিস্তা নদীবক্ষ পরিদর্শন করেন।

এবিষয়ে কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'সিকিমের লেক বিপর্যয়ের আগে সেবকের পর থেকে তিস্তা নিজের খাতেই প্রবাহিত হত। কিন্তু লেক বিপর্যয়ের পর ডানদিকে বাঁক নিয়ে চমকডাঙ্গি, লালটংবস্তিকে গিলে খাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চমকডাঙ্গির অবস্থা খুবই খারাপ। আপাতত তিস্তাকে নিজের প্রধান খাতে প্রবাহিত করতে হলে বেশ কিছু কাজ করতে হবে। সেইসঙ্গে নদীভাঙন ঠেকাতে প্রোটেকশনের কাজও সমান গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে।'

জলপাইগুড়ির সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তীর কথায়, 'আমরা দুটি গ্রাম পরিদর্শন করেছি। গ্রাম দুটির ইচ্ছুক পরিবারগুলিকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় পুনর্বাসনের প্রস্তাব নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে।'

লালটংবস্তি ও তিস্তা নদীর উচ্চতা সমান হয়ে গিয়েছে।

গত বছরের ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের পরেই সেবকের সামনে থেকে ডানদিকে ঘুরে চমকডাঙ্গি ও লালটংবস্তিতে তিস্তার জল ঢুকে গিয়েছিল। চমকডাঙ্গি গ্রামটিকে কার্যত গ্রাস করেছে নদীটি। নদীবক্ষ ও লালটংবস্তির উচ্চতা প্রায় সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলা প্রশাসন থেকে দুই বস্তির ইচ্ছুক পরিবারগুলিকে অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। কিন্তু তিস্তার গতিপথ মূল খাতে ঘুরিয়ে না দিলে ভবিষ্যতে ভয়াবহ নদীভাঙন আটকানো যাবে না বলে মত বিশেষজ্ঞদের। আগামী বর্ষায় পরিস্থিতি আরও মারাত্মক আকার নেবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

তাই নদীভাঙন রোধ ও গতিপথ ঘুরিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছে সেচ দপ্তর। প্রাথমিকভাবে লালটংবস্তির কাছে তিস্তা নদীর ভাঙন প্রতিরোধে বেশ কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মূল গতিপথে নদীকে কীভাবে ঘোরানো যাবে, সেই সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে খবর। প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য অনুমতি দিলে সেইমতো কাজ করা হবে বলে চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু জানিয়েছেন।

এদিকে, প্রশাসনিক এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দুটি গ্রামের বাসিন্দারা। চমকডাঙ্গির বাসিন্দা জিতেন তামাং বলেন, 'নদীকে সরিয়ে না নিলে আমরা কিছুতেই বাঁচব না। বর্ষার সময় দিনের পর দিন ঘরছাড়া থাকতে হয়েছে। জলের সঙ্গে কতকিছু যে ভেসে গিয়েছে তা আমরাই জানি।'

ভাঙা রাস্তার মাঝে বেহাল কালভার্ট

ফাঁসিদেওয়া, ৪ ডিসেম্বর : দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগকারী রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। সমস্যায় কয়েক হাজার মানুষ। ৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে খানাখন্দে ভরা পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে গ্রামবাসীকে। দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে তোলে মাঝপথে থাকা হিউমপাইপের ভাঙা কালভার্ট। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষুব্ধ তাঁরা। দ্রুত সমস্যার সমাধান চাইছেন সকলে।

ফাঁসিদেওয়ার দাসপাড়া থেকে সাব ক্যানালের পাশ দিয়ে একটি রাস্তা চলে গিয়েছে কালুজোতে। কিছুদূর এগোলে চোখে পড়বে হিউমপাইপের কালভার্টটি। পিচের চাঁদর উঠে গিয়েছে রাস্তা থেকে। বেরিয়ে এসেছে পাথর। স্থানীয়দের অভিযোগ, তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে খোঁজ নেন না এলাকার জনপ্রতিনিধিরা।

কালুজোতের বিষ্ণু সিংহর কথায়, 'রাস্তা তৈরির কয়েক মাস যেতে না যেতে পিচ উঠতে শুরু করেছে। এখন চারদিকে শুধুই বালি-পাথর। কাজের মান ভালো ছিল না, সেজন্য এমন পরিস্থিতি।'

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ফাঁসিদেওয়া, বাঁশগাও কিশামত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের টামবাড়ি, গুয়াবাড়ি, পেদিয়াজোত, ডলিগছ সহ বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা এই পথ দিয়ে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতাল, থানা, বিডিও অফিস, বাজারে আসা-যাওয়া করেন। এদিক দিয়ে কৃষকরা উৎপাদিত সবজি বাজারে নিয়ে যান। রোজকার যাতায়াত পড়ুয়াদেরও।

ফাঁসিদেওয়ার গ্রাম প্রধান অণিমা রায় আশ্বাস দিলেন, 'পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তাটি তৈরি করা হবে।'

গ্রামসভা

চোপড়া, ৪ ডিসেম্বর : আবাসের তালিকা ধরে বিশেষ গ্রামসভা শুরু হল চোপড়ায়। ব্লক প্রশাসনের তরফে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে আবাসের খসড়া তালিকা দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে বুধবার দাসপাড়া ও চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ গ্রামসভা করা হয়। চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক গ্রামসভার মাধ্যমে পাশ করাতে হবে আবাসের তালিকা। সেখান থেকে ব্লক কমিটি অনুমোদন দিলে, আবার জেলা স্তরে পাঠানো হবে।'

কন্যা জন্মানোয় নির্যাতন বধূকে

ময়নাগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় বধূকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পুঁটিমারিতে ঘটনাটি ঘটে। দু'বছরের মেয়েকে নিয়ে বারান্দায় রাত কাটিয়ে সকালে বাবার বাড়িতে ফেরেন ওই মহিলা। বুধবার দুপুরে মা এবং কাকাকে সঙ্গে নিয়ে নির্যাতিতা ওই বধূ স্বামীর বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। জলপাইগুড়ি বেরুবাড়ির সিঙ্গিমারি-২ এলাকার বাসিন্দা ওই বধূর সঙ্গে ময়নাগুড়ি পুঁটিমারির বাসিন্দা সুরজিৎ শর্মার বিয়ে হয় ২০১৬ সালে। বিয়ের সময় নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা, মোটর সাইকেল, ২টি সিলিন্ডার সহ রান্নার গ্যাস ও যাবতীয় আসবাবপত্র সুরজিৎকে দেওয়া হয়।

এক বছর পর সন্তান না হওয়ায় ওই বধূর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতে থাকে স্বামী ও শশুরবাড়ির লোকজন বলে অভিযোগ। দু'বছর আগে কন্যাসন্তানের জন্ম দিলে অত্যাচার চরমে ওঠে। মারধর করা হয়, খাবার না দিয়ে এমনকি চিকিৎসাও না করিয়ে নারকীয় নির্যাতন চলত বলে অভিযোগ। এমনকি বধূকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকিও দেওয়া হত।

ফসল নষ্টের অভিযোগ

ফাঁসিদেওয়া, ৪ ডিসেম্বর : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝমকলালজোতের কৃষক মৃণাল বালার জমির ফসল নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। বুধবার সকালে জমিতে গিয়ে তিনি দেখেন প্রায় ২ বিঘা জমিতে চাষ করা ফুলকপি, বেগুন এবং ওলকপি কেউ কেটে নষ্ট করে দিয়েছে।

মৃণালের দাবি, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেও জমিতে সমস্ত ফসল স্বাভাবিক ছিল।' কে বা কারা জমির ফসল নষ্ট করল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পাশাপাশি, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যও ঘটনাস্থলে যান।

সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণের দাবির পাশাপাশি, অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন মৃণাল। যদিও এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

ট্র্যাক্টরের শব্দে ঘুম ভাঙছে এলাকাবাসীর

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন বাজারুজোত গ্রামের ভিতর হয়ে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরের অবাধ যাতায়াতে নাজেহাল এলাকার বাসিন্দারা। তাছাড়া ট্র্যাক্টর চলাচলের আওয়াজে এলাকার পড়ুয়াদের পড়শোনার সমস্যা হচ্ছে, এছাড়াও ভোররাতে ট্র্যাক্টর চলাচল করায় ঘুমের সমস্যা হচ্ছে গ্রামবাসীদের। এরই প্রতিবাদে বুধবার ভোরে খড়িবাড়ি ব্লকের নেপাল সীমান্তবর্তী পানিট্যাঙ্কি পুলিশ ফাঁড়ির সামনে রাস্তা অবরোধ করে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর আটকে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন এলাকাবাসী।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সীমান্তের মেচি নদী থেকে প্রতিদিন ভোর ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বিহার, নকশালবাড়ি, বাতাসির প্রায় ২০০টি ট্র্যাক্টর বালিবোঝাই করে চলাচল করছে। এর মধ্যে অনেক ট্র্যাক্টরের বৈধ কাগজপত্র অবধি নেই। এমনকি বহু ড্রাইভারের ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। তাছাড়া নাবালক ট্র্যাক্টর চালাচ্ছে। একদিকে যেমন ঘুম, পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটছে। তেমনই ব্যস্ত সময়ে এতগুলি ট্র্যাক্টর বেপরোয়াভাবে চলাচল করায় এলাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বিধুভূষণ বর্মনের অভিযোগ, 'পুলিশ-প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে একাধিকবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। আগেও ট্র্যাক্টর আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল।' তাঁর কথায়, 'বেপরোয়া ট্র্যাক্টরগুলি ফাঁড়ির সামনে দিয়ে ছুটছে, কিন্তু পুলিশের কোনও হেলদোল নেই।'

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এই রাস্তার পাশেই রয়েছে দুটি বিদ্যালয়। প্রতিদিন প্রায় ৮০০ পড়ুয়া এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। স্কুল পড়ুয়াদের যাতায়াতে অসুবিধার পাশাপাশি তাদের পড়াশোনায় সমস্যা হচ্ছে। সারাদিন বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর চলাচল করায় রাস্তার অবস্থাও বেহাল হয়ে পড়েছে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অজয় সিংহ বলেন, 'বাইরের বহু ট্র্যাক্টর এখানে ভিড় করছে। রাতভর ট্র্যাক্টরের শব্দে বয়স্ক মানুষদের শারীরিক সমস্যা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে বালি পরিবহণের সময় বেঁধে দেওয়া হোক।'

স্থানীয়দের কথায়, বেহাল রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার করার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। এবিষয়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্র্যাক্টর চলাচল এবং ট্র্যাক্টরের গতি নিয়ন্ত্রণে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।'

পানিট্যাঙ্কি পুলিশ ফাঁড়ির সামনে ট্র্যাক্টর আটকে বিক্ষোভ। -সংবাদচিত্র

বৃহস্পতিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৫ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৬ সংখ্যা

নতুন ভাবনা

যৌনকর্মীদের কথা উঠলেই এখনও ভারতীয় সমাজের বিরাট অংশ নাক সিটকোয়। যৌনপল্লির বাসিন্দাদের বাঁকা চোখে দেখেন অনেকেই। যদিও ওই বাসিন্দারা কেন সেখানে থাকেন, কোন পরিস্থিতির চাপে তাঁরা যৌনকর্মীর কাজ করতে বাধ্য হন, সেসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা কেউ করেন না। সরকার কিছু সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করে ঠিকই। কিন্তু এখনও পুলিশ ও প্রশাসনের চোখে যৌনকর্মীরা 'নিষিদ্ধপল্লি'র বাসিন্দা।

এই চেনা ভাবনা থেকে ভিন্ন পথের দিশা দেখাল বেলজিয়াম সরকার। ইউরোপের এ দেশের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যৌনকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে শুরু করে আর পাঁচজন পেশাজীবীর মতো বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে 'রেডলাইট' এলাকাগুলিকে সরকারি নজরদারির আওতায় আনার দাবি তুলছে। কিন্তু কোনও দেশই সেই দাবি মানার পথে পা বাড়ায়নি। বরং পত্রপাঠ দাবিগুলি খারিজ করে দিয়েছে।

সেদিক থেকে দেখলে বেলজিয়াম সরকারের সিদ্ধান্ত বেনজির। বেলজিয়াম সরকারের নতুন আইন অনুযায়ী, নাম নথিভুক্ত থাকলে যৌনকর্মীদের কাজের শংসাপত্র দেওয়া হবে। সেই শংসাপত্র দেখিয়ে তাঁরা স্বাস্থ্যবিমা, পেনশনের মতো বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। বেলজিয়ামের যৌনকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং আইনি নিরাপত্তা দেওয়া হবে। শরীর খারাপ হলে তাঁরা নিতে পারবেন 'সিক লিভ'।

এমনকি গ্রাহকের আচরণে অস্বস্তিতে পড়লে তাঁরা সরাসরি পুলিশের সাহায্য নিতে পারবেন। গ্রাহককে না বলার অধিকারও থাকবে তাঁদের। প্রশ্নটা হল, বেলজিয়াম সরকার পারলে অন্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের সরকার কেন এ ধরনের বন্দোবস্ত করতে পারবে না? আসলে মূল বাধাটা চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির। খাতায়-কলমে যাই থাকুক, যৌনকর্মীদের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা।

বছর কয়েক আগে সুপ্রিম কোর্ট ভারতে যৌনপেশাকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিল, যৌনকর্মীরা আর পাঁচজন পেশাজীবীর মতো সমান আইনি সুরক্ষা এবং মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। পুলিশকেও সতর্ক করে দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। প্রাপ্তবয়স্ক গ্রাহক এবং মতদানকারী যৌনকর্মীদের পুলিশি হেনস্তা ঠেকাতে কড়া ভাষায় সতর্ক করেছিল।

তারপরও পরিস্থিতির খুব অদলবদল হয়নি। বেলজিয়ামে যা সম্ভব, তা ভারতেও হতে পারে। অনেক সময় শিশু ও নারীদের পাচার করে বিভিন্ন যৌনপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে যায় যৌনপল্লিগুলি। উলটোদিকটাও রয়েছে। আর পাঁচজন মায়ের মতো বহু যৌনকর্মী সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও নানাবিধ বাধায় সেই স্বপ্নগুলি অপূর্ণ থেকে যায়। অনেকে আক্ষেপ করেন, সরকারি পরিষেবা চাইতে গিয়ে তাঁদের বহুস্থানে, এমনকি সরকারি হাসপাতালেও চরম অসম্মান এবং দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়।

যৌনপেশায় যুক্ত সকলে এ দেশের নাগরিক এবং বাকিদের মতো তাঁদেরও যে নাগরিক অধিকার আছে, তা বেমালুম ভুলে যায় সমাজের সিংহভাগ অংশ। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প দূরের কথা, যৌনপল্লির বাসিন্দা শুনলেই তাঁদের ন্যূনতম পরিষেবা দিতেও বহুক্ষেত্রে অস্বীকার করার অভিযোগ নতুন নয়। আসলে বেলজিয়াম যেভাবে মানসিকতা এবং চিন্তাভাবনাকে স্বচ্ছ করেছে, সেটা এখনও এ দেশে হয়নি।

সবথেকে বড় কথা, যৌনপেশার সঙ্গে যুক্তদের মানুষের মর্যাদা দেন না অনেকে। এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে সংকীর্ণতাকে সবার আগে মন থেকে দূর করতে হবে। তার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন এবং সরকারকে একযোগে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা দৃষ্টিভঙ্গি এক নিমেষে দূর করা কঠিন নিঃসন্দেহে। তবে যৌনকর্মীদের ব্যাপারে বেলজিয়াম যে পথ দেখিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা চলুক। বেরিয়ে আসুক আরও উন্নত চিন্তাভাবনা।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

সীমান্তের কাঁটাতারে ঝুলে একটি শ্রেণি

ওপার বাংলার মানুষকে চিকিৎসা দেব না, হোটেলে খাবার দেব না- এগুলো ঘৃণার কারবারিদের কারবার।

মৌমিতা আলম

ভোলাদাদু বললেন, মাটির নীচে আমি জলদস্যুদের অনেক মণিমুক্তো লুকিয়ে রাখতে দেখেছি। তাই শুনে গ্রামের সব লোক মাটি খুঁড়তে শুরু করল। খুঁড়েই যায়, খুঁড়েই যায়। সকাল গড়িয়ে রাত, দুপুর গড়িয়ে বিকেল... অনেক খোঁজাখুঁজির পর, ভোলাদাদু বললেন আসলে আমি দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিলাম আর সেই সময় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিলাম জলদস্যুদের...।

এটা গল্পকার মনোজ দাসের গল্প।

গল্প হলেও সত্যি- এমন ট্যাগলাইন মেনেই চলছে আমাদের জীবন। আমরাও তাই খুঁজে চলেছি বাবরি থেকে জ্ঞানবাপী থেকে আজমের, আজমের থেকে...

চলতেই থাকবে যতদিন না ভোলাদাদুকে আমরা প্রশ্ন করতে শিখি! ততদিনে ফুলকপির দাম বাড়বে, বাড়ির দাম বাড়বে, বেকারত্বের সংখ্যা আকাশ ছোঁবে, দমবন্ধ বিষাক্ত হাওয়া থেকে বাঁচতে আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার পিঠে নিয়ে ঘুরব, আরও ডজনখানেক বিলিয়নিয়ার সৃষ্টি করে ভারত বিশ্বের আসনে সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। আর ঘৃণা দিয়ে আমরা তলিয়ে যাব আরও অন্ধকারে। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত তবুও চারদেয়ালের মাঝে একা বসে মুঠোফোনে বিষাক্ত ঘৃণা উগরে সুখ ঘুম দেব। আর গ্রামের মানুষ কাজ হারিয়ে, টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনতে না পেরে আরও পিছিয়ে যাবে।

আমার দেশের পতাকাকে কিছু বিকৃত লোক অপমানিত করেছে, অবশ্যই শাস্তির যোগ্য। কিন্তু তাদের দেশের পতাকা নিয়ে বিষ উগরে, তাদের মেডিকেল ভিসা না দেওয়ার, পেঁয়াজ না দেওয়ার, সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়ে, ঘৃণা ছড়িয়ে বিষাক্ত করে দেওয়া হচ্ছে দু'দেশের পরিবেশ।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ যন্ত্রণার। র‍্যাডক্লিফ-এর ধারালো ছুরিতে যে রক্তপাত তখন শুরু হয়েছিল তার উপশম না করে ভারতীয় উপমহাদেশের তিন ভাই- ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের লাভের জন্যই জিইয়ে রেখেছে ক্ষত। নিজেদের দেশের সমস্যা মেটাতে না পারলে চরম উগ্র জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে সংখ্যাগুরুদের একসঙ্গে নিয়ে আসার জন্য বারবার এদের প্রয়োজন হয় এক শত্রু দেশ।

যে অজানা শত্রুর ভয়ে দৈনন্দিন জীবনের চাওয়াপাওয়া দাবি না জানিয়ে জনগণ মেতে থাকবে সেই অজানা, অচেনা শত্রুর অনিষ্টসাধনে। তাই বারবার ভারতে ভোটের সময় উঠে আসে পাকিস্তানের নাম আর বাংলাদেশে ভারতকে শত্রু দেশ হিসেবে স্থাপিত করতে মেতে ওঠে একদল। আর আমরা মধ্যবিত্ত সেটা নিয়ে লেগে পড়ি যুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে। ভুলে যাই আমাদের মৌলিক দাবিগুলোর কথা। তাই বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম হারলে লাখ লাখ টাকার বাজি ফাটাই, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের খেলা থাকলে এদেশের মুসলিমদের লিটমাস টেস্ট! অথচ ক্রিকেট খেলে এই গরিব দেশের কী লাভ হয় কে জানে! কোটি কোটি টাকার মালিকানা নিয়ে ক্রিকেট বোর্ড আসলেই একটি কর্পোরেট সংস্থা।

অতীত ক্ষতর উপশম মানবাধিকারের এক অন্যতম প্রধান শর্ত। ১৯৪৭-এর পর এত বছর কেটে গিয়েছে। পশ্চিম বাংলা ক্ষত বুকে নিয়ে আপন করে নিয়েছে ওপার থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা লোকেদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসি বীভৎসতার ক্ষত উপশমে জার্মানি বারবার স্বীকার করেছে তাদের সামগ্রিক গিল্ট-কে। তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়ানো হয় বারবার সেইসব দিনের বীভৎসতার কথা। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর সেই কালো, অন্ধকার দিনে পা না বাড়ায়। সেখানে আমাদের সংস্কৃতি থেকে ইতিহাস- সবই ব্যবহৃত হচ্ছে ঘৃণা ছড়ানোর জন্য।

বারবার ইসলামিক রাজাদের শাসনকালে হওয়া ঐতিহাসিক ভুল শুধরে নেওয়ার কথা বলে জনগণকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছরে যাঁদের পিটিয়ে মারা হয়েছে বা যারা মেরেছে, তাদের শ্রেণিগত অবস্থান খুঁটিয়ে দেখলেই খুব পরিষ্কার হয়ে যায় যে এতে আসলে ক্ষতি কার!

যে সাবির আলিকে গোমাংস খেয়েছেন এই অজুহাতে পিটিয়ে মারা হল আর যারা পিটিয়ে মারল তাদের শ্রেণিগত অবস্থান কী? সাবির একজন পরিযায়ী শ্রমিক আর যারা মারল তাদের শ্রেণিগত অবস্থান? যদিও ক্রিমিন্যাল বলে যাদের জেলে রাখা হয় তাদের শ্রেণিগত অবস্থানের পরিসংখ্যান আছে বলে আমার জানা নেই। করলেই সমস্যা রাষ্ট্রের। এমনটা কেন? যে মানুষটি দরিদ্রতায় জর্জরিত, তাকে হিংসার কবলে নিয়ে আসা সহজ, মিথ্যে গেলানো সহজ।

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের রিপোর্ট অনুসারে, ভুল ও মিথ্যা খবর প্রচারে ভারত এখন শীর্ষে। দুটো দেশের দুটো অপদার্থ সরকার আর তদুপরি পুঁজির স্বার্থে কাজ করে ২৪x৭ ঘণ্টা ঘৃণা চালানো মিডিয়া বিষিয়ে দিচ্ছে, বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে দুই দেশের সংখ্যালঘুদের। সংখ্যালঘু শুধুই সংখ্যালঘু- তাঁদের কোনও ধর্ম হয় না, তাঁরা স্থান বিশেষে হিন্দু, মুসলিম, আহমেদিয়া, বালোচ যা কিছু হতে পারে। সংখ্যালঘু হল নিপীড়িত শ্রেণি।

ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষজনদের চিকিৎসা দেব না, হোটেলে খাবার দেব না- এগুলো ঘৃণার কারবারিদের কারবার। ক্ষত উপশমে সাধারণ মানুষকে আরও কাছাকাছি আসতে হবে। বুঝতে হবে সেদেশের সাধারণ মানুষ এবং এদেশের সাধারণ মানুষদের ভিতরে কোনও পার্থক্য নেই। ওপার বাংলায় মহিদুল ১০০ টাকায় পেঁয়াজ কিনলে এপার বাংলাতেও দিলীপ টমেটো কিনছে ১০০ টাকায়। তিস্তার জল শুকিয়ে গেলে বিপন্ন হবে দু'দেশের লোকেই। শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, কাজের দাবির মৌলিক প্রশ্নে সরকার ব্যর্থ।

রাজনৈতিক নেতারা যখন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হবে, তখন ঘুরিয়ে দিতে চাইবে জনগণের অভিমুখ দেশপ্রেম, উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে। ধর্মের চশমা দিয়ে সব ঘটনা দেখলে ঘৃণার বাজার বাড়বে। ইতিহাসের সঠিক তথ্য জানতে হবে। আজমের খুঁড়ে দেখতে গেলে দেখতেই হবে আজমের শরিফ ঘিরে টিকে থাকা দীর্ঘ সকল ধর্মের সমন্বয়ের ইতিহাস।

আর সেই কবেই তো স্যামুয়েল জনসন, যিনি প্রথম ইংরেজি অভিধান তৈরি করেন, বলে গিয়েছেন, "Patriotism is the last refuge of the scoundrel."

হ্যাঁ, রাজনৈতিক নেতারা যখন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হবে, তখন ঘুরিয়ে দিতে চাইবে জনগণের অভিমুখ দেশপ্রেম, উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে। ধর্মের চশমা দিয়ে সব ঘটনা দেখলে ঘৃণার বাজার বাড়বে। ইতিহাসের সঠিক তথ্য জানতে হবে। আজমের খুঁড়ে দেখতে গেলে দেখতেই হবে আজমের শরিফ ঘিরে টিকে থাকা দীর্ঘ সকল ধর্মের সমন্বয়ের ইতিহাস। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডর পর যে কমিটি গঠন করে ব্রিটিশরা তার রিপোর্টে বলা হয়, ভারতীয়রা একটি বিদ্রোহর পরিকল্পনা করছে আর সেটির সিদ্ধান্ত হয় আজমের ওরশ-এ। ঐতিহাসিক সাকিব সালিম লিখছেন, ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের সময় আজমের দরগা দু'কিলো সোনা দান করেছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রককে। কেনা হয় এক লাখ টাকার ডিফেন্স সার্টিফিকেট। যিনি সোনা হাতে তুলে দেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর হাতে, তিনি আর কেউ নন, আজকের বিখ্যাত অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহের বাবা আলে মোহাম্মদ শাহ।

ইতিহাস থেকে অর্ধসত্য পড়লে বা বিকৃত ইতিহাস পড়লে ঘৃণা নিয়ে রক্তক্ষয় অবধারিত। হলোকাস্ট মেমোরিয়াল ডে তে নাৎসিবাহিনীর অসউইজ ক্যাম্প থেকে নিজের মিথ্যে বয়স বলে বেঁচে ফেরা, যার সামনেই তার মাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় গ্যাস চেম্বারে, সেই মিসেস পোলাক সাবধান করে দিয়েছেন আমাদের ঘৃণা সম্পর্কে, 'আমাদের ঘৃণার প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে সচেতন থাকতেই হবে। এটা শুরু হয় একটি ছোট ঝরনার মতন আর তারপর ফেটে পড়ে। তখন কারও কিছুই করার থাকে না।'

হ্যাঁ ঠিক তাই। ঘৃণা নিয়ে আরও রক্তক্ষয়। তাতে বরাবর লাভ হয়েছে একশ্রেণির। দেশভাগ কিন্তু শুধু ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ধর্মের আড়ালে দুটো সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণির মানুষের নিজেদের ক্ষমতালিপ্সাও লুকিয়ে ছিল। তাই দেশভাগে সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হলেও, এপারের ক্ষমতার অলিন্দে থাকা লোকজন ওপারে গিয়েও ক্ষমতার অলিন্দেই ছিলেন। ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ছাড়া ক্রমাগত বিরূপ হতে থাকা পৃথিবীতে মানুষ প্রজাতির টিকে থাকা মুশকিল।

একই ভূখণ্ডের দুটো দিক। একই হাওয়া, মাটি, জল। সেই কাঁটাতারে ঝুলছেন একটি শ্রেণি : কিছুই না পাওয়া সর্বহারা শ্রেণি স্বর্ণা দাশ, ফেলানি খাতুন। আমরা যেন ভুলে না যাই।

(লেখক শিক্ষক। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে প্রয়াত হন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ।

১৯২৫

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত হলেও সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করার বার্তা দেয় না ইসলাম। হিন্দুদের ওপর একপাক্ষিকভাবে যে অত্যাচার, অবিচার চলছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এটা মানা যায় না।

- সৈয়দ আহমেদ বুখারি

ভাইরাল/১

উট মরুভূমির জাহাজ। সেই জাহাজকেই পা মুড়ে বসিয়ে, তার ঘাড়ে শক্ত করে দড়ি বেঁধে বাইকে করে নিয়ে যাচ্ছে দুজন, যাতে সে নড়তে-চড়তে না পারে। উটটির কষ্ট চোখে মুখে ফুটে উঠছে। মর্মান্তিক এই ভিডিও ভাইরাল। নিন্দায় নেট দুনিয়া।

ভাইরাল/২

এমন বন্ধু আর কে আছে... সাংসদ শশী থারুর বাগানে বসে কাগজ পড়ার সময় একটি বাঁদর সটান তাঁর কোলে এসে বসে। তিনি বাঁদরটিকে কয়েকটা কলা খাইয়ে দেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে বাঁদরটি। শশী-শাখামৃগের স্নেহালিঙ্গনের ছবি ভাইরাল।

জনমন

জনমত

যানজটে নাজেহাল শিবমন্দিরবাসী

শিলিগুড়ি মহকুমার অধীন আঠারোখাই পঞ্চায়েতের শিবমন্দির বাজার সংলগ্ন রেলগেটের শ্বাসরোধকারী যানজট বর্তমানে জ্বলন্ত সমস্যা। বারবার আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ করেও কোনও সুরাহা হয়নি। যেদিন এই চত্বরে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে সেদিন হয়তো সকলে নড়েচড়ে বসবেন।

শিবমন্দির বাজারে সবসময়ই মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে। তার ওপর এই রাস্তায় মাঝেমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীকে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত অ্যাম্বুল্যান্স আচমকাই আটকে পড়ছে যানজটে। যানজট খুলতে দীর্ঘ সময় লেগে যাওয়ায় রোগীর বিপদ বেড়ে যাচ্ছে।

লোকমুখে শোনা যায়, শীঘ্রই নাকি এই রেলপথে আরেকটি রেলপথ সংযোজন হতে চলেছে অর্থাৎ ডাবল লাইন। এবার ভাবুন তো সমস্যা কেমন গুরুতর হবে? হয়তো দীর্ঘ সময় রেলগেট বন্ধই থাকবে। সেদিন কী দশা হবে? এই অবস্থায় শিবমন্দির বাজারের রেলগেটে যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সমীরকুমার দে (বাচ্চু), ইন্দিরাপল্লি, শিবমন্দির।

রেল-বিমানের ভাড়ায় প্রবীণদের ছাড় চাই

করোনা অতিমারির সময় থেকে রেলপথ এবং বিমানপথে সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ছাড় দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। আমরা জানি, কোনও সুবিধা একবার দিলে তা সাধারণত বন্ধ করা হয় না। রেল ও বিমানে প্রবীণদের ছাড় দেওয়ার বিষয়টি করোনা অতিমারির সময় বন্ধ করা হলেও পরে তা চালু হবে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু বহুদিন হয়ে যাওয়ার পরও এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। ফলে চিকিৎসা বা অন্যান্য প্রয়োজনে সিনিয়ার সিটিজেনরা কোনও ছাড় পাচ্ছেন না। তাঁদের জন্য অন্তত রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেনে ছাড়ের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করুক।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

বাস চলে না জোড়পাকড়িতে

ময়নাগুড়ি থানার জোড়পাকড়ি গ্রামে দীর্ঘদিন যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি। সরকারি সহযোগিতায় রাস্তার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সরকারি-বেসরকারি যানবাহনের উন্নয়ন হয়নি। অর্থাৎ সরকারি বা বেসরকারি কোনও বাস জোড়পাকড়ি পর্যন্ত বা জোড়পাকড়ি থেকে চলাচল করে না। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আবেদন, জোড়পাকড়ি থেকে স্থায়ীভাবে সরকারি বাস পরিষেবা দিলে গ্রামের সকলেরই উপকার হয়।

ইন্দ্রনীল দাশ, জোড়পাকড়ি, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাঙালির দাপট দেখানোর সুযোগ হাতছাড়া

সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে চিন্তামণি করের ভাস্কর্য গুরুত্বহীন থেকে গেল। বাংলার কেউ প্রতিবাদ করল না, খুব আশ্চর্যের ব্যাপার।

মৈনাক ভট্টাচার্য

মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' ছবির শুরুটা মনে পড়ে? ক্রেনে ঝুলিয়ে আবর্জনায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে বাতিল ব্রিটিশ শাসক-শোষক কর্তাদের সব মূর্তি। চোখের কাপড় খুলতেই ভারতের নতুন ন্যায়ের প্রতীক, সদ্য শতবর্ষ পার করা এই চলচ্চিত্র পরিচালক মানুষটাকে আর একবার মনে করিয়ে দিল। সূত্রটা অবশ্যই আর একটি ব্রিটিশ 'ঔপনিবেশিক ঝুলননামা' রীতির গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসা।

আমাদের বিচারের প্রচলিত প্রতীক তিনশো বছরের 'লেডি জাস্টিস', রোমান পুরাণের ন্যায়ের দেবী জাস্টিটিয়া এখন থেকে আর আমাদের কেউ নন, আমাদের নতুন ন্যায়ের দেবী এখন ভারতীয় চিরাচরিত শাড়িতে 'ভারত মাতা'। চোখ বেঁধে নয়, চোখ খুলে চারদিক দেখেশুনেই অপরাধের বিচার করছেন তিনি।

দিল্লি কলেজ অফ আর্টের শিক্ষক বিনোদ গোস্বামী কিন্তু এই ভাস্কর্য নির্মাণে রাজা অগস্তিন প্রবর্তিত জাস্টিটিয়াকেই রোমান পোশাক পালটে দেশজ শাড়ি পরিয়ে দিলেন, আর ভারতীয় মুখের আদলে চাপালেন মাথায় মুকুটটুকু। হিংসার দ্যোতক হাতের তলোয়ারের বদলে অবশ্য এনেছেন অহিংসার সংবিধান। তাই প্রশ্ন থেকে যায়, এই শ্বেতবর্ণের নারীমূর্তিতে মৌলিকতার কতটুকু নতুন শিল্পরস পাওয়া গেল, আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে থাকা ব্রিটিশ 'কলোনিয়াল হ্যাংওভার' থেকে কতটাই বা বের করে আনতে পারলেন তিনি?

অথচ একদম দেশজ ভাবনায় কত সমৃদ্ধ এক ন্যায়ের মূর্তি উনিশশো সাতাত্তর থেকে সুপ্রিম কোর্টের লন উজ্জ্বল করে রেখেছেন এক বাঙালি চিন্তক, ভাস্কর চিন্তামণি কর। কত অর্থবহ এই ভাস্কর্য, যেখানে নান্দনিক জ্যামিতিক কম্পোজিশনে ভারত মাতাকে একজন মহিলার মূর্তিতে চিত্রিত করা হয়েছে ভারতের রূপক হিসেবে, শিশুটিকে ব্যবহার করা হয়েছে চিরতরুণ প্রজাতন্ত্র হিসেবে আর সংবিধানকে দেখানো হয়েছে বই হিসেবে। এই শিশু আর বইকেই তো অভিভাবক হিসেবে সাতাশ বছর পেরিয়েও আগলে রেখেছেন এক মা।

সাত ফুট উচ্চতার কালো এই ব্রোঞ্জ মূর্তির সামনে দাঁড়ালে বোঝা যায় শিল্পের ভাষায় এর চেয়ে সুন্দর আর কোনও আইনের প্রতিমূর্তি বোধহয় উঠে আসতে পারে না। আমাদের 'লেডি জাস্টিস' পরিবর্তনের আগে একটিবারও কিন্তু এই মূর্তিকে ন্যায়ের নতুন প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠার কথা ভাবাই হল না। তার কারণে কোথায় যেন মিলে যায়, শুধুমাত্র হালের 'বদল চাই'-এর ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে আর এক বদলের হাল ফ্যাশনে ভেসে যাওয়ার রেওয়াজ।

ভাবতে অবাক লাগে, সুপ্রিম কোর্টের সামান্য কয়েকজন আইনজীবী বাদে দেশের শিল্প সমালোচক থেকে রাজনীতিবিদ, কারও কোন প্রতিক্রিয়াও পাওয়া গেল না এই পরিবর্তনে। সে না হয় এইসব মানুষের কোনও আবেগ জড়িত নয় বলে।

কিন্তু বাঙালি যেভাবে আজও উজ্জ্বল-চেন্নাইয়ের মেরিনা সৈকতে প্রথম সৈকত ভাস্কর্যে, শ্রম দিবসের প্রতীক হয়ে আছেন ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য 'ট্রায়ামফ অফ লেবার', কিংবা দিল্লির রিজার্ভ ব্যাংকের মূল ফটকের দ্বারপাল হয়ে আছে রামকিঙ্করের স্টোন কার্ভিং- 'যক্ষ-যক্ষী'।

পরিবর্তিত এই ন্যায়মূর্তির বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে বাঙালি কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতির ময়দানে হেলায় হাতছাড়া করল সর্বভারতীয়ভাবে একজন বাঙালির আর একবার আস্তিন গুটিয়ে মস্তানি করার এমন সুযোগ।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ভাস্কর ও সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৫

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। লোক দেখানো বাবুগিরি ৩। সপ্তর্ষি মণ্ডলের মাঝে থাকে যে নক্ষত্র ৪। জমির জন্য ট্যাক্স ৫। প্রতিমার পেছনের আচ্ছাদন ৭। ধবধবে সাদা রং ১০। শিল্প অথবা ফল ১২। পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়া ১৪। স্বপ্নের ঘোরে শিশুর হাসি-কান্না ১৫। ইসলাম ধর্মের সুফি ১৬। এই সংখ্যাকে নবতি বলা হয়।

উপর-নীচ : ১। যে অল্পতেই দুঃখ পায় ২। কোনও ভেজাল নেই একেবারে খাঁটি ৩। নীতি বা শাস্ত্র বিরোধী আচরণ ৬। চিত্রকর অথবা চিতাবাঘ ৮। যে টাকাপয়সা চুরি করেছে ৯। পাহাড় সংলগ্ন এলাকা বা পাহাড়তলি ১১। মাপ অনুযায়ী ১৩। কাঁচা নয়, পাকা বাড়ি।

সমাধান ■ ৪০০৪

পাশাপাশি : ২। অনুপল ৫। বরগা ৬। চশমখোর ৮। বর ৯। সাল ১১। অচিন্তনীয় ১৩। পামীর ১৪। ধাবমান।

উপর-নীচ : ১। হাবভাব ২। অগা ৩। পরশ ৪। বিবর ৬। চর ৭। মশাল ৮। বসন্ত ৯। সায় ১০। অধিরথ ১১। অভুক্ত ১২। নীরব ১৩। পান।

বিন্দুবিসর্গ

Great Eastern™
We serve you best

PRESENTS

YEAR END SALE

NEWLY OPENED

KANKURGACHI
KANKURGACHI MORE
OPP. RANG DE BASANTI DHABA,
YES BANK & INDUSIND BANK

BEHALA
BESIDE BEHALA THANA
OPP. BAZAR KOLKATA

CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards

Upto 36 MONTH EMI*

1 EMI* OFF

0 DOWN PAYMENT*

30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE

BAJAJ FINSERV HDB FINANCIAL SERVICES

kotak Kotak Mahindra Bank

IDFC FIRST Bank

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

32 HD LED
₹ 7190

32 GOOGLE TV
₹ 9990

43 SMART TV
₹ 17990

43 4K GOOGLE TV
₹ 22990

55 4K GOOGLE TV
₹ 30490

55 4K QLED
₹ 34990

65 4K GOOGLE TV
₹ 43990

75 4K GOOGLE TV
₹ 75990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier

180 L
₹ 13490

184 L
₹ 13990

200 L
₹ 14990

235 L
₹ 21490

260 L
₹ 23490

243 L
₹ 25990

280 L
₹ 28990

368 L
₹ 47990

472 L
₹ 51990

564 L
₹ 58990

650 L
₹ 77990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier

6 KG - TL
₹ 11990

6.5 KG - TL
₹ 12990

7 KG - TL
₹ 13990

7.5 KG - TL
₹ 18290

8 KG -TL
₹ 18990

8.5 KG - TL
₹ 23990

9 KG - TL
₹ 24990

6 KG - FL
₹ 23990

6.5 KG - FL
₹ 26490

7 KG - FL
₹ 26990

8 KG - FL
₹ 32990

9 KG - FL
₹ 34990

LLOYD BLUE STAR LG SAMSUNG HITACHI Panasonic Godrej VOLTAS ONIDA Haier Carrier MITSUBISHI ELECTRIC

1.5 Ton - Inverter
₹ 30990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 31990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 33990

1.5 Ton - Inverter
₹ 34990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 35990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 44990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 42990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 35990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 44990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 39990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 40990

Racold Haier KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS

3 L ₹ 2190
5.9 L ₹ 2990
10 L ₹ 4990
15 L ₹ 5490
25 L ₹ 6990

Haier LG SAMSUNG Panasonic Godrej IFB

20 L ₹ 6490
20 L Conv. ₹ 10990
21 L Conv. ₹ 11290
23 L Conv. ₹ 12290

SAMSUNG
A16 5G (8/128)
EMI 1583
S24 5G (8/256)
EMI 2833

Apple16 (128)
EMI 3329
Apple 16 Plus(128)
EMI 3746

oppo
F27 5G (8/128)
EMI 1750
Reno12 5G(8/256)
EMI 2750

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI
Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall
84200 55257

BAGDOGRA
Near Station More, Opp. Lower Bagdogra
85840 38100

RAIGANJ
Near Sandha Tara, Bhawan
85840 64028

MALDA
Pranta Pally, N H 34
85840 64029

BALURGHAT
B.T. Park, Tank More
90739 31660

JALPAIGURI
Siliguri Main Road, Beguntari
98301 22859

S.F. ROAD
Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road
85840 64025

COOCHBEHAR
N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi
84200 55240

DALHOUSIE -
(ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

নিউ জলপাইগুড়িতে এডিআরএম অফিসের সামনে রেল কর্মচারীদের ভিড়। বুধবার।

রেলকর্মী ইউনিয়নের নির্বাচন নিয়ে বচসা

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : রেল কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচনে বচসা, দু'পক্ষের ধাক্কাধাক্কি। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে এনজেপিতে। ১১ বছর পর রেল কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচন হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে নির্বাচনের প্রথম দিনে মালদা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার মিলে কয়েক হাজার রেল কর্মচারী ভোট দিয়েছেন। সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ব্যালটে ভোটগ্রহণ চলেছে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারও ভোটগ্রহণ হবে।

শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার রেল কর্মচারীরা এদিন নিউ জলপাইগুড়ির এডিআরএম অফিস চত্বরে ভোট দিতে আসেন। দুপুর বারোটা নাগাদ সেখানে বাম সমর্থিত মজদুর ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে কংগ্রেস সমর্থিত এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে বচসা বেধে যায়। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে ঝামেলা পাকানোর অভিযোগ করেছে। ঘটনাস্থলের কাছে এনজেপি থানা। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন প্রায় সারাদিনই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে রেল কর্মচারীদের ভিড় দেখা গিয়েছে।

পাশাপাশি মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন শহরে এদিন শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হয়েছে বলে খবর। মালদার বাম প্রভাবিত রেল কর্মচারী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতা রূপাতন দাস বললেন, 'মালদা ডিভিশনে গত নির্বাচনগুলিতে বামপন্থী ইউনিয়নগুলি ভালো ফল করেছে। এবারও তাই হবে।' বাম প্রভাবিত মজদুর ইউনিয়নের নিউ জলপাইগুড়ি এলাকার নেতা পরিতোষ পালের বক্তব্য, 'নির্বাচনে দেশে আমরা বিপুল সমর্থন পাব। তবে কংগ্রেসিদের প্রভাব কিছুটা থাকবে।'

অন্যদিকে, এবারের নির্বাচনে সারাদেশে কংগ্রেসের ইউনিয়নের ফল ভালো হবে বলে মনে করছেন তাদের এনজেপি শাখা সম্পাদক ভাস্কর তর। এছাড়া বিজেপি প্রভাবিত ইউনিয়নের তরফেও বহু জায়গায় এবার প্রার্থী দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জে গরবনডাঙ্গা থানা এলাকায় ৩২৭ ই জাতীয় সড়কে তারাবাড়ি চকের কাছে বুধবার দুপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে একটি বাইক। ঘটনায় মৃত্যু হয় চালক নীরজ কুমারের। তিনি সুখানি থানা এলাকার তাঁতপৌঁআ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। খুঁটিতে ধাক্কা মারার পর স্থানীয়রা আহত নীরজকে গরবনডাঙ্গা হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। গরবনডাঙ্গা থানার এসআই রামজি শর্মা বাহিনী সহ পৌঁছে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠান।

ট্রাক দাঁড়িয়ে

কিশনগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভিনরাজ্যে আলু, পেঁয়াজ পাঠানোতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই অবস্থায় বুধবার উত্তর দিনাজপুর প্রশাসন বিহার-বাংলা সীমানার রামপুর চেকপোস্টে পুলিশ মোতায়েন করে। রামপুরের পাইকারি বাজার থেকে যাতে আলু, পেঁয়াজ কিষনগঞ্জ বা বিহারে যেতে না পারে সেদিকে নজর রাখা হয়। এদিন সকাল থেকে প্রায় শতাধিক আনাজবোঝাই ট্রাক রামপুরে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

যদিও বাংলাদেশের তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারের জবাবে পাল্টা মিডিয়া সেল তৈরি করতে পরামর্শ দিয়েছেন ইউনূসকে।

তবে রাজনৈতিক কারণে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না বলে আশা প্রকাশ করেছেন সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ বুধবার কেন্দ্রের উদ্দেশে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দিয়ে সংখ্যালঘুদের আশ্রয় দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন তিনি।

'ধৃত' কেপমারকে বাজারে মারধর

ময়নাগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ক্রেতা সেজে শহরে কেপমারির অভিযোগে মঙ্গলবার এক মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ময়নাগুড়ি বাজারের ব্যবসায়ীরা। বুধবার সন্ধ্যায় ওই মহিলাকে ময়নাগুড়ি বাজার এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে বাজারের ব্যবসায়ীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ওই মহিলাকে ধরে মারধর শুরু হয়। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশকর্মীরা এসে মহিলাকে নিজেদের গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে আসেন।

এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, মঙ্গলবার ওই মহিলাকে চুরির অভিযোগে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হলেও, পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে। অন্যদিকে পুলিশের বক্তব্য, শহরে কেপমারির ঘটনা শুরু হওয়ায় ওই মহিলাকে সাদা পোশাকের পুলিশ দিয়ে রেইকি করতে পাঠানো হয়েছিল। বাজারের লোকজন বিষয়টি বুঝতে না পেরে তাকে ধরে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মহিলাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি'র সুবল ঘোষের দাবি, 'কেপমারদের দলটিকে ধরার জন্য এবং চুরির সামগ্রী উদ্ধারের জন্য মহিলাকে দিয়ে জনবহুল এলাকায় রেইকি করা হচ্ছিল। দূর থেকে সাদা পোশাকের পুলিশের নজর রাখছিল। ভুল বোঝাবুঝির জেরেই এমন ঘটনা ঘটেছে।'

বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য অনেক শাড়ি কেনার অছিলায় মঙ্গলবার ছয়জন মহিলার একটি দল ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন একটি কাপড়ের দোকানে ঢোকে। কিছুক্ষণ বাদে দোকানের মালিক লক্ষ করেন, ওই মহিলাদের কয়েকজন শাড়ির আঁচলের আড়ালে কিছু নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছুধাওয়া করে দলের একজনকে ময়নাগুড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। চুরির বিষয়টি দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়।

বুধবার সন্ধ্যায় অভিযুক্ত মহিলাকে সাদা পোশাকের এক তরুণের সঙ্গে বাসস্ট্যান্ডের সামনে দেখতে পাওয়া যায়। বাজারের উত্তেজিত জনতা তাকে দেখতে পেয়ে ঘিরে ধরে মারধর শুরু করে।

হুমকির নাটক

কিশনগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : বিহারের পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ রাজেশরঞ্জন যাদব ওরফে পাপ্পু যাদব পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে বারবার আবেদন করছিলেন। পাপ্পুর বক্তব্য ছিল, তাঁর প্রাণ সংশয়ে আছে। লরেন্স বিশ্নোই গ্যাং তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, গোটা বিষয়টি আসলে ভুয়ো। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম রামবাবু। ওই তরুণ বিহারের ভোজপুরের বাসিন্দা। বুধবার তাকে আদালতে তোলা হয়েছে।

পূর্ণিয়ার পুলিশ সুপার কার্তিকেও শর্মা জানান, সাংসদ পুলিশি নিরাপত্তার জন্য এই নাটক করেছেন। উনি নিজের সমর্থক রামবাবুকে দিয়ে হুমকি ফোন করাতেন। পুলিশ রামবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের দাবি, সাংসদ এজন্য ওকে মোটা টাকা দিয়েছেন। যদিও পাপ্পু যাদব বলছেন, 'আমি যদি কাউকে টাকা দিয়ে এসব নাটক করিয়ে থাকি, তবে পুলিশ ও রাজ্য সরকার তদন্ত করুক।'

দার্জিলিংয়ে এসে মৃত্যু দমদমের তরুণীর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : দার্জিলিংয়ে এসে মৃত্যু হল এক পর্যটকের। মৃতের নাম অঙ্কিতা ঘোষ (২৮)। তিনি দমদমের দুর্গানগরের বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে সান্দাকফু থেকে সাড়ে সাত কিলোমিটার দূরে টুমলিংয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ট্রেকিং শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে ওই তরুণীর মৃত্যু উসকে দিয়েছে বেশ কিছু প্রশ্ন। যদিও অঙ্কিতার মৃত্যু কী কারণে ঘটেছে, তা স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্ত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, অঙ্কিতা সহ দমদমের চারজন সান্দাকফুতে ট্রেক করতে এসেছিলেন। বুধবার ভোরে তাঁদের ট্রেকিং শুরুর কথা ছিল। মঙ্গলবার তাঁরা ছিলেন টুমলিংয়ের একটি হোটেলে। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর শৌচাগারে গিয়ে আচমকা পড়ে যান অঙ্কিতা। যদিও বিষয়টি তাঁর সঙ্গীরা টের পান কিছুক্ষণ পর। পরে সঙ্গী ও স্থানীয়দের সহায়তায় প্রথমে ওই তরুণীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু গুরুতর অসুস্থতার কারণে অঙ্কিতাকে রেফার করা হয় দার্জিলিং হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলছেন, 'ওই পর্যটকের পোস্টমর্টেমের ক্ষেত্রে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল।' অঙ্কিতার সঙ্গে সান্দাকফুতে আসা অভিজিৎ পাল ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক। তিনি জানালেন, অঙ্কিতার বাড়ির সম্মতিতে তাঁরা হাসপাতাল থেকে মরদেহ নিয়েছেন এবং কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, সান্দাকফুতে ট্রেকিং শুরুর আগে পর্যটকের মৃত্যুতে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠছে। ১৫ দিন আগেও একজনের মৃত্যু হয়েছিল। আর গত ছয় মাসে সংখ্যাটা তিন। একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় পাহাড়ি অঞ্চলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকেও আঙুল উঠছে। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তরফে ট্রেকিং শুরুর আগে তাতে অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্যের হালহকিকত খতিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, তা বাস্তবের মুখ দেখেনি।

জিটিএর অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের কোঅর্ডিনেটর দাওয়া শেরপা বলছেন, 'হেলথ গাইডলাইন ইতিমধ্যে আমরা তৈরি করে ফেলেছি। এক সপ্তাহ আগে গাইড, ট্রাভেলারদের নিয়ে একটি ওরিয়েন্টাল প্রোগ্রামও হয়েছে। আশা করছি, কিছুদিনের মধ্যেই বিশেষ স্বাস্থ্যবিধি কার্যকর করা হবে।'

২০ নভেম্বর ধোতরেতে মৃত্যু হয়েছিল কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা আশিস ভট্টাচার্যের। সেই সময়ও মেডিকেল ফিট সার্টিফিকেট সহ আরও বেশ কিছু বিষয় কার্যকরের কথা বলেছিলেন তিনি। যদিও সেসব আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এর পাশাপাশি ট্রেকিংয়ের উদ্দেশে আসা এক শ্রেণির পর্যটকের অসংযমী আচরণও বিপদ ডেকে আনছে বলে মনে করছেন অনেকে।

প্রতিনিধিদলে পদ্ম বিধায়কদের থাকার আর্জি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাতে রাজ্য থেকে যে প্রতিনিধিদল যাবে, তাতে বিজেপি বিধায়কদের শামিল হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। বুধবার বিধানসভায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে মানসবাবু বলেন, 'ভুটান থেকে আসা নদীর জলে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। খুব শীঘ্রই বিধানসভার এক প্রতিনিধিদল দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। ওই প্রতিনিধিদলে বিজেপির বিধায়কদের অংশ নিতে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিজেপির পরিষদীয় দল কিছুই জানায়নি। আমি বিধানসভায় অনুরোধ করছি, ওই প্রতিনিধিদলে আপনাদের প্রতিনিধিও থাকুক। কারণ এটা রাজ্যের সমস্যা। উত্তরবঙ্গের মানুষ আপনাদের ঢেলে ভোট দিয়েছেন। তাই আপনাদেরও কর্তব্য রয়েছে।' যদিও এদিন বিজেপির পরিষদীয় দলের তরফে তাদের সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি।

ভারত-ভুটান নদী কমিশন

২৬ জুলাই বিধানসভার বাদল অধিবেশনে ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। ২৯ জুলাই বিধানসভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'যেহেতু ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের বিষয়টি আন্তর্জাতিক, তাই রাজ্য সরকার এই নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। এই নিয়ে যা সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। বিধায়কদের একটি প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর কাছে গিয়ে রাজ্যের দাবি জানাতে পারে।' এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে তৎকালীন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে নির্দেশও দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখন পার্থ ভৌমিক বিজেপি পরিষদীয় দলকে প্রতিনিধিদলে শামিল হওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিজেপি পরিষদীয় দল এই নিয়ে কোনও উত্তর দেয়নি।

গত বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই তাঁর কাছে বিষয়টি জানান সুমন। বিজেপি বিধায়করা না গেলে তৃণমূল বিধায়কদেরই দিল্লি যাওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। গত সোমবার পরিষদীয় দলের বৈঠকে সেচমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, দ্রুত রাজ্যের প্রতিনিধিদল যেন দিল্লি যায়। মানসবাবু বলেন, 'রাজ্যের প্রতিনিধিদলে বিজেপি বিধায়করা না যেতে চাইলে তৃণমূল বিধায়করাই দিল্লি যাবেন।' সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষের উপকার হবে।'

স্বজনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন রায়গঞ্জবাসী

'ফোনে প্রতীকী ভাষায় কথা বলছি'

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : অশান্ত বাংলাদেশ। টিভির পর্দায় একের পর এক ঘটনার ছবি উদ্বিগ্ন করে তুলছে এপারকেও। কেউ ফোনে প্রতীকী ভাষায় কথা বলছেন, কেউ আবার ভিসার অভাবে পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। কেউ আবার চিন্তিত, এই বুঝি আত্মীয়র উপর ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবে। রায়গঞ্জের বাড়িতে বসে স্থির থাকতে পারছেন না ইটাহার হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত সরকার (৭৫) ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সরকার(৭০)। তাঁদের আক্ষেপ, 'এই বাংলাদেশ আমার একদম অচেনা।'

বাংলাদেশে অমিত সরকারের দাদা, দিদি ও ভাইয়ের পরিবার থাকেন। কেউ থাকেন ঢাকায়, কেউ চট্টগ্রামে ও কেউ রংপুরে। প্রত্যেকেই প্রবীণ। তবে ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বলে পরিবার পেনশন পাচ্ছেন না। এক ভাইঝি জলসম্পদ বিভাগে উচ্চপদে কর্মরত, তাঁকে গাড়ি দেওয়া হচ্ছে না। এদিন হতাশার কথা শোনা গেল মধুছন্দা দেবীর মুখে মুখে। প্রবীণ শিক্ষকের ছোটবেলার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস আজও জীবন্ত। তিনি জানালেন, 'তখনকার বাংলাদেশের সঙ্গে এই বাংলাদেশের বিস্তর ফারাক। ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফোনে কথা বলা যাচ্ছে না, প্রতীকী ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে। যখন-তখন আক্রমণ হচ্ছে। দিদির বয়স ৭৯ বছর। দাদার বয়স ৮২ বছর। খুব সমস্যার মধ্যে আছেন তাঁরা।'

এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও নিজের নামটুকু প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেখাতে পারছেন না আমার বাবা, মা ও ভাইয়েরা। তাঁদের নিয়ে খুব বিপদে আছি। পরিবারের উপর কোনও বিপদ নেমে আসতে পারে।

শিপ্রা সরকার
বীরনগর, রায়গঞ্জ

রায়গঞ্জ শহরের বীরনগর এলাকার বাসিন্দা শিপ্রা সরকারের গলায় স্পষ্ট আক্ষেপ, 'এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও নিজের নামটুকু প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেখাতে পারছেন না আমার বাবা, মা ও ভাইয়েরা। তাঁদের নিয়ে খুব বিপদে আছি। পরিবারের উপর কোনও বিপদ নেমে আসতে পারে।'

রায়গঞ্জের গোয়ালপাড়ার বাসিন্দা নীতীশ সরকারের বক্তব্য, 'আমার আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে থাকেন। তাঁরা ভারতে চিকিৎসার জন্য আসতে পারছেন না। কারণ, ভিসা দিচ্ছে না। সবাই চুপচাপ রয়েছেন। প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে আছেন। দেশের চারদিকে সংখ্যালঘুদের উপর যেভাবে অত্যাচার শুরু হয়েছে। প্রতিনিয়ত খবরে পড়ছি। টিভিতে দেখছি। প্রতিবাদ করার সাহসটুকু পাচ্ছি না। কারণ, ওঁদের উপর অত্যাচার হতে পারে।'

প্রবীণ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত সরকারের কথায়, 'আগামী ২৪ জানুয়ারি আমার ছেলের বিয়ে আছে। আত্মীয়স্বজন ছাড়াই বিয়ে সারতে হবে। তবে সবসময় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি।'

শিক্ষকের দেহ

প্রথম পাতার পর

এক আত্মীয়র কথায়, 'সে সময় পুলিশ বলে সৌরভের ফোন ট্র্যাক করে নেপাল সীমান্তের নকশালবাড়ি, পানিট্যাঙ্কি এলাকা দেখা যাচ্ছে। সেই কথা শুনে আমরা আশ্চর্য হলেও বাড়ি ফিরে আসি।'

এরপর রাত এগারোটা নাগাদ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌরভের বাবাকে ফোন করে স্কুলে ডাকেন বলে অভিযোগ। সৌরভের অন্য এক কাকা সুবীরের বক্তব্য, 'আমরা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ফাড়াবাড়ি পৌঁছে দেখি সেখানে বহু মানুষের ভিড়। কোনও ঘটনা সম্বন্ধে আগাম খবর না থাকলে রাতেরবেলা এত মানুষের জমায়েত হয় কী করে?' কিছুক্ষণ পর সেখানে পৌঁছায় আমবাড়ি থানার পুলিশও।

পুলিশ সূত্রের খবর, স্কুলের দোতলার একটি ঘরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় সৌরভের দেহ উদ্ধার হয়। এখানেই প্রশ্ন তুলছেন অনেকে, যদি সৌরভ দুপুরে স্কুল থেকে বেরিয়েই গিয়ে থাকেন তবে রাতে সেখানে তাঁর দেহ এল কীভাবে। দেহ উদ্ধারের বিষয় নিয়েও তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সৌরভের আত্মীয়রা।

এক আত্মীয়ের সংযোজন, 'হাঁটু মুড়ে বসা অবস্থায় প্লাস্টিকের চেয়ারে হেলান দেওয়া ছিল সৌরভের দেহ। যে ঘরে সৌরভের দেহ ছিল সেই ঘরের একটি দরজা ভেতর থেকে খিল দেওয়া থাকলেও অন্যটি এমনিই বন্ধ অবস্থায় ছিল। চোখের চশমাও একদম ঠিক ছিল। গলায় ফাঁস দিয়ে বসে থেকে আত্মহত্যা করা অসম্ভব। খুন করা হয়েছে সৌরভকে।'

এই সমস্ত প্রশ্ন তুলতেই সেই রাতে স্কুলে ভিড় করা কিছু স্থানীয় মানুষ সৌরভের পরিবারের ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। এই কারণেই জোরালো হচ্ছে স্কুলে দুর্নীতি হওয়ার তত্ত্ব। সেই কারণেই কি ইদানীং বিষণ্ণ থাকতেন সৌরভ? স্কুল সংলগ্ন এক ব্যবসায়ীর বক্তব্য, 'ইদানীং বেশ চুপচাপ থাকতে দেখা যেত সৌরভকে। কথাবার্তাও বলতেন কম।'

এদিন বেলা পৌনে একটা নাগাদ গিয়ে স্কুল বন্ধ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। গোটা ঘটনা প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া, 'মঙ্গলবার আমি স্কুলের কাজে একটু বাইরে ছিলাম। এসে জানতে পারি সৌরভ ও অন্য এক শিক্ষক সময়মতোই বাড়ি চলে গিয়েছেন। পরবর্তীতে ওর বাড়ির লোকের ফোন পেয়ে স্কুলে এসে খুঁজেছি কিন্তু তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি।' যদিও প্রশ্নের মুখে তিনি বলেন, 'আসলে ওপরের ঘরটা ব্যবহার হয় না। সেই কারণে দেখা হয়নি।'

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অপরদিকে, স্কুলে দুর্নীতি ও সৌরভের মৃত্যু প্রসঙ্গে রাজগঞ্জ (পশ্চিম) অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভজ্যোতি বর্মন বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এই বিষয়ে কোনও অভিযোগ কেউ কোনওদিন আমার কাছে করেনি। নিশ্চয়ই ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে।'

বয়কটের ডাক

প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, 'ট্যুর বাতিল করে সংস্থাটি আমাদের অগ্রিম ফিরিয়ে দিয়েছে।' চট্টগ্রামের শেখ শাহজাহান জানান, এই সংস্থাটির মাধ্যমে প্রতিবছর তাঁরা ভারতে বেড়াতে আসেন। এবারেও সিকিম বেড়ানো ঠিক হয়েছিল। কিন্তু সংস্থাটি ট্যুর বাতিল করেছে।

ফলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে বণিক মহল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী বলেন, 'ভবিষ্যৎ ভালো দেখছি না।' নয়াবাজারের ব্যবসায়ী গোপাল খেড়িয়ার বক্তব্য, 'প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পরোক্ষ প্রভাব পড়বে সেটা বুঝতে পারছি। পর্যটক কম এলে।' একই কথা বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি সুজিত বসাকের।

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা অবশ্য বলছেন, 'ব্যবসায়িক ক্ষতি তেমন হবে বলে মনে করছি না।' পর্যটকদের বয়কটের ডাকের সঙ্গে একমত নন বেশিরভাগ পর্যটন ব্যবসায়ী। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'কে কীভাবে বয়কট করেছে, সেটা তাদের সিদ্ধান্ত। সংগঠনগতভাবে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। তবে সবার আগে দেশ। কেন্দ্রীয় সরকার কূটনৈতিক স্তরে কী পদক্ষেপ করছে, সেটাই দেখার।'

ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'বর্তমান অস্থিরতার প্রভাবে ক্ষতি হচ্ছে পর্যটনে।' জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য উপদেষ্টা সব্যসাচী রায়ও বাংলাদেশি পর্যটক বয়কটের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবও কেন্দ্রের পদক্ষেপের অপেক্ষায় আছেন বলে জানান।

ছুট আসামির

প্রথম পাতার পর

চলতি বছরের মে মাসেও পুলিশ হেপাজত থেকে এক আসামি পালানোর ফন্দি এঁটেছিল। আমবাড়ি ফাঁড়ির ওই আসামি ওই ফাঁড়ির পুলিশ হেপাজত থেকে দেওয়াল ভেঙে পালানোর চেষ্টা করেছিল। পরে তাকে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ লকআপে আনা হয়। এরপর নজরদারির ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনারেটের তরফে একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশমতো নজরদারিও চলে। সেসবকিছুর মধ্যেই ফের সুযোগ বুঝে পালানোর ঘটনা।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য বলেন, 'মেডিকেল টেস্টে নিয়ে যাওয়ার সময় ওই অভিযুক্ত পুলিশের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে। এদিক-ওদিক যাওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে পর্যাপ্ত পুলিশ থাকায় ও কিছু করতে পারেনি।'

লেন্সবন্দি রুফাস নেকড হর্নবিল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : ঝাড়িতে দেখা মিলল ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে আসা রুফাস নেকড হর্নবিলের। সম্প্রতি অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় নামে এক পাখিপ্রেমী এই প্রজাতির ৫টি পাখি লেন্সবন্দি করেছেন। অনিন্দিতা জানিয়েছেন, রুফাস নেকড হর্নবিল সাধারণত উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়াও ভুটান, মায়ানমার, দক্ষিণ চিন, লাওস, ভিয়েতনামের মতো দেশে দেখা যায়। পাখির স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত কাঁসিয়াংয়ের লাটপাঞ্চারে কেবল দুটি রুফাস নেকড হর্নবিল রয়েছে। সব মিলিয়ে ঝাড়িতেও রুফাসের দর্শন পেয়ে দারুণ খুশি গত ২০ বছর ধরে পাখি সংরক্ষণের ওপর কাজ চালিয়ে যাওয়া অনিন্দিতা।

বর্তমানে হায়দরাবাদের বাসিন্দা কলকাতার কন্যা বলেন, 'ঝাড়ি ও লাগোয়া দুরখোলা সহ আশপাশের একাধিক স্থান প্রকৃত অর্থেই পাখিরালয়। পাহাড়ের এই মণিমাণিক্য শুধু যাঁরা পাখি ভালোবাসেন বা পাখি নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের জন্যই নয়। পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। দরকার শুধু সঠিকভাবে প্রচারের আলোয় তুলে ধরা।'

রুফাস নেকড হর্নবিল ছাড়াও ঝাড়িতে আরও নানা প্রজাতির পাখিও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো অর্নিথোফিলস-এর লেন্সে ধরা পড়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেড ফেসড লিওচিচলা, হিমালয়ান কিউটিয়া, পেল হেডেড উড পেকার, ব্ল্যাক থ্রোট প্যারটবিল, রিউফাস ভেন্টেড ইউহিনা, হিমালয়ান ব্লুটেইল, স্কারলেট ফিঞ্চ। তাঁর লেন্সে ধরা পড়েছে বার্ডেনদের কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত সাত রঙে রঞ্জিত মিসেস গোউল্ড নামে আরেক প্রজাতির পাখিও।

ক্রমশ বিরল হয়ে ওঠা রুফাস নেকড হর্নবিল। ঝাড়িতে।
ছবি : অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়

দার্জিলিং উড পেকার বা হিমালয়ান উড পেকারদের কাছে এইসব স্থান যেন শান্তির নীড়। দুরখোলাতে চেরি গাছের ফুলের মধু খেতে মিসেস গোউল্ড পাখি ছুটে আসে। অনিন্দিতা বলেন, 'বহুদিন ধরেই ঝাড়ি আমাকে পাখির জন্য টানে। অন্যরাও এসে তাদের দু'চোখ ভরে দেখুক। কোনও সমস্যা নেই। তবে কখনোই যেন তাদের বিরক্ত না করা হয়। এই সব সম্পদ উত্তরবঙ্গের অহংকার।'

যে ৫টি রুফাস নেকড হর্নবিল ঝাড়িতে রয়েছে সেগুলির মধ্যে দুটি ছানা। বাকিগুলি পরিণত। রুফাসের প্রিয় খাবার অ্যাভোকাডো ও ডুমুরের মতো ফল। স্থানীয়রা যাতে পাখিগুলিকে আগলে রাখেন সেজন্য অনিন্দিতা ও তাঁর টিম বর্তমানে সেখানে ধারাবাহিকভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

মেলা নিয়ে মেলা কথা

প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলন, উষ্মা প্রকাশ, ব্যবসায়ীদের পাশে নিয়ে বার্তা, কত কী হয়ে গেল। মেলার সময় আর বাড়ল না। এরপর ট্র্যাডিশনের কথা যদি ধরা হয়, ভাঙামেলাটা তাহলে তার মধ্যেই পড়ে। ব্যবসায়ীদের দিক তো রয়েইছে। তাই মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও দোকান সরাতে চাইছেন না ব্যবসায়ীরা। শেষপর্যন্ত মাঠ খালি করতে মাঠে নামতে হল পুলিশকে।

লোকজন বলছে, পুরসভার চাপের পরেও জেলা প্রশাসনের মেলার সময় না বাড়ানোর পিছনে সুদূর কলকাতা থেকে কলকাঠি নাড়ার গল্প আছে। উদ্দেশ্য, শাসকদলের বর্ষীয়ান নেতাকে খানিক বেকায়দায় ফেলা। তিনি কতটা বেকায়দায় পড়লেন জানা নেই, তবে রাসমেলাপ্রেমীদের যে পুরোটাই বেফায়দা, তাতে সন্দেহ নেই।

এবার আসি আলিপুরদুয়ারে। ডুয়ার্স উৎসব বয়সে রাসমেলার কাছে দুগ্ধপোষ্য বলা চলে। অথবা নবজাতক। তবে ওখানেও কম আবেগ নেই। বাম আমলের উৎসবের 'দখল' নিয়েছে তৃণমূল। এটা তো হওয়ারই ছিল। তবে এবার তার আয়োজন নিয়ে চলছে টালবাহানা। উৎসব কমিটির গদিতে বসা নেতাকে টানাটানি করছেন দলের ক্ষমতার গদিতে বসে থাকা অন্য নেতারা। আয়োজন-টায়োজন নয়, প্রসঙ্গটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কার গায়ের জোর, থুড়ি প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি।

একপক্ষ বলছে, মেলার আয়োজনে কী ফায়দা, যদি তা থেকে ভোটবাক্সে ঘাসফুলের গাছই না গজায়! আর উৎসব কমিটির নেতা 'ওরা আমাকে আয়োজন করতে দিচ্ছে না' বলে হা-হুতাশ করে বেড়াচ্ছেন। আসলে উৎসবের আয়োজনের পিছনে তো কম টাকার খেলা নেই। টাকাকড়ির কথা বাদ দিলেও, একটা এতবড় উৎসব সাফল্যের সঙ্গে উতরে দেওয়াটা দিনশেষে নেতাদের ভাবমূর্তির পিছনে আত্মবড় একটা বাঁশের ঠ্যাকনাও দেয় বৈকি।

সেই ক্ষীর কোনও একজনেরই পেটে বছরের পর বছর যাবে, এটা সহ্য হচ্ছে না বাকিদের। তাঁরাও জায়গা চাইছেন। তাঁরাও গুরুত্ব চাইছেন। তাঁরাও ভাগ চাইছেন। আয়োজকের যে নামডাক, সেই নামডাকের ভাগ। এসবের ভাগ দিতে কে-ই বা চায়! সোশ্যাল মিডিয়ায় রটে গিয়েছে, এ বছর ডুয়ার্স উৎসব বন্ধ করার চক্রান্ত চলছে। এমনি এমনি রটেনি। রটানোর পিছনেও পরিকল্পনা রয়েছে।

কোথাও কেষ্টবিষ্টদের কেউ মুখ ফুটে কিছু বলছেন না। অথচ 'আমরা ডুয়ার্স উৎসব বন্ধ করতে দেব না' বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দলবল পাকানো হয়ে গিয়েছে। এই তো, সেখানকার প্যারেড গ্রাউন্ডে লোকজন বিক্ষোভ দেখাতেও নেমে পড়েছিলেন। রাসমেলা নিয়ে নাহয় ফয়সলা হয়েই গিয়েছে। ডুয়ার্স উৎসবের ভাগ্যে কী আছে, জানা নেই।

এতদিনের পুরোনো, এত বড় একটা উৎসব নিশ্চয় একথাক্কায় কেবল নেতাদের পারস্পরিক খেয়োখেয়িতে বন্ধ হয়ে যাবে না। শেষমেশ, ইগোর ফাঁকফোকর গলে কোনও না কোনও উপায় বের হবেই। আর যদি না হয়, তখন তো বলার মতো, লেখার মতো মওকা এবং মালমশলা আরও অনেক পাওয়া যাবে, সন্দেহ নেই।

কথা সেটা নয়। কথা হল, নেতাদের এই খোঁচাখুঁচির মধ্যে কেন বারবার জবাই হবে আমআদমির মোচ্ছবের সুযোগগুলো?

পিঠের ভাপে শীতের আমেজ

শিলিগুড়ির ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাছে ছবিটি তুলেছেন বিশ্বজিৎ কুণ্ডু।

সাত বছরের লড়াই শেষে টাকা ফেরত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : এটিএমের গোলযোগের কারণে খোয়া গিয়েছিল ১০ হাজার টাকা। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখায় গিয়ে বিষয়টি জানালেও সহযোগিতা করেনি কর্তৃপক্ষ। সেসময় ব্যাংকের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়, তিনিই নাকি টাকা তুলে নিয়েছেন এটিএম থেকে। কষ্টার্জিত অর্থ ফিরে পেতে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা করেছিলেন ওই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। সাত বছরের আইনি লড়াই শেষে 'বিচার' পেলেন শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ওই ১০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়ার পাশাপাশি অভিযোগকারীকে মানসিকভাবে হেনস্তার জন্য যে ব্যাংকের এটিএম কার্ড এবং যে ব্যাংকের এটিএম কাউন্টার থেকে টাকা তুলতে গিয়ে যাবতীয় গণ্ডগোল, দুটোকে মিলিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া ৫ হাজার টাকা লিটিগেশন কস্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কোর্ট।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর আইনজীবী অলোক ধাড়া জানিয়েছেন, ঘটনার সূত্রপাত ২০১৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মহাবীরস্থান শাখার গ্রাহক ওই প্রবীণ এনটিএস মোড়ে অপর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম কাউন্টারে যান। সেখানে তিনি ১০ হাজার টাকা তোলার চেষ্টা করেন। প্রথমবারের চেষ্টায় দেখেন, স্ক্রিনে ভেসে ওঠে, 'ট্র্যানজ্যাকশন ফেলড'। দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি ফের ওই এটিএম কাউন্টারে টাকা তোলার চেষ্টা করেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও টাকা না পেয়ে 'ক্লিয়ার' বাটন টিপে কাউন্টার থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি।

এরপর ওই ব্যক্তি চলে যান এনটিএস মোড়ে আরেকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম কাউন্টারে। সেখানে প্রথমে ১০ হাজার এবং তারপর আরও ৪ হাজার টাকা তোলেন।

নেপথ্য কাহিনী

- প্রথমে একটি এটিএম কাউন্টার থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করেন ওই প্রবীণ
- দু'বারেও টাকা না বেরোনোয়, 'ক্লিয়ার' বাটন টিপে বেরিয়ে আসেন তিনি
- অন্য এটিএম থেকে টাকা তোলার পর বাড়তি ১০ হাজার টাকা কাটার মেসেজ
- ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়েও সুরাহা না মেলায় মামলা
- সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, আগের এটিএমে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লোক টাকাটি নেন
- টাকা ফেরানোর পাশাপাশি জরিমানা ও লিটিগেশন কস্ট দেওয়ার নির্দেশ আদালতের

সবমিলিয়ে, অঙ্কটা দাঁড়ায় ১৪ হাজার টাকা। তারপরই মোবাইলে আসা মেসেজে তিনি দেখেন, সবমিলিয়ে তোলা হয়েছে ২৪ হাজার টাকা।

তড়িঘড়ি ওই প্রবীণ নিজের ব্যাংকের শাখা অর্থাৎ এসএফ রোডে যান। তাঁর অভিযোগ, সেখানে প্রথমে বলা হয়, মাঝেমধ্যেই নাকি ভুল মেসেজ আসে। পরবর্তীতে আর কোনও মেসেজ না আসায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দেয়, কিছুদিনের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে তাঁকে ব্যাংকে ডাকা হবে। ২০১৭ সালের অক্টোবরের ১০ তারিখ তিনি ফের নিজের ব্যাংকের শাখায় যান। তখন কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, তিনটে ট্র্যানজ্যাকশন হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর। তারমধ্যে যে এটিএম কাউন্টার থেকে তিনি টাকা তুলতে পারেননি, সেখান থেকেও ১০ হাজার টাকা তোলা হয়েছে।

আইনজীবীর কথায়, 'আমার মক্কেল ওই ব্যাংককে (যে ব্যাংকের তিনি গ্রাহক) অনুরোধ করেন, অপর ব্যাংকের (এটিএম কাউন্টার যেটার) কাছ থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ চেয়ে দেখার জন্য। যদিও সেখান থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তারা কী করবেন, সেব্যাপারে আমার মক্কেল কিছু বলতে পারেন না।' অভিযোগ, পরে ফের ওই ব্যাংকের শাখায় গেলে তাঁকে অসম্মানিত করে বের করে দেওয়া হয়। একই বছরের ৬ নভেম্বর ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা করেন ব্যক্তিটি।

ওই প্রবীণের আইনজীবীর ব্যাখ্যায়, 'শেষপর্যন্ত সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ওইদিন এনটিএস মোড়ের যে এটিএমে আমার মক্কেল প্রথমে টাকা তোলার চেষ্টা করেছিলেন, সেখানে দ্বিতীয়বার চেষ্টার পর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তিনি বেরিয়ে যান। তারপরই এটিএম থেকে ১০ হাজার টাকা বের হয়। প্রবীণের পেছনে থাকা এক ব্যক্তি টাকাটি নিয়ে নেন। সাত বছর আগে যদি ফুটেজ দেখা হত, তাহলে লোকটিকে খুঁজে বের করে টাকা ফিরে পাওয়ার সুযোগ থাকত।' মঙ্গলবার এক প্রবীণ এটিএমে টাকা তুলতে গিয়ে ২৫ হাজার টাকা খুইয়েছেন। তাই সতর্ক থাকার বার্তা দিচ্ছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা।

কাফ সিরাপ বিক্রিতে পুলিশ হেপাজত

প্রশ্নে ধৃতের জীবনযাপন

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : শেষ কয়েকমাসে আমূল পরিবর্তন। স্থানীয়দের দাবি, আচমকা বদলে গিয়েছিল সাজসজ্জা ও চালচলন। বাড়িতে সে পুষতে শুরু করেছিল ঘোড়া। কিনেছিল দামি গাড়ি। মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল বিশাল বাড়ি। এই আঙুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার বিষয়টি নজর এড়ায়নি পুলিশের। নজরদারি শুরু হয় রাহুল সিং-এর জীবনযাপনের ওপর।

নিজের কেনা সাধের গাড়িতে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল কমলানগরের ওই বাসিন্দা। বুধবার রাহুল ও তার সঙ্গী রোশন শংকরকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে হেপাজতে নিয়েছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, রাহুলের নামে পুলিশের খাতায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। মামলা রয়েছে ছিনতাই ও মারপিটে জড়িয়ে যাওয়ার।

ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এর আগে একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছে সে। তবে গত কয়েকমাস তার জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন চোখে পড়ার মতো ছিল। দামি জামা, প্যান্ট ও জুতো ব্যবহার করতে শুরু করেছিল সে। যদিও শেষ কিছু মাস অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার খবর না পেয়ে পুলিশকর্তাদের কেউ কেউ ভেবেছিলেন, হয়তো রাহুল শুধরে গিয়েছে। বেছে নিয়েছে ভালো কোনও পেশা। সেই উপার্জনেই এমন ভোলবদল। শেষপর্যন্ত অবশ্য ভুল প্রমাণ হলেন তাঁরা।

মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে, দুই তরুণ দামি গাড়িতে চড়ে নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ বিক্রি করতে এসেছে। এরপর সেখানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ দেখে, তাদের মধ্যে একজন রাহুল। রাহুলের সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া অপর তরুণের বাড়ি কালিম্পংয়ের রম্ভিতে। তদন্তকারীরা এখনও পর্যন্ত অতীতে ওই তরুণের অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার হদিস পাননি। ফলে কাফ সিরাপের বেআইনি কারবারের সঙ্গে পাহাড়ের কোনও যোগ রয়েছে কিনা, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দুজনের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৬০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ।

পার্কে ভাঙা দোলনা, খেলনা গাড়িতে 'বিপদ'

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : পার্কের গেট খুলতেই ছুটে আসে কচিকাঁচারা, দলবেঁধে খেলবে বলে। এদিকে, পার্কে খেলার সরঞ্জামের অবস্থা শোচনীয়। দোলনায় ঝুলতে গেলে মনে হয় যেন এক্ষুণি ভেঙে পড়বে। আরেকটি খেলনার একদিকে বসলে উলটে যাচ্ছে অপরদিক। ছবিটা শিলিগুড়ির ২২ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দপল্লির 'প্রান্তিক শিশু উদ্যান'-এর।

অভিভাবকরা বারবার মানা করেন সন্তানদের। কিন্তু শিশুমন তো এত কথা মানতে চায় না। তাই সবসময় তক্কে তক্কে থাকতে হয় বড়দের। মোহন কর্মকারের ব্যাখ্যায়, 'আমি বিকেল হলে নাতিকে নিয়ে যাই পার্কে। ওর বন্ধুরাও আসে। এই এলাকায় খোলামেলা জায়গা তেমন নেই যে, সেখানে যাব। অথচ এখানে খেলার সরঞ্জামগুলো ঠিক নেই।'

উদ্যানের পাশে মুরারি মোহন বিদ্যাপীঠ। স্কুল ছুটি হতেই পড়ুয়ারা দে ছুট পার্কের দিকে। আশপাশের এলাকা থেকেও বাচ্চারা আসে। স্থানীয় বাসিন্দা সুধাকর সিংহর দাবি, 'কাউন্সিলারকে অনেকবার বিষয়টি জানিয়েছি। বাচ্চারা তো আর বুঝবে না, হয়তো কখনও খেলতে খেলতেই দোলনা খুলে পড়ে গেল, উলটে গেল গাড়ি। এলাকার সবাই পার্কটির এমন দশার কথা জানেন।'

আরেক স্থানীয় সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'এতগুলো বাচ্চা পার্কে আসে, ওদের মনোরঞ্জনের স্বার্থে খেলনাগুলোর হাল ফেরাতে নজর দেওয়া উচিত। এছাড়া ভেতরে একটি গাছ রয়েছে, যেটা প্রায় ওপরের হাইটেনশন তার ছুঁয়ে ফেলছে, মাথার দিকটি খানিক ছেঁটে ফেলা উচিত। নয়তো যে কোনও দিন অঘটন ঘটে যেতে পারে। আমি নিজেও কাউন্সিলারকে বিষয়টি জানিয়েছি। যদিও প্রায় ছয় মাস ধরে একইরকম অবস্থা দেখছি।'

এব্যাপারে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার দীপ্ত কর্মকারের সঙ্গে কথা বলা হলে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, পার্কটি নিয়ে

নাগরিক সমস্যা

অনেকদিন ধরেই তাঁর কাছে অভিযোগ আসছিল। কাউন্সিলারের দাবি, 'পুরনিগমের সঙ্গে কথা বলে পার্কে মেরামতি শুরু হয়েছিল বটে, তবে টাকা মেটানো হয়নি বলে টেন্ডারপ্রাপ্ত সংস্থা কাজ বন্ধ করে দেয়। পুরনিগম টাকা দিলেই ফের কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

প্রশাসনিক জটিলতার মাঝে সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় অভিভাবকরা। অনেকে পার্কে আসা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। আপাতত হাল ফেরার অপেক্ষায় তাঁরা।

২২ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দপল্লির 'প্রান্তিক শিশু উদ্যান'-এ ভাঙা দোলনা।

বালি-পাথর কিনবে প্রশাসন

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে নদী থেকে বালি-পাথর তোলা নিষিদ্ধ। যার জেরে থমকে সরকারি কাজও। রাজ্য সরকারের প্রকল্প তো বটে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বহু উন্নয়নমূলক কাজ আটকে। এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে বুধবার বৈঠক ডাকেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। সেখানে ঠিক হয়েছে, ঘাটে বালি ও পাথর যাঁরা মজুত করে রেখেছেন, তাঁদের কাছ থেকে সরকারি নিয়মে ওই সামগ্রী কিনে নেওয়া হবে। আগের লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন করে লিজ না দেওয়ায় বর্তমানে বালি-পাথর তোলা বন্ধ। তবে বর্ষার আগে পর্যন্ত কয়েকটি ঘাটের লিজ ছিল, তখন নির্মাণসামগ্রী মজুত করে রাখা হয়েছিল। তারপর বর্ষায় স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ ছিল উত্তোলন। পরবর্তীতে আর লিজ না দেওয়ায় বালি-পাথর জোগাতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও অভিযোগ, বেআইনিভাবে তোলা বালি-পাথরবোঝাই ট্রাক চলতে দেখা যায় হামেশা।

এদিন মহকুমা শাসক, মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক, মাটিগাড়া থানার আইসি সহ একাধিক সরকারি কর্তাদের নিয়ে পুরনিগমে বৈঠকে বসেন মেয়র। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, 'আমাদের এখানে বালি-পাথর নিয়ে সমস্যা চলছে। ফলে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই বৈঠকে বসেছিলাম। সরকার ও পুরনিগমের প্রকল্পগুলোর কাজের জন্য যাতে নির্মাণসামগ্রী পাওয়া যায়, সেটা নিয়ে কথা হল।'

পোস্টার ছিঁড়েছে

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ির সেবক রোডের আইটিআইয়ের গেটে সাঁটানো এসএফআইয়ের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল। এই নিয়ে পরপর চারদিন এমন ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি সংগঠনের নেতৃত্বের। জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে বলছেন, 'কখনও পোস্টার ছিঁড়ে নিকাশিনালায় ফেলে দেওয়া হয়েছে, কখনও পুড়িয়ে ফেলা হয় সেগুলো।'

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে সঠিক তদন্ত সহ বেশকিছু দাবি জানিয়ে বুধবার শিলিগুড়িতে ডিআই অফিসে স্মারকলিপি দিল সিপিআই (এমএল) লিবারেশন। এদিন সংগঠনের শিলিগুড়ি দুই নম্বর লোকাল কমিটির তরফে কর্মসূচিটি নেওয়া হয়েছিল।

ইস্টার্ন বাইপাসে যত্রতত্র পার্কিং

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ইস্টার্ন বাইপাসে রাস্তার ধারে যেখানে-সেখানে রাখা হচ্ছে বাইক, গাড়ি, টোটো। ফলে যাতায়াতে

নাগরিক সমস্যা

> এত দুর্ঘটনা ঘটছে, তবুও মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব। আশপাশের দোকান, গ্যারাজগুলির বাইরে গাড়ি রাখছে। যে যেখানে পারছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখছে।
>
> **-সমীর রায়**
> *পথচারী*

সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। যেখানে-সেখানে যানবাহন রাখার ফলে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটছে। তবুও টনক নড়ছে না প্রশাসনের।

পথচলতি সমীর রায়ের কথায়, 'এত দুর্ঘটনা ঘটছে, তবুও মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব। আশপাশের দোকান, গ্যারাজগুলির বাইরে এভাবে গাড়ি রাখছে। টোটোগুলিও ফুটপাথজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যে যেখানে পারছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখে।'

এই বিষয়ে ট্রাফিক ডিসিপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বললেন, 'বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলছে। ওই এলাকায় আগামীদিনে অভিযান আরও বাড়ানো হবে।'

শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি যাতায়াতের এই বিকল্প রাস্তা দিয়ে সারাদিন চলাচল করে ট্রাক, চারচাকা গাড়ি, টোটো, সাইকেল, বাইক। যানবাহন রাখার ফলে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ততম এই রাস্তায় একটা অংশ বন্ধ হয়ে থাকছে। আর এতেই সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয় মানুষ সহ পথচারীরা।

স্থানীয় ব্যবসায়ী পরিতোষ বর্মন বললেন 'এমনিতেই এই রাস্তায় ছোটবড় দুর্ঘটনা লেগে থাকে, তার ওপর এমনভাবে গাড়ি রাখা হচ্ছে তাতে আশঙ্কা আরও বাড়ছে।' ঠিক তেমন পথের দু'ধারজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন বাইকের শোরুম ও গ্যারাজ। দেখা যাচ্ছে, ওই শোরুম, গ্যারাজের গাড়িগুলি নামিয়ে রাখা হচ্ছে রাস্তার ধারে। ফলে সমস্যা আরও বাড়ছে।

ন্যাসের পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে (ন্যাস) আয়োজিত পরীক্ষা হয়েছে। ৮৮টি স্কুলের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণির মিলিয়ে ২,৪৪০ জন পড়ুয়া এদিনের পরীক্ষায় বসেছিল বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়।

উল্লেখ নেই মেয়াদের, মিষ্টি নিয়ে উদ্বেগ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৪ ডিসেম্বর : মিষ্টি খেতে পছন্দ করে না, এমন বাঙালি পাওয়া ভার। শীত পড়তেই আবার দোকানগুলিতে দেখা মেলে নলেন গুড়ের রসগোল্লা, সন্দেশ, বেকড রসগোল্লা সহ হরেককিসিমের মিষ্টির। যা দেখে লোভ সংবরণ করা খুবই মুশকিল। কিন্তু আপনি দোকান থেকে যে মিষ্টিটা কিনছেন, তার মেয়াদ সম্পর্কে কি অবগত বা দোকানের শোকেসে কি মেয়াদ লেখা ছিল? ইসলামপুর শহরের অনেক ক্রেতাকে এবিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর এল 'না'। তাঁরা বললেন, শহরের দোকানগুলিতে ফুড সেফটি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মেয়াদ না লিখে রমরমিয়ে মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিরও অভিযোগ, দপ্তরের অধিকারিকরা অভিযানে এসে শুধুমাত্র মিষ্টির নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন। একাংশ ব্যবসায়ী আইন ভাঙলেও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরকে এ নিয়ে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে দেখা যাচ্ছে না। ফলে বহালতবিয়তেই চলছে সবকিছু।

তবে ইসলামপুর পুরসভা এবং ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফুড সেফটি অফিসার পপি রায় বলেছেন, 'ব্যবসায়ীদের মিষ্টির মেয়াদ উল্লেখের নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। তারপরও কেউ নিয়ম না মানলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কয়েক বছর আগে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)-র তরফে এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, মিষ্টি বিক্রির ক্ষেত্রে এক্সপায়ারি ডেট অর্থাৎ কতদিন পর্যন্ত সেটি খাওয়া যাবে, তার উল্লেখ রাখতে হবে। পরে অবশ্য সেই নিয়মে কিছুটা বদল আনা হয়। নয়া নিয়মে বেস্ট বিফোর ডেট

দেখতে লোভনীয় হলেও ইসলামপুর শহরে মিষ্টিপ্রেমীদের দুশ্চিন্তা বাড়ছে।

অর্থাৎ কতদিনের মধ্যে সেই মিষ্টি খাওয়া যাবে, তা লিখে ক্রেতাদের জানানোর কথা। অভিযোগ, এই নির্দেশের তোয়াক্কা না করে দিব্যি ব্যবসা চলছে ইসলামপুরে।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, শহর ও সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৫০টি মিষ্টির দোকান রয়েছে। ক্রেতারা বলছেন, কোনও দোকানেই মিষ্টির মেয়াদ উল্লেখের বালাই নেই। যার ফলে কেউ খারাপ মিষ্টি বিক্রি করলেও ক্রেতাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। পুরসভার হেলথ অফিসার ডাঃ বিএল মিত্র বলছেন, 'মেয়াদ উত্তীর্ণ মিষ্টি খেলে বাচ্চা, বড় যে কারও পেট খারাপ, বমি হতে পারে।'

বিষয়টি নিয়ে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের দিকে নজরদারিতে উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন খোদ মিষ্টি ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্তারা। পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির ইসলামপুর শাখার সম্পাদক রতনকুমার ঘোষের কথায়, 'খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর থেকে অভিযানে এসে শুধু মিষ্টির নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মিষ্টির মেয়াদ লেখার বিষয়ে কিছু বলা হয় না। ফলে ব্যবসায়ীরাও বিষয়টি নিয়ে অবহেলা করেন।' তাঁর সংযোজন, 'কিছুদিন পর আমাদের সংগঠনের একটি বৈঠক রয়েছে। সেখানে এনিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করব। আইন সকলের মেনে চলা উচিত।'

‘আপনাকে জামিন দিলে কী বার্তা যাবে’

পার্থ মামলার রায় স্থগিত সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সত্যিই দুর্নীতিগ্রস্ত হলে জামিন দেওয়া যাবে না। তদন্ত আরও কিছুদূর এগোলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তার আগে নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর মামলায় বুধবার এমন মন্তব্যই করেছে সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ।

স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি এবং অর্থ তছরুপের মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামিনের আবেদনের ওপর বুধবার রায় স্থগিত রেখেছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থের ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করে ইডি। সেই প্রসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, নিজে দুর্নীতি না করে পার্থ হয়তো সেটা করেছেন কাউকে ‘শিখণ্ডী’ খাড়া করে। তাই এখনই তাঁকে জামিন দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

এদিন বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে পার্থর হয়ে সিনিয়ার আইনজীবী মুকুল রোহতগি এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) এসভি রাজু সওয়াল করেন।

রোহতগি আদালতে দাবি করেন, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে হেপাজতে রয়েছেন তাঁর মক্কেল পার্থ। মামলা যে গতিতে চলেছে তাতে দ্রুত নিষ্পত্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন এই মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত।

> আপাতদৃষ্টিতে আপনি একজন দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। সমাজকে কী বার্তা দিতে চান আপনি? যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এভাবে সহজে জামিন পেতে পারে?
>
> **সূর্য কান্ত**
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

এর জবাবে বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, ‘আপনি এই ক্ষেত্রে সমতা দাবি করতে পারেন না। অন্য অভিযুক্তরা কেউ মন্ত্রী ছিলেন না।’ পার্থর ঘনিষ্ঠদের বাড়ি থেকে প্রায় ২৮ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান বিচারপতি।

রোহতগি বলেন, ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হলে তার দায় তাঁর মক্কেলের নয়। পালটা বিচারপতি সূর্য কান্তের প্রশ্ন, ‘দু’জনের বিরুদ্ধে যৌথভাবে সম্পত্তি কেনার অভিযোগ রয়েছে। মন্ত্রীর পিএ-র বাড়ি থেকে বিপুল টাকা উদ্ধার হলে মন্ত্রী কি তার দায় এড়াতে পারেন?’

ইডি পার্থর জামিনের বিরোধিতা করে জানায়, জামিনে মুক্তি পেলে তিনি সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন এবং প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করবেন। আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, ‘আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তা খুবই গুরুতর। যদি সমাজে বার্তা দেওয়া হয় যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সহজেই জামিন পেয়ে যান, তাহলে এর প্রভাব কী হবে?’ বিচারপতি সূর্যকান্ত কিছুটা ক্ষোভের সুরেই বলেন, ‘আপাত দৃষ্টিতে আপনি একজন দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। সমাজকে কি বার্তা দিতে চান আপনি? যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এভাবে সহজে জামিন পেতে পারে?’

স্বর্ণমন্দিরে গুলি প্রাণরক্ষা সুখবীরের

চণ্ডীগড়, ৪ ডিসেম্বর : অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন শিরোমণি অকালি দলের (স্যাড) সভাপতি সুখবীর সিং বাদল। বুধবার সকাল সাড়ে ন’টা নাগাদ অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের বাইরে তাঁকে নিশানা করে গুলি চালানো হয়। সেইসময় ধর্মীয় শাস্তির বিধান মেনে সুখবীর মন্দিরের

অভিযুক্ত খালিস্তানি জঙ্গি গ্রেপ্তার

প্রবেশপথে ‘সেবাদার’ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। গুলি অবশ্য তাঁর গায়ে লাগেনি। উপস্থিত লোকজন ধরে ফেলেন হামলাকারী এক প্রবীণ ব্যক্তিকে। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁর পিস্তলটিও।

পঞ্জাব পুলিশের স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল (আইনশৃঙ্খলা) অর্পিত শুক্ল জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তির নাম নারায়ণ সিং চৌরা। গুরদাসপুর জেলার বাসিন্দা। বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের (বিকেআই) প্রাক্তন সদস্য এবং খালিস্তানি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তিনি।

সুখবীরের ওপর হামলার নেপথ্যের কারণ খুঁজছে পুলিশ। ঘটনার নিন্দা করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অমৃতসরের পুলিশ কমিশনার গুরপ্রীত সিং ভুলার বলেন, এআইজি স্তরের অফিসারের নেতৃত্বে ১৭৫ জন সাদা পোশাকের পুলিশ সর্বক্ষণ ঘিরে রেখেছে স্বর্ণমন্দিরকে। মন্দির চত্বরে নিরাপত্তার কোনও খামতি নেই। বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করে অকালি দল পঞ্জাবে আম আদমি পার্টির সরকার কে দায়ী করেছে। দলের মুখপাত্র দলজিৎ সিং চিমা বলেন, ‘এর পিছনে গভীর চক্রান্ত রয়েছে। আমি জানতে চাই, মুখ্যমন্ত্রী মান রাজ্যের জন্য ঠিক কী করেছেন!’ একসুর অকাল তখতের জাঠেদার জ্ঞানী রঘুবীর সিংয়েরও। তাঁর কথায়, ‘সেবাদারের ওপর হামলা মানে গুরদোয়ারার ওপর আঘাত।’ পঞ্জাব বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস নেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া ঘটনাটিকে ‘নিন্দনীয় ও দুঃখজনক। ‘এই হামলা সকলের জন্যই উদ্বেগের।’ সুখবীরের ওপর হামলার নিন্দা করেছেন অভিযুক্ত নারায়ণের স্ত্রী যশমিত কাউরও। বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং বলেন, ‘স্বর্ণমন্দিরে অকাল তখতের শাস্তিপালন চলাকালীন বাদলের ওপর হামলা শিখ মর্যাদার লঙ্ঘন। পঞ্জাব ইতিমধ্যে ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকের অন্ধকার যুগের ভয়াবহতা দেখেছে। নতুন করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেওয়া যায় না।’

স্বর্ণমন্দিরের সামনে গুলি চালানোর পর আততায়ীকে হাতেনাতে ধরলেন দ্বাররক্ষীরা। বুধবার অমৃতসরে।

কে এই নারায়ণ সিং চৌরা

গুরুদাসপুর জেলার বাসিন্দা নারায়ণ সিং চৌরা (৬৮) প্রাক্তন খালিস্তানি জঙ্গি। আগেও একাধিক মামলায় নাম জড়িয়েছে তাঁর।

নারায়ণের জন্ম ১৯৫৬ সালে। ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানে পাড়ি দেন তিনি। সেখান থেকে পঞ্জাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচারের চক্র শুরু করেন। ছ’বছর ধরে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন তিনি। ওয়ান্টেড তালিকায় থাকলেও তাঁর নাগাল পায়নি পুলিশ। পাকিস্তানে থাকাকালীন গেরিলা যুদ্ধ এবং নিষিদ্ধ সাহিত্যের ওপর একটি বইও লেখেন। এরপর নয়ের দশকে দেশে ফিরে তিনি পঞ্জাবের অমৃতসর, তরন তারন এবং রোপার জেলায় একাধিক অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন।

২০০৪ সালে বুড়াইল জেল ভাঙার ঘটনাতেও দোষী সাব্যস্ত হন নারায়ণ। ওই ঘটনায় তিনিই ‘মূল ষড়যন্ত্রকারী’ ছিলেন। ৯৪ ফুট সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বাব্বর খালসা-র আন্তর্জাতিক জঙ্গি জগতার সিংহ হাওয়ারা, পরমজিৎ সিং ভেওরা এবং তাঁদের দুই সহযোগী জগতার সিং তারা ও দেবী সিংকে বুড়াইল জেল থেকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন নারায়ণ।

অসমে নিষিদ্ধ গোমাংস

গুয়াহাটি, ৪ ডিসেম্বর : অসমে গোমাংস খাওয়ার ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ঘোষণা করেছেন, আজ থেকে রাজ্যের সমস্ত হোটেল, রেস্তোঁরা তো বটেই, প্রকাশ্যে গো-মাংস বিক্রি এবং খাওয়ার ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রীসভার একটি বৈঠকে।’ হিমন্ত বলেন, ‘আগে মন্দিরের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে গোরুর মাংস বিক্রি এবং খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু আমরা সেটাকে সারারাজ্যে প্রসারিত করে দিলাম। এবার থেকে আর কেউ প্রকাশ্যে কিংবা হোটেলে গিয়ে গোমাংস খেতে পারবেন না।’ এর আগে গো-মাংস খাওয়া নিয়ে একাধিক বিজেপিশাসিত রাজ্যে রীতিমতো কড়াকড়ি হয়েছে। এবার তাতে নাম লেখাল অসমও।

অনুপস্থিত বিধায়কদের ফোন বিধানসভার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন দলের মন্ত্রী, বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে এবার কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একমাত্র শারীরিক কারণ বা গুরুতর কোনও সমস্যা ছাড়া দলকে না জানিয়ে পরপর তিনদিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে শোকজের মুখে পড়তে হবে সদস্যকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশে নড়েচড়ে বসেছেন মন্ত্রী, বিধায়করা। শোকজের মুখে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্য অনুপস্থিত সদস্যদের আগাম সতর্ক করছে বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় থাকলে দলীয় বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী না থাকলে ট্রেজারি বেঞ্চে হাতেগোনা কয়েকজন মন্ত্রী, বিধায়ক ছাড়া বাকি সদস্যদের গরহাজির থাকাটাই দস্তুর হয়ে উঠেছে। অধিবেশনে দলীয় বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে আগেও উষ্মা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু চলতি অধিবেশনে দলীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও সদস্য পরপর তিনদিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে তাঁকে শোকজ করে কারণ জানতে চাইবে দল। উপযুক্ত কারণ ছাড়া পরপর তিনবার এই ধরনের ঘটনা ঘটলে ওই সদস্যকে সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হতে পারে। দলের কোনও সদস্যকে অবাঞ্ছিত শোকজের মুখে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্য বিধানসভার তরফে অনুপস্থিত ওই সদস্যদের আগাম সতর্ক করা শুরু হয়েছে। কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র গত দু-দিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকায়, তাঁকে বিধানসভা থেকে ফোন করে বৃহস্পতিবার অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে যাঁদের নির্দিষ্ট প্রশ্ন রয়েছে, তাঁরা তো বটেই, সঙ্গে ওইসব প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীরা সহ অধিবেশন চলাকালীন দলের সব সদস্যেরই উচিত বিধানসভায় উপস্থিত থাকা। আমরা উপস্থিতির দিকে নজর রাখছি। বিশেষত সকালের দিকে সদস্যদের হাজিরায় ঘাটতি রয়েছে। খুব শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে দলের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করব।’ চলতি অধিবেশনে এখনও ৫টি বিল ও কয়েকটি প্রস্তাব আসার কথা। সেক্ষেত্রে বিল পাশ করা বা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হলে যাতে কোনওভাবেই দলকে বিপাকে পড়তে না হয় সেই কারণেই আগাম সতর্ক থাকছে শাসকদল।

৩০তম চলচ্চিত্র উৎসব শুরু নন্দন চত্বরে, ‘নায়ক’ সিনেমার পটচিত্রের সামনে সেলফিতে বুঁদ দর্শকরা। -আবীর চৌধুরী

চলচ্চিত্র উৎসবেও মমতার অনশন প্রসঙ্গ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার থেকে শুরু হল ৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এদিন আলিপুরের ধনধান্য সভাগৃহে এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের থিম কান্ট্রি ফ্রান্স। সেদেশের ২১টি ছবি দেখানো হবে। উদ্বোধনী ছবি হিসেবে দেখানো হচ্ছে তপন সিনহার ‘গল্প হলেও সত্যি’। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শত্রুঘ্ন সিনহা, গৌতম ঘোষ, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ছিলেন ফ্রান্স, আর্জেন্টিনার মতো দেশের প্রতিনিধিরাও। এবারের উৎসবে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে মনোজ মিত্র, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম হালদার, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিনহা, ঋত্বিক ঘটককে।

এদিন ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ২৬ দিনের অনশন প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, ‘তখন তপন সিনহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু উনি আমাকে একটা চিঠি লিখে আমার আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।’ উল্লেখ্য, এদিনই দিল্লিতে তৃণমূলের মৌসম বেনজির নুর রাজ্যসভায় মমতার ২৬ দিন অনশনের প্রসঙ্গ তুলে তাকে ঐতিহাসিক দিন বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ৪ ডিসেম্বরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের অধিকার রক্ষার জন্য ২৬ দিনের অনশন শুরু করেছিলেন।

তবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। পরিচালক ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায়ের ছবির ‘ইতি মা’ গানটি অস্কার নমিনেশন পেয়েছে। কিন্তু আমন্ত্রণ পেয়েও খোদ পরিচালক ও সুরকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারলেন না। অত্যন্ত ভিড়ের কারণে পুলিশ তাঁদের ভিতরে ঢুকতে দেয়নি বলেই অভিযোগ।

সম্ভাল যেতে বাধা রাহুল-প্রিয়াংকাকে

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : আশঙ্কাই সত্যি হল। সম্ভাল যেতে দেওয়া হল না রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলকে। গাজিয়াবাদ সীমানা থেকেই নয়াদিল্লি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে। তাঁর বোন তথা ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাকেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশি বাধার মুখে পড়েও অবশ্য সম্ভাল যাওয়ার ব্যাপারে অনড় ছিলেন রাহুল-প্রিয়াংকারা। দীর্ঘ বাদানুবাদ, যুক্তিতর্কের শেষে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন রাহুল। তাঁর আসার কথা জানার পর থেকেই সম্ভাল জেলা প্রশাসনের তরফে রাহুলকে আটকানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। গৌতমবুদ্ধ নগর ও গাজিয়াবাদের পুলিশ কমিশনার এবং আমরোহা ও বুলন্দশহরের পুলিশ সুপারকে তাঁদের জেলায় রাহুলকে আটকানোর জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন সম্ভালের জেলা শাসক রাজেন্দ্র পেনসিয়া।

এদিন কার্যত হয়েছেও তাই। রাহুল-প্রিয়াংকাকে আটকাতে গাজিয়াবাদ সীমানায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। সম্ভাল যাত্রা নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের তিনি বলেন, ‘বিরোধী দলনেতা হিসেবে এটা আমার সাংবিধানিক অধিকার। আমাকে অনুমতি দেওয়া উচিত। আমি পুলিশের সঙ্গে একা সম্ভাল যেতে রাজি। কিন্তু আমাকে তারও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এটা সংবিধানের পরিপন্থী।’ রায়বেরেলির সাংসদের প্রশ্ন, ‘বিজেপি কেন ভয় পেয়েছে? নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য পুলিশকে তারা এগিয়ে দিচ্ছে? সত্য এবং সম্প্রীতির বার্তাকে কেন দাবিয়ে রাখা হচ্ছে?’ মোদি সরকারকে বিঁধে রাহুল বলেন, ‘কী হয়েছে শুধুমাত্র সেটা জানার জন্যই আমরা সম্ভালে যেতে চেয়েছিলাম। আমার সাংবিধানিক অধিকার আমাকে দেওয়া হচ্ছে না। এটাই নতুন ভারত। যে ভারতে আম্বেদকরের সংবিধানকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা লড়াই জারি রাখব।’ প্রিয়াংকা বলেন, ‘রাহুল গান্ধি একটি সাংবিধানিক পদে রয়েছেন। তাই তাঁর কিছু সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে।

গাজিয়াবাদ সীমানায় সংবিধান হাতে রাহুল গান্ধি। বুধবার।

অধিবেশন ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের মেয়াদ একদিন বাড়ানো হল। বুধবার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ১০ ডিসেম্বরের পরিবর্তে বিধানসভা চলবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রসঙ্গত, প্রতিবছর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটি তৃণমূল পালন করে। এই বছর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন বিধানসভা ছুটি দেওয়া হয়েছে। যদিও বিজেপি পরিষদীয় দল শাসকদলের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে। ৭ ও ৮ ডিসেম্বর শনি ও রবিবার বিধানসভা বন্ধ থাকবে। আলোচনার দিন একটা কমে যাওয়ায় অধিবেশনের মেয়াদ একদিন বাড়ানো হল। রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘প্রথমে ঠিক হয়েছিল ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন চলবে। কিন্তু এদিন বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির মিটিংয়ে অধিবেশন একদিন বাড়ানো হয়েছে।’

সন্দীপ-অভিজিতের অতিরিক্ত চার্জশিট

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে সিবিআই। পরের সপ্তাহেই শিয়ালদা আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে ওই চার্জশিট জমা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ১০০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে সিবিআই। চার্জশিটে সেই ধারাই যুক্ত করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

সোমবার অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর শিয়ালদা আদালতে সন্দীপ ও অভিজিৎকে সশরীর হাজির করানোর কথা রয়েছে। ওইদিনই তাঁদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হতে পারে। অন্যথায় ওইদিন সম্ভব না হলে আগামী সপ্তাহে যে কোনও দিনই চার্জশিট দেবে সিবিআই। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির প্রথম চার্জশিটে সন্দীপ সহ পাঁচজনের নাম ছিল। এখনও পর্যন্ত সেই চার্জশিট আদালতে গ্রহণ করা হয়নি। কারণ, সন্দীপ সরকারি আধিকারিক হওয়ায় রাজ্যের অনুমোদন দরকার। ফলে আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সন্দীপ ও অভিজিতের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়া হলে সেটাও গ্রহণ হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

নিরাপত্তার কারণে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আর সশরীর আদালতে হাজির করানো হয় না। মঙ্গলবার যে চারজনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়, তাঁদের দিয়ে সঞ্জয়কে চিহ্নিতকরণের জন্য আদালতে আনা হয়েছিল।

সরানো হল গোয়েন্দা প্রধানকে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে সিআইডির খোলনলচে বদলে দেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। আর তার পরই বুধবার সকালেই নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হল, এডিজি (সিআইডি) পদ থেকে আর রাজাশেখরণকে সরিয়ে তাঁকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ পদ এডিজি (ট্রেনিং) পদে পাঠানো হল। তবে এডিজি (সিআইডি) পদে কে আসছেন সেই নির্দেশিকা এদিন জারি হয়নি। একইসঙ্গে এডিজি (ট্রেনিং) পদে থাকা দময়ন্তী সেনকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এডিজি (পলিসি) পদে নিয়ে আসা হল। পার্কস্ট্রিট কাণ্ডের পর থেকে দময়ন্তীকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়নি। এডিজি (পলিসি) পদে থাকা আর শিবকুমারকে এডিজি (ইবি) পদে নিয়ে আসা হল। এই পদে থাকা রাজীব মিশ্রকে এডিজি (মর্ডানাইজেশন) পদে নিয়ে আসা হল।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সিআইডির অন্যান্য পদেও বদল আনা হচ্ছে। একইসঙ্গে রাজ্যের সচিব পর্যায়েও বড় ধরনের রদবদলের ইঙ্গিত রয়েছে। সোমবার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও পূর্ত, পঞ্চায়েত, কৃষি, স্বাস্থ্য দপ্তরেও কাজের গতি আরও বাড়াতে চান মুখ্যমন্ত্রী। চলতি মাসে রাজ্য মন্ত্রীসভায় রদবদলেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ নিতে নিমরাজি শিন্ডে

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে দেবেন্দ্রই

মুম্বই, ৪ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি দখলের লড়াইয়ে শেষমেশ দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে হেরে গেলেন একনাথ শিন্ডে। বুধবার বিজেপির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ফড়নবিশকে বেছে নেওয়া হয়। নাম ঘোষণার পর মহায্যুতির বাকি দুই শরিক একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে আসেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে তৃতীয়বার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ফড়নবিশ। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির শীর্ষ নেতা-মন্ত্রীদের।

গোড়া থেকেই উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে নিমরাজি ছিলেন শিন্ডে। তবে ফড়নবিশ তাঁকে মহায্যুতি মন্ত্রীসভায় থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। এদিন ফড়নবিশ বলেন, ‘গতকাল আমি একনাথ শিন্ডেকে অনুরোধ করেছিলাম, উনি যেন মন্ত্রীসভায় থাকেন। আমি আশা করি, উনি থাকবেন।’ বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি। শিন্ডের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের কথা অস্বীকার করে ফড়নবিশের মন্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রীর পদ আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটি টেকনিক্যাল চুক্তি মাত্র। আমরা একসঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিতাম। আগামী দিনেও তাই করব।’ এদিন মোদির স্লোগান ধার করে ফড়নবিশ বলেন, এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়। মহায্যুতিতে সবাই ঐক্যবদ্ধই রয়েছেন।

অন্যদিকে সুর নরম করে শিন্ডের বক্তব্য, ‘আড়াই বছর আগে ফড়নবিশ আমার নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করেছিলেন। এবার আমরা ওঁর নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করলাম।’ ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর থেকে প্রায় ২ সপ্তাহ ধরে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল বিজেপি এবং শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার মধ্যে। তিনি বাধা হবেন না বলে জানানো সত্ত্বেও কুর্সির দাবি থেকে সরতে রাজি ছিলেন না শিন্ডে। তাঁর দলের তরফেও বিহার মডেলের কথা তোলার পাশাপাশি মারাঠি নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কোনওভাবেই সমাধানসূত্রে পৌঁছোতে পারছিল না মহায্যুতি।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের যে আমন্ত্রণপত্র ছাপানো হয়েছে তাতে ফড়নবিশের নামের জায়গায় লেখা রয়েছে ‘দেবেন্দ্র সরিতা গঙ্গাধররাও ফড়নবিশ’। দেবেন্দ্রর মায়ের নাম সরিতা এবং বাবার নাম গঙ্গাধররাও। মহারাষ্ট্রের পরম্পরায় বাসিন্দারা নিজেদের নামের সঙ্গে বাবার নাম লেখেন বটে, কিন্তু এবার হবু মুখ্যমন্ত্রীর মায়ের নাম জুড়ে যাওয়ায় মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে চর্চা শুরু হয়েছে।

শা’য়ের কাছে সোনিয়া কন্যা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রাজনৈতিক মতবিরোধ দূরে সরিয়ে ভূমিধস, বন্যায় বিপর্যস্ত ওয়েনাডের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র কাছে সাহায্য চাইলেন স্থানীয় সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। বুধবার তাঁর নেতৃত্বে কেরলের সাংসদদের একটি প্রতিনিধিদল শা-র সঙ্গে দেখা করে। বৈঠকের পর প্রিয়াংকা বলেন, ‘মানবতার কারণে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ওয়েনাডের মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। আমরা ওঁকে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার এই দুর্দিনে পাশে না দাঁড়ালে সারাদেশে তো বটেই, ওয়েনাডের পীড়িত মানুষগুলির কাছেও ভুল বার্তা যাবে।’

রামনবমীতেও ছুটি হাইকোর্ট

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : হাইকোর্টের ছুটির তালিকায় প্রথমবার সংযোজিত হল রামনবমীর দিনটি। ২০২৫ সালে আদালতের ছুটির ক্যালেন্ডারে রামনবমীর দিনেও ছুটি থাকছে। সম্প্রতি ফুল বেঞ্চে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই ২০২৫ সালে হাইকোর্টের ছুটির তালিকায় রামনবমীর দিনটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আইনজীবীদের একাংশের বক্তব্য, ঐতিহাসিক মে দিবসে সরকারি ছুটি থাকলেও হাইকোর্টে তা ২০১৭ সাল থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ এবার থেকে রামনবমীতে ছুটি দেওয়া হবে। এটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নয়। বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘বার অ্যাসোসিয়েশনের চাপে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা জানাই।’

পানীয় জল অপচয়ে শোকজ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজ নিয়ে সোমবারই জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই এই দপ্তরের ১৫৫ জন ঠিকাদার ও ১৯ জন ইঞ্জিনিয়ারকে শোকজ করা হল। মূলত সঠিকভাবে কাজ না হওয়ার কারণেই তাঁদের শোকজ করা হয়েছে বলে দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন। বুধবার বিধানসভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘পানীয় জল অপব্যবহার ও অপচয় রুখতে আমরা কঠোর পদক্ষেপ করছি। জলের অপচয়, চুরি সহ নানা অনিয়মের ঘটনায় ৪৬৭টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। গোটা রাজ্যেই দপ্তরের অফিসাররা নজরদারি চালাচ্ছেন। কোথাও কোনও অনিয়ম দেখলেই কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘পানীয় জলের সংযোগ থেকে হ্যাচারি, গাড়ির গ্যারাজ, লন্ড্রি, আইসক্রিম কারখানা সহ বিভিন্ন জায়গায় জল ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এই পরিশোধিত জল শুধুমাত্র পান করার জন্য ব্যবহার করার কথা। সেই কারণেই ওই ঠিকাদার ও ইঞ্জিনিয়ারদের শোকজ করা হয়েছে। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।’ এদিন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পক্ষ থেকে দুটি ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত অভিযোগ ওই নম্বরে জানানো যাবে। নম্বরগুলি হল, ৮৯০২০৫২২২২ ও ৮৯০২০৬৬৬৬৬।

কোন জেলা থেকে কত অভিযোগ জমা হয়েছে, সেই সংক্রান্ত পরিসংখ্যানও বিধানসভায় জানিয়েছেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ৬৬টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৫টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ৪৬টি, পূর্ব বর্ধমানে ২১টি, নদিয়ায় ৮৩টি, মুর্শিদাবাদে ৩৪টি, হাওড়ায় ১৪টি, হুগলিতে ৩৩টি, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯টি, মালদায় ১৭টি, বীরভূমে ২০টি, বাঁকুড়ায় ৯টি, উত্তর দিনাজপুরে ১৩টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২২টি, পশ্চিম বর্ধমান ও আলিপুরদুয়ারে ১৪টি করে, ঝাড়গ্রামে ১২টি, কোচবিহারে ১০টি, পুরুলিয়ায় ১৩টি, জলপাইগুড়িতে ২টি ও দার্জিলিংয়ে ২টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।’

কেস ডায়েরি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকের সময় ভাঙচুর ও আক্রমণের ঘটনায় কামারহাটি থানায় দায়ের হওয়া এফআইআর-এর কেস ডায়েরি জমা দিল রাজ্য।

খেলায় আজ

১৯৮৮ : কেরিয়ারের প্রথম এটিপি খেতাব জিতলেন জার্মানির প্রাক্তন টেনিস তারকা বরিস বেকার। ইভান লেন্ডলকে হারালেন ৫-৭, ৭-৬, ৩-৬, ৬-২, ৭-৬ গেমে।

সেরা অফবিট খবর

একমঞ্চে শচীন-কাম্বলি

দীর্ঘদিন পর মঙ্গলবার মুম্বইয়ে একসঙ্গে দেখা গেল শচীন তেন্ডুলকার ও বিনোদ কাম্বলিকে। একটি অনুষ্ঠানে মঞ্চের এক ধারে বসে থাকা কাম্বলির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে কথা বলেন শচীন নিজেই। শচীন-কাম্বলিকে আবার মেলালেন তাঁদের প্রয়াত কোচ রমাকান্ত আচরেকার। তাঁর একটি স্মৃতিসৌধ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন আচরেকরের দুই প্রিয় ছাত্র। মঞ্চে উঠেই শচীন দেখতে পান বন্ধু কাম্বলিকে। তাঁর হাত ধরে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন শচীন।

উত্তরের মুখ

জেনকিন্স প্রিমিয়াম লিগ ক্রিকেটে রানা রায় (বাঁয়ে) ১২ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল ২০০২ ব্যাচ ৫৭ রানে ২০২৪ ব্যাচকে হারিয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কনিষ্ঠতম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু কে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. উসমান খোয়াজা, ২. দাবা।

সঠিক উত্তরদাতারা

পিয়ালি দেবনাথ, শুভ্রা সান্যাল, সবুজ উপাধ্যায়, সনাতন বিশ্বাস, তন্ময় সাহা, কৌশভ দে, নীলরতন হালদার।

১০ বছর 'কথা' নেই মাহি-ভাজ্জির

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী দলের সতীর্থ। জাতীয় দলে দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলেছেন। আইপিএলে একই দলের জার্সি পরে মাঠেও নেমেছেন। অথচ, প্রায় দশ বছর কথাবার্তা নেই মহেন্দ্র সিং ধোনি, হরভজন সিংয়ের! এমনই অবাক দাবি খোদ হরভজনেরই। বলেছেন, 'প্রায় বছর দশেক হল আমি ধোনির সঙ্গে কথা বলি না।'

কারণ অবশ্য ব্যাখ্যা করতে রাজি হননি। হরভজন বলেছেন, 'আমি ধোনির সঙ্গে কথা বলি না। যখন চেন্নাই সুপার কিংসে খেলতাম, তখন মাঠের মধ্যে ক্রিকেট সংক্রান্ত কিছু

কথা হলেও বাকি সময়ে কখনও কথা হত না। প্রায় বছর দশেক হয়ে গেল। কেন বলি না, আমার কাছে এর নির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই। উত্তর জানা নেই। চেন্নাইয়ে খেলার সময়ও মাঠের বাইরে কখনও কথা হয়নি। আমি ওর ঘরে কখনও যাইনি। ও আসেনি।'

যুবরাজ সিংয়ের মতো হরভজনের ক্রিকেট কেরিয়ারে দ্রুত ইতি পড়ার পিছনে অনেকেই মাহির হাত দেখেন। যুবরাজ বারবার যা নিয়ে সরাসরি আঙুল তুলেছেন। হরভজন কখনও অভিযোগের পথে হাঁটেনি। এদিনও বলেছেন, 'ওকে নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। আমাকে নিয়ে ওর সেরকম কিছু থাকলে বলতেই পারে। কখনও ওকে ফোন করিনি আমি। এব্যাপারে আমার কিছুটা যদি, কিন্তু রয়েছে। যখন জানব, কেউ ফোন ধরবে, তখনই করব, নচেৎ নয়। তাঁকে এড়িয়ে যাব। আমার কাছে যে কোনও সম্পর্ক বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন যুবরাজ সিং, আশিস নেহেরার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।'

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ধোঁয়াশা রাহুলের

'সব পজিশনে ব্যাট করতে তৈরি'

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : তিনি ফর্মে ফিরেছেন। খুঁজে পেয়েছেন হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস। এখন আর পিছন ফিরে তাকাতে চান না লোকেশ রাহুল।

তাহলে তাঁর আগামীর পরিকল্পনা কী? সহজ জবাব, টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে থাকার পাশে যে কোনও পজিশনে ব্যাটিংয়ের জন্য তৈরি থাকা। সাধারণত, একজন ব্যাটার সবসময় তাঁর নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডার খোঁজেন। যার মধ্যে থাকে মানসিক সন্তুষ্টি।

রাহুল নিজেকে সেই জায়গার উপরে নিয়ে গিয়েছেন। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে ইনিংস ওপেনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে রাহুল প্রমাণ করেছেন, মানসিকভাবে তিনি অন্য ধাতুতে গড়া। তাই আজ অ্যাডিলেড ওভালে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারতীয় দলে তাঁর সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে যেমন ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন রাহুল। তেমনই মানসিকভাবে তিনি কতটা শক্ত, তারও প্রমাণ দিয়েছেন। পারথ টেস্টে ছিলেন না অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অ্যাডিলেডে তিনি খেলবেন। তাহলে রাহুলের ব্যাটিং অর্ডার কী হবে? সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল হাজির হওয়া মাত্র তাঁকে প্রশ্নটা করা হয়েছিল। জবাবে রাহুল বলেছেন, 'যে কোনও পজিশনে ব্যাটিং করতে আমি তৈরি। শুধু ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে থাকতে চাই।' সিরিয়াসভাবে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পাশে ফুরফুরে মেজাজে থাকা রাহুল সাংবাদিকদের সঙ্গে মজাও করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমার ব্যাটিং অর্ডার আমি বলব কেন? দলের তরফে আমায় এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে বারণ করা হয়েছে।' পরক্ষণেই নিজেও হাসতে হাসতে রাহুল বলেন, 'নিজের ব্যাটিং অর্ডার জানি আমি। কিন্তু আপনাদের বলছি না।'

চেতেশ্বর পূজারার মতো অনেকেই ওপেনার রাহুলকে অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করার পরামর্শ দিয়েছেন। অধিনায়ক রোহিতকে

> দুনিয়ার সব প্রান্তে ক্রিকেট খেলেছি আমি। ফলে কোন দেশে কীভাবে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কীভাবে ইনিংসের ভিত গড়তে হবে, জানা হয়ে গিয়েছে আমার।
>
> **লোকেশ রাহুল**

যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করার সিদ্ধান্তই সঠিক হবে বলে মনে করছেন অনেকে। রাহুলের ভাবনা ভিন্ন খাতে বইছে। তাঁর কথায়, 'দুনিয়ার সব প্রান্তে ক্রিকেট খেলেছি আমি। ফলে কোন দেশে কীভাবে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কীভাবে ইনিংসের ভিত গড়তে হবে, জানা হয়ে গিয়েছে আমার। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই পারথে ব্যাটিং করেছিলাম। ইনিংস ওপেন করার চ্যালেঞ্জও ছিল। অ্যাডিলেডেও সেই মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামব।'

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের পরই ফর্মের কারণে প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়েছিলেন রাহুল। টিম ইন্ডিয়ার হোয়াইটওয়াশ হওয়ার সিরিজের বাকি দুই টেস্টে আর সুযোগ পাননি রাহুল। কিন্তু সেই সময়ই তাঁর কাছে বার্তা ছিল অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয়ে টেস্টে ওপেন করতে হবে। রাহুল সেই রহস্য ফাঁস করে আজ বলেছেন, 'নিউজিল্যান্ড সিরিজের মাঝেই আমার অস্ট্রেলিয়ায় ওপেন করার জন্য তৈরি থাকতে হতে পারে বলে জানানো হয়েছিল। ফলে মানসিকভাবে প্রস্তুতির পর্যাপ্ত সময় পেয়েছিলাম। যা আমার কাজে লেগেছে।' ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, অধিনায়ক রোহিত অ্যাডিলেড টেস্টে মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করবেন। আর লোকেশ ওপেন করবেন যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে।

এদিকে, অ্যাডিলেড ওভালে টিম ইন্ডিয়ার নেটে আজ গোলাপি বলের বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় অনুশীলন করেছেন রাহুল। যদিও তাঁর অনুশীলনের থেকেও বেশি আগ্রহ তৈরি হয়েছিল অধিনায়ক রোহিত বনাম জসপ্রীত বুমরাহর যুদ্ধে। গতকালের অনুশীলনে বিরাট কোহলিকে অন্তত আধ ঘণ্টা নেটে বোলিং করেছিলেন। আজ অধিনায়ক রোহিতকে অন্তত চল্লিশ মিনিট ধরে বোলিং করে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের বাইশ গজের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ভরসা দিয়েছেন বুমরাহ। মূলত অফস্টাম্পের লাইনে ব্যাক অফ লেংথের ডেলিভারি রোহিতকে করেছেন বুমরাহ।

গতকাল অ্যাডিলেড ওভালে গোলাপি বলের প্রস্তুতিতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, দুই দলের অনুশীলনের সময় ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রবেশাধিকার ছিল। আজ তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অভিযোগ, বহু ক্রিকেটপ্রেমী ক্রিকেটারদের সঙ্গে সেলফি তুলতে চেয়ে বিরক্ত করেছেন। তাছাড়া নেটের প্রায় ঘাড়ের উপর থেকে যেভাবে ক্রিকেটারদের বারবার বিরক্ত করা হয়েছে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট সেই বিষয়টা একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি। যদিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আগেই জানিয়েছিল, অ্যাডিলেডে দুই দলের প্রথম দিনের অনুশীলনে দর্শকদের প্রবেশাধিকার থাকবে। বাকি দিনগুলিতে তেমন ব্যবস্থা থাকবে না। বাস্তবে সেটাই হয়েছে আজ।

ব্যাটিং অনুশীলনে ডিফেন্সে জোর লোকেশ রাহুলের। বুধবার।

হ্যাজেলউডকে মিস করবেন লায়োন

'ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়'

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : একডজন দিনরাতের টেস্ট খেলে এগারোটিতেই জয়।

গত জানুয়ারিতে শেষ গোলাপি বলের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিজয়রথ আটকে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে। মাঝে আর একটা দিন। আরও একটা গোলাপি বলের টেস্টের জন্য কোমর কষছে অস্ট্রেলিয়া। ০-১ পিছিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর টক্কর। তাগিদ তাই আরও বেশি।

পারথে ভারতের ধাক্কায় অবশ্য কিছুটা ব্যাকফুটে অজিরাই। তার ওপর ভারত-অজি গত দিনরাতের টেস্টের নায়ক জোশ হ্যাজেলউড নেই। মিচেল মার্শের বোলিং করা নিয়ে অনিশ্চয়তা। অজি অন্দরমহলের খবর, সম্ভবত বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই খেলবেন। যদিও নাথান লায়োনের বিশ্বাস, শুধু খেলবেনই না, বোলিংও করবেন মার্শ।

তারকা অফস্পিনার এদিন বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস, মিচ মার্শকে বল করতে দেখব। সত্যি কথা বলতে ওর ফিটনেস নিয়ে আমার মনে কোনও সংশয় নেই। গত অ্যাসেজে লিডস টেস্টে প্রত্যাবর্তনের পর দলের সাফল্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

> ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়। গোটা দলটাই দুর্দান্ত। বিশ্বের অন্যতম সেরা। তারকাদের পাশাপাশি একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। তাই দুই-একজনের ওপর নজর রাখলে ভুল হবে। তবে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে বদ্ধপরিকর আমরাও। -**নাথান লায়োন**

অ্যাডিলেডে বল করতে পারলে ও নিজেও খুশি হবে।'

মার্শের বিকল্প হিসেবে বিউ ওয়েবস্টারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মার্শকে নিয়ে লায়োনের আশা শেষপর্যন্ত না মিললে অ্যাডিলেডে অভিষেক ঘটবে পেস-অলরাউন্ডার ওয়েবস্টারের। টিম কম্বিনেশন নিয়ে অনিশ্চয়তার দোলাচল ও পারথ টেস্টের ব্যর্থতা, জোড়া চাপে প্যাট কামিন্সরা। গোলাপি টেস্টে অজিদের স্পেশাল স্ট্র্যাটেজি কী থাকে সেদিকে চোখ থাকবে।

অবশ্য হ্যাজেলউডের না থাকা যে ভারতের জন্য স্বস্তির, বলার অপেক্ষা রাখে না। বিকল্প স্কট বোল্যান্ডের দিনরাতের টেস্টের রেকর্ড ভালো হলেও জোশের থাকা-না থাকার মধ্যে ব্যবধান অনেকটাই। অ্যাডিলেডেই ৮ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ভারতকে ৩৬-এ গুটিয়ে দিয়েছিলেন। সিরিজের প্রথম টেস্টে দল ব্যর্থ হলে হ্যাজেলউডের 'জোশ' বজায় ছিল।

লায়োনও মেনে নিচ্ছেন, জোশকে তাঁরা মিস করবেন। গোলাপি বল কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অজি দলের সেরা পেস অস্ত্র। অতীতে বারবার তার প্রমাণ রেখেছেন। ৮টি দিনরাতের টেস্টে ৩৭ উইকেট নিয়েছেন। গড় ১৮.৮৬।

লায়োনের মতে, দুর্ভাগ্য জোশকে না পাওয়া। পাশাপাশি হ্যাজেলউডের মন্তব্য নিয়ে বিভাজনের খবরকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। লায়োনের দাবি, আদ্যোপান্ত টিমম্যান।

বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ নিঃসন্দেহে কাঁটা হতে চলেছেন। তবে লায়োনের দাবি, একজন-দুজন নয়, পুরো ভারতীয় দলই তাঁদের ভাবনায় রয়েছে। ভারতীয় দল তারকা খেলোয়াড়ে ভরা। বুমরাহর মতো অসাধারণ প্লেয়ার ভারতীয় দলে রয়েছে। আছেন বিরাটের মতো তারকা। কিন্তু ক্রিকেট টিমগেম।

স্পিন অস্ত্রে শান নাথান লায়োনের। বুধবার অ্যাডিলেডে।

আর টেস্ট-যুদ্ধে প্রতিপক্ষের প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাডিলেড টেস্টের নীলনকশায় যা অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

ভারতকে নিয়ে লায়োন আরও বলেছেন, 'ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়। গোটা দলটাই দুর্দান্ত। বিশ্বের অন্যতম সেরা। তারকাদের পাশাপাশি একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। তাই দুই-একজনের ওপর নজর রাখলে ভুল হবে। ভারতীয় দলের প্রতিটি ক্রিকেটারকে সমীহ করলেও পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে বদ্ধপরিকর আমরা। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাকে পর্যন্ত বসিয়ে রেখেছে, যা ভারতীয় দলের শক্তি বুঝিয়ে দেয়।'

দাবি অ্যাডিলেডের পিচ প্রস্তুতকারকের

চাবিকাঠি পেসারদের হাতে, মিলবে স্পিনও

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : ৩৬-এর লজ্জা নিয়ে শেষবার অ্যাডিলেড থেকে ফিরেছিল ভারত। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের সর্বনিম্ন স্কোর। সামনে আরও একটা অ্যাডিলেড টেস্ট। ফের গোলাপি বলে দিনরাতের টক্কর। আবারও কি ব্যাটারদের বধ্যভূমি হয়ে উঠবে মাঝের বাইশ গজ? শুক্রবার শুরু সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের আগে যা নিয়ে জোর জল্পনা।

অ্যাডিলেড পিচের 'বিশ্বকর্মা' ড্যামিয়েন হাউ অবশ্য আশ্বস্ত করছেন। দাবি, তাঁর তৈরি বাইশ গজে সবার জন্য কিছু না কিছু রয়েছে। বোলারদের পাশাপাশি ব্যাটাররাও সাহায্য পাবে। ম্যাচ যত এগোবে, স্পিনাররাও কার্যকর ভূমিকা নেবে। ম্যাচে কে ছড়ি ঘোরাবে, পূর্বাভাসের পথে হাঁটতে নারাজ। অ্যাডিলেডের পরম্পরামাফিক পিচ হয়েছে।

রাতের আলোয় নতুন গোলাপি বলের আচরণ নিশ্চিতভাবে ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ। ড্যামিয়েনও বলে দিচ্ছেন, বোলাররা সেই সময় নতুন বলটাকে ঠিকঠাক ব্যবহার করলে দর্শকরা বিনোদনের মশলা পাবে।

অ্যাডিলেডে পা রেখে হাউয়ের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন প্যাট কামিন্স। তবে পুরোটাই সৌজন্যমূলক। পিচ নিয়ে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন,

> রোহিতের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। গতকাল প্যাটের সঙ্গে দারুণ কাটল। প্যাট এবং অজি দল জানে, এখানে কী ধরনের পিচ থাকবে। প্রতি বছর একই পিচ করা হয়। গোলাপি বলকে ঠিক রাখার জন্য বাড়তি ঘাস রাখতে হয়। আর ম্যাট-লাইক শুকনো ও শক্ত ঘাসের কারণে পেস এবং বাউন্স কিছুটা বেশি। পেসাররা পুরো ম্যাচেই সাহায্য পাবে।
>
> **ড্যামিয়েন হাউ**
> অ্যাডিলেডের কিউরেটর

'রোহিতের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। গতকাল প্যাটের সঙ্গে দারুণ কাটল। প্যাট এবং অজি দল জানে, এখানে কী ধরনের পিচ থাকবে। প্রতি বছর একই পিচ করা হয়।'

হাউয়ের যুক্তি, দিনরাতের টেস্টের প্রয়োজনমাফিক মাঝের বাইশ গজ। ২০১৫ সালের প্রথম গোলাপি বলের টেস্ট থেকে সেটাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। আগে ড্রপ-ইন পিচ ব্যবহার করা হত। শেষবার অ্যাডিলেডে ড্রপ-ইন পিচে খেলা হয় ভারতের বিরুদ্ধে (২০১৪-'১৫)। ফিল হিউজসের স্মরণে হওয়া টেস্ট। শেষ দিনে নাথান লায়োনের স্পিন ভেলকি জয় এনে দেয় অজিদের। ২০১৫ থেকে বদলে যাওয়া পিচে স্পিনাররা সাহায্য পেলেও চাবিকাঠি মূলত পেসারদের হাতেই।

ড্যামিয়েন জানান, গোলাপি বলকে ঠিক রাখার জন্য বাড়তি ঘাস রাখতে হয়। আর ম্যাট-লাইক শুকনো ও শক্ত ঘাসের কারণে পেস এবং বাউন্স কিছুটা বেশি। পেসাররা পুরো ম্যাচেই সাহায্য পাবে। পাশাপাশি নীচে কালো মাটির স্তর থাকায়, শেষদিকে স্পিনাররাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একইসঙ্গে পুরোনো বল কাজে লাগানোর সুযোগ থাকবে ব্যাটারদেরও। ড্যামিয়েনের দাবি কতটা মেলে, শুক্রবার থেকে সেই হিসেব মেলানোর পালা।

যুব এশিয়া কাপ

সেমিতে ভারত

শারজা, ৪ ডিসেম্বর : সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ১০ উইকেটে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে উঠল ভারত। বড় রান পেলেন বৈভব সূর্যবংশী। ৪৬ বলে ৭৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জেতালেন দলকে তিনি।

আইপিএল নিলামে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে ১৩ বছরের বৈভবকে দলে নিয়েছে

ভারতকে জেতানোর পর বৈভব সূর্যবংশী ও আয়ুষ মাত্রে। বুধবার।

রাজস্থান রয়্যালস। তারপর থেকে চর্চায় তাঁর নাম। যদিও যুব এশিয়া কাপের প্রথম দুই ম্যাচে বড় রান না পাওয়ায় বৈভবকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে।

এদিকে এদিন শুরুতে ব্যাট করে ১৩৭ রান তোলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বাংলার পেসার যুধাজিৎ গুহ ৩ উইকেট নেন। এছাড়াও জোড়া শিকার চেতন শর্মা ও হার্দিক রাজের। রান তাড়া করতে নেমে টি২০-র মেজাজে ব্যাট করে ভারতকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেন দুই ওপেনার। বৈভবকে যোগ্য সংগত করেন আয়ুষ মাত্রে (৫১ বলে ৬৭)।

'জলে হাঁসের বিচরণ, টেস্টে পন্থের ব্যাটিং'

ঋষভকে নিয়ে দ্রাবিড়ের পর্যবেক্ষণ

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : জলে অবাধে, অনায়াসে বিচরণ করে হাঁস। এগিয়ে চলে নিজের লক্ষ্যের দিকে। ঠিক একইভাবে ব্যাট হাতে বাইশ গজে দলকে ভরসা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান ঋষভ পন্থ। পৌঁছে দেন জয়ের লক্ষ্যে।

টিম ইন্ডিয়ার শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে এভাবেই ব্রিসবেনের গাব্বায় অপরাজিত ৮৯ করে অবিশ্বাস্য, ঐতিহাসিক জয় এনেছিলেন তিনি। টেস্টের পাশে সিরিজও জিতেছিল ভারত। গাব্বায় ঋষভের সেই মায়াবী ইনিংসের পর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন ঋষভ। তাঁকে নিয়ে এবারও স্যর ডনের দেশে বিশাল প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। এহেন ঋষভকে নিয়ে আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে আবেগে ভেসেছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ঋষভকে নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'যেভাবে হাঁস জলে অবাধে অনায়াস বিচরণ করে, সেভাবেই বাইশ গজে ব্যাট হাতে

জিম সেশনের ফাঁকে বিরাট কোহলি, অভিষেক নায়ারদের সঙ্গে ঋষভ পন্থ।

পারফর্ম করে টেস্ট ক্রিকেটকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে ঋষভ।'

টিম ইন্ডিয়ার ওয়ান্ডার কিডকে নিয়ে আবেগে ভেসে দ্রাবিড় নিজেই টেনে এনেছেন গাব্বা টেস্টের প্রসঙ্গ। বলেছেন, 'ব্রিসবেনের গাব্বার সেই টেস্ট ছিল অবিশ্বাস্য। ৩২৮ রান তাড়া করছিল ভারত। কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু ঋষভ অনায়াসে পরিস্থিতি বদলে দিয়েছিল। বাইশ গজে ও

> যেভাবে হাঁস জলে অবাধে অনায়াস বিচরণ করে, সেভাবেই বাইশ গজে ব্যাট হাতে পারফর্ম করে টেস্ট ক্রিকেটকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে ঋষভ।
>
> **রাহুল দ্রাবিড়**

এমন সব শট খেলে, দেখে মনে হয় হাঁস জলের মধ্যে বিচরণ করছে। টেস্ট ক্রিকেটকে ভিন্ন স্তরে পৌঁছে দিচ্ছে ও।' চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেও দুর্দান্ত ছন্দে টিম ইন্ডিয়া। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে ভারত। শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে শুরু গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট। সেই অ্যাডিলেড, যেখানে দ্রাবিড়ের দ্বিশতরান রয়েছে। অতীত ছেড়ে বাস্তবের আঙিনায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচের পর্যবেক্ষণ, 'সিরিজে ভারতের শুরুটা দারুণ হয়েছে। পারথের পর অ্যাডিলেডেও টিম ইন্ডিয়ার সাফল্যের ছন্দ বজায় থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

দাবি ইয়ান চ্যাপেলের

দলে ওয়ার্নারের সাহসিকতার অভাব রয়েছে

সিডনি, ৪ ডিসেম্বর : ব্যাট হাতে ক্রিজে মানে বিস্ফোরক শটের ফুলঝুরি।

নতুন হোক বা পুরোনো বল-বাইশ গজে ঝড় তোলা বরাবর বাঁয়ে হাত কা খেল। বর্তমান অস্ট্রেলিয়া দল ডেভিড ওয়ার্নারের সেই 'বাঁয়ে হাত কা খেল'-এর অভাব টের পাচ্ছে। দাবি ইয়ান চ্যাপেলের। প্রাক্তনের যুক্তি, শুরুতে ওয়ার্নারের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং বাকিদের কাজ সহজ করে দিত। কিন্তু ওয়ার্নার অবসর নেওয়ার পর সেই দায়িত্বটা এখনও কেউ নিতে পারেনি।

ইয়ান বলেছেন, 'আমি এখনও অপেক্ষায় আছি, কখন একজন

ব্যাটে রান না থাকলেও ফুরফুরে মেজাজে মার্নাস লাবুশেন।

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার বলবে, ডেভিড ওয়ার্নারের দুঃসাহসী ক্রিকেট তারা মিস করছে। ওয়ার্নারের দ্রুতগতিতে রান তোলার দক্ষতা অস্ট্রেলিয়ার বাকি টপ অর্ডার ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দিত। বাইশ গজে ওর দাপুটে উপস্থিতি এবং ছাপ রেখে যাওয়া, নিশ্চিতভাবেই যা মিস করছে বর্তমান দল।'

ওয়ার্নার অবসর নেওয়ার পর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে সমস্যা অব্যাহত। স্টিভেন স্মিথ বেশ কিছু টেস্টে ওপেন করলেও সুরাহা হয়নি। উলটে ব্যাটিং-কম্বিনেশন ঘেঁটে গিয়েছে। ওপেনিংয়ে টানা ব্যর্থতার জেরে স্মিথ এখন হারানো ছন্দ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। পারথে নাথান ম্যাকসুইনি ওপেন করলেও দুই ইনিংসেই ব্যর্থ।

চ্যাপেলের পরামর্শ, ওয়ার্নারের দায়িত্বটা টপ থ্রি-র মার্নাস লাবুশেন, উসমান খোয়াজাদের নিতে হবে। নতুন বলে প্রতিপক্ষ বোলারদের মাথার ওপর চেপে বসতে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে হবে। কিন্তু সমস্যা, খোয়াজা-লাবুশেনদের সহজাত ব্যাটিং-স্টাইল ঠিক এর উলটো। দুজনেই রক্ষণাত্মক ব্যাটার।

ইয়ানের আরও সতর্কবার্তা, পারথ টেস্টের পুনরাবৃত্তি যদি অ্যাডিলেডেও হয়, তাহলে ঘোর সংকটে পড়বে অস্ট্রেলিয়া। কাটাছেঁড়া চলবে ব্যাটিং নিয়ে। বড়সড়ো রদবদলও ঘটে যেতে পারে।

> আমি এখনও অপেক্ষায় আছি, কখন একজন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার বলবে, ডেভিড ওয়ার্নারের দুঃসাহসী ক্রিকেট তারা মিস করছে। ওয়ার্নারের দ্রুতগতিতে রান তোলার দক্ষতা অস্ট্রেলিয়ার বাকি টপ অর্ডার ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দিত।
>
> **ইয়ান চ্যাপেল**

'অস্ট্রেলিয়া যদি দ্বিতীয় টেস্টেও হারে, ব্যাটিং কিন্তু আতশকাচের নীচে থাকবে। তখন অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে প্রতিভার অভাবের বাস্তব চিত্র সামনে চলে আসবে। দল নির্বাচন হয়ে উঠবে মাথাব্যথার কারণ।'

মাইকেল ক্লার্ক আবার বিরাট কোহলিকে নিয়ে সতর্ক করছেন। বলেছেন, 'টেস্ট ম্যাচ হারার চেয়ে আমি সবথেকে আশঙ্কায় বিরাটের শতরান পাওয়া নিয়ে। আমার ধারণা, চলতি সিরিজে ভারতের পক্ষে বিরাটই সর্বাধিক রানসংগ্রাহক হতে চলেছে।' শুক্রবার শুরু অ্যাডিলেড টেস্টে বিরাটের সামনে বড় নজিরের হাতছানি। আরও একটা তিন অঙ্কের স্কোর মানে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ১০টি সেঞ্চুরি হবে বিরাটের।

মুস্তাকে আজ বেঁচে থাকার ম্যাচ বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বাইশ গজে বিরাট যুদ্ধ!

দুই দলের পয়েন্ট সমান। দুই দলই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র নকআউট পর্বে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। দুই দলই চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ভালো ছন্দে রয়েছে।

সেই দুই দল, বাংলা ও রাজস্থানের ম্যাচকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে প্রবল আগ্রহ। আগামীকাল রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে বাংলা-রাজস্থান পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতিতে, যখন জিতলেই নকআউট পর্ব। আর হারলেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায়। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা রাজকোট থেকে মোবাইলে বলছিলেন, 'সর্বভারতীয় স্তরে সফল হতে হলে সব ম্যাচেই চাপ থাকবে। সাফল্যের প্রত্যাশাও থাকবে। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আমাদের সামনে তাকাতে হবে। দল হিসেবে আমরা ভালো ছন্দে রয়েছি। আকাল রাজস্থান ম্যাচেও সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে।'

> সামি যেমন দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, তেমনই বাকিরাও ভালো করছে। সবাইকে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বল হাতে মহম্মদ সামি ক্রমশ ছন্দে ফিরছেন। নিয়মিত উন্নতি করছেন। সামি ম্যাজিকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে টিম বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামি যেমন দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, তেমনই বাকিরাও ভালো করছে। সবাইকে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।' বাংলা দলের অন্দরে চোট-আঘাতও রয়েছে। বাঁহাতি পেসার কনিষ্ক শেঠের চোট রয়েছে। কাল তাঁর পরিবর্তে মহম্মদ কাইফ খেলতে পারেন। প্রয়াস রায়বর্মনের বদলে প্রদীপ্ত প্রমাণিকের খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতনের পর্যবেক্ষণ, 'আগামীকাল যে পিচে খেলা হবে, সেখানে আমরা একটি ম্যাচ খেলেছি। স্পিনাররা সাহায্য পেয়েছিল সেই ম্যাচে। তাই আগামীকাল প্রদীপ্তকে খেলানোর কথা ভাবছি আমরা।' সামির ছন্দের পাশে ওপেনারের ভূমিকায় করণ লালের ফর্মও স্বস্তি দিচ্ছে বাংলাকে। শেষ ম্যাচে করণই ম্যাচের সেরা হয়েছেন অপরাজিত ৯৪ রান করে। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে মরণবাঁচনের ম্যাচেও করণের ব্যাট থেকে বড় রান চাইছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচ শেষে ডিং লিরেনের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন ডোম্মারাজু গুকেশ। সিঙ্গাপুরে।

টানা পঞ্চম ড্র গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ৪ ডিসেম্বর : সাড়ে চার ঘণ্টা ও ৫১ চালের লড়াইয়ের পর দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচ ড্র করলেন ডোম্মারাজু গুকেশ ও ডিং লিরেন। ফলে দুইজনের পয়েন্ট দাঁড়াল ৪।

গতকালের মত এদিনও লড়াই হল হাড্ডাহাড্ডি। শুরুর দিকে ছন্দে ছিলেন গুকেশ। সময় নষ্ট করে বেশ কয়েকবার চাপে পড়ে যান লিরেন। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচে ফেরেন তিনি। ২৬, ২৭ ও ২৮ নম্বর চালে ভুল করে গুকেশ ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারান। তারপরও আক্রমণাত্মক খেলা চালিয়ে যান গুকেশ। এমনকি ম্যাচ থ্রি ফোল্ড রিপিটেশনে (ম্যাচ তিনবার একই জায়গায় এসে দাঁড়ালে সেই পরিস্থিতিকে থ্রি ফোল্ড রিপিটেশন বলা হয়। এমন অবস্থায় কোনও প্রতিযোগী ড্রয়ের আবেদন করতে পারেন।) ড্র করার সুযোগ থাকলেও সে পথে না গিয়ে গুকেশ জেতার জন্য ঝাঁপিয়েছিলেন। ম্যাচের পর গুকেশের মন্তব্য, 'খুব একটা খারাপ অবস্থায় ছিলাম না। মনে হয়েছিল জেতার সুযোগ আছে। তাই খেলা চালিয়ে যাই।'

অন্যদিকে, গুকেশের ওপেনিং নিয়ে লিরেনের মন্তব্য, 'শুরুর দিকে এতটা সময় নিচ্ছি কারণ গুকেশের ওপেনিং সত্যিই আমাকে চমকে দিচ্ছে।'

হকিতে চ্যাম্পিয়ন ভারত

মাসকাট, ৪ ডিসেম্বর : জুনিয়ার এশিয়া কাপ হকিতে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। বুধবার তারা ফাইনালে ৫-৩ গোলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়েছে। এই নিয়ে পঞ্চমবার ভারত এই ট্রফি জিতল। চতুর্থ মিনিটে অরাইজিৎ সিং হুন্ডাল ভারতকে এগিয়ে দেন। ১৮ ও ৫৪ মিনিটে তিনি আরও দুইবার স্কোরশিটে নাম তুলে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন। তাঁর এই তিনটি গোলই এসেছে পেনাল্টি কর্নার থেকে। এছাড়াও ৪৭ মিনিটে

জুনিয়ার এশিয়া কাপ

ফিল্ড গোলে ভারতের জয়ের রাস্তা সুগম করেন অরাইজিৎ। এর আগে ১৯ মিনিটে দিলরাজ সিং ভারতের ব্যবধান বাড়িয়েছিলেন। সুফিয়ান পাকিস্তানের পক্ষে জোড়া পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগালেও ভারতের খেতাব জয়ে বাধা হতে পারেননি।

মঙ্গলবার সেমিফাইনালে ভারত ৩-১ গোলে হারিয়েছিল মালয়েশিয়াকে। ভারতের হয়ে গোল করেন দিলরাজ সিং, রোহিত ও সারদানন্দ তিওয়ারি। অপর সেমিফাইনালে পাকিস্তান ৪-২ গোলে জাপানকে হারায়।

বাকি মরশুমে নেই কৃষ্ণা

ভুবনেশ্বর, ৪ ডিসেম্বর : বড় ধাক্কা ওডিশা এফসি-র সামনে। গুরুতর চোটের জেরে বাকি মরশুমের জন্য ছিটকে গেলেন রয় কৃষ্ণা। হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন সের্জিও লোবেরার দলের ফিজিয়ান স্ট্রাইকার। জানা গিয়েছে, তাঁর এসিএল গ্রেড থ্রি ইনজুরি রয়েছে। মুম্বই সিটি ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে কৃষ্ণার চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ওডিশা কোচ লোবেরা। তিনি মেনে নেন, 'রয়ের না থাকা নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে বড় ধাক্কা।'

আইএসএলে সবে জয়ে ফিরেছে ইস্টবেঙ্গল। সময়ই বলবে তারা কতটা এগোতে পারবে। তবে ব্যক্তিগত সদর্থক ভাবনাচিন্তাগুলি একান্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সামনে মেলে ধরলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ও দলের এক নম্বর স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

বিদেশের ভালো ফল কাজে লাগছে : দিমি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

■ হালকা চালেই শুরু করা যাক! কলকাতার কী কী ভালো লাগল?

দিয়ামান্তাকোস : এই শহরটা খানিকটা গ্রিসে আমার শহরের মতোই। মানে শহর যেরকম হয় আর কী। প্রচুর বড় এবং উঁচু বাড়ি। কোচি একটু গ্রীষ্মপ্রধান জায়গা, সমুদ্রে ধারগুলো যেমন হয়। এখানে এসে আমার নিজের শহরে থাকার মতো অনুভূতি হচ্ছে। আসলে আমি এথেন্সে জন্মেছি ও বড় হয়েছি তো তাই এরকম জায়গাই আমার পছন্দের।

■ এখানকার খাবার খেয়েছেন?

দিয়ামান্তাকোস : এখানকার খাবার বড্ড মশালাদার। একদম খেতে পারি না। চিকেন টিক্কা ভালো।

■ ইলিশ মাছ খেয়েছেন? ইস্টবেঙ্গলের মাছ এটা।

দিয়ামান্তাকোস : না, খাইনি। জানতাম না। এবার খেয়ে দেখব।

■ সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে আপনি যে কোনও দলে যেতে পারতেন। কিন্তু গত চার বছর শেষদিকে থাকা ইস্টবেঙ্গলে আসার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন?

দিয়ামান্তাকোস : শুরুতে ইমামি ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ যখন কথা বলে তখন এই ক্লাবের ইতিহাস সম্পর্কে শুনি। এমন একটা দলে যোগ দিতে চেয়েছিলাম, যাদের ট্রফি জয়ের ঐতিহ্য ও সম্মান আছে। ইস্টবেঙ্গল অতীতের গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে চলেছে, সেটাও আমাকে বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়। তাছাড়া এবার এএফসি টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগও কারণ। অনেককিছু করার সুযোগ আছে বলে মনে হয়েছিল।

■ এই কোচ আসার আগে কখনও মনে হয়েছে, না এলেই ভালো হত?

দিয়ামান্তাকোস : না, মনে হয়নি। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সেই বিষয়ে এই ধরনের কিছু ভাবলে তাতে ভালো হয় না। একবার বেছে নিয়েছ মানে এবার সফর শেষ করতেই হবে। তাছাড়া এবার দলগঠন নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন ছিল না। হয়তো সবসময় সবকিছু ঠিক যায় না। কিন্তু সেটা তো নিজেদেরই ঠিক করতে হয়।

■ অস্কার ব্রুজোঁ আসার পর কীরকম পরিবর্তন চোখে পড়ছে?

দিয়ামান্তাকোস : প্রত্যেক কোচের ফুটবল আদর্শ আলাদা হয়। আসল পরিবর্তন হয়েছে মানসিকতায়। আমাদের এটাই সমস্যা ছিল। ম্যাচ হারতে শুরু করলে নিজেদের প্রতি বিশ্বাসটা হারিয়ে যায়। তখন সেটা ফিরিয়ে আনাই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এই নতুন কোচ এসে বিশ্বাসটা প্রথমে ফিরিয়েছেন। এবার এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

■ শুধু মানসিকতার পরিবর্তন নাকি সাজঘরের পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ?

দিয়ামান্তাকোস : সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ওটা। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটা ছিল না। তুমি নিজের সেরাটা দিচ্ছ অথচ হারতেই থাকো, হারতেই থাকো, তখন মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। আমরা সেটাই বদলেছি। ফলে জয়ে ফিরতে পেরেছি। বদলটা লাগে। ২৫ জন ফুটবলারকে তো আর বদলানো যায় না। তাই কোচের বদল হয়েছে।

■ ফিটনেস কি সঠিক জায়গায় ছিল?

দিয়ামান্তাকোস : এটা নিয়ে আমার কিছু না বলাই ভালো। কোচরাই বলতে পারবেন। আমার ফিটনেস বেড়েছে, এটুকুই বলতে পারি।

■ এখনও আপনারা লিগ তালিকার ১৩ নম্বরেই আছেন মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে। কতটা এগোনো সম্ভব?

দিয়ামান্তাকোস : এখনও অনেক দূর যেতে হবে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, জয়ের ধারাবাহিকতা। মরশুমের শেষ অবধি নিংড়ে দিতে হবে। তারপর দেখা যাবে!

■ একটা দল যখন ভালো করে তখন তাদের একজন ভালো নেতা থাকে। মাঠের থেকেও বেশি মাঠের বাইরে। আপনাদের দলে সেটা কে ?

দিয়ামান্তাকোস : আমাদের দলে তিন-চারজন এমন আছে যারা জুনিয়ারদের সাহায্য করে। ভারতীয়-বিদেশি মিলিয়ে অভিজ্ঞরা। খারাপ সময়ে জুনিয়ারদের পাশে থাকাটা জরুরি। খারাপ সময়েও আমাদের মধ্যে একতা ছিল।

■ গত বছরের সর্বাধিক গোলদাতার সবে গোল পাওয়া শুরু হল। শুরুটা এত খারাপ কেন? দল গোল খেলে কি স্ট্রাইকারদের চাপ হয় ?

দিয়ামান্তাকোস : আসলে ম্যাচ না জিতলে গোল করার আত্মবিশ্বাসটা কমে গিয়ে কাজটা কঠিন হয়ে ওঠে। আমি সবসময় জিততে আর গোল করতে পছন্দ করি। ভালো লাগছে সেটা শুরু করতে পেরে। আশা করছি, এভাবেই চলবে এখন।

গোল হজম করলে গোটা দলই সমস্যায় পড়ে। গোল না খেলে অন্তত একটা পয়েন্ট আসবে। গোল করলে জয়ের সুযোগ বাড়ে। এএফসির পর থেকে টানা পাঁচ ম্যাচ আমরা হারিনি। তাতে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এটার দরকার ছিল। বিদেশে ভালো কিছু দলের বিপক্ষে খেলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফেরাটা আইএসএলে কাজে লাগছে।

■ এএফসিতে আরও ভালো করার আশা রাখেন?

দিয়ামান্তাকোস : অবশ্যই। তবে এখনও মাস চারেক বাকি। আপাতত আইএসএলে মনোনিবেশ করেছি আমরা। কোনও টুর্নামেন্টে একবার ভালো কিছু করলে আরও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য থাকবেই।

■ হবি কী ?

দিয়ামান্তাকোস : বাবা হওয়ার পর থেকে ছেলে পানোস আমার যাবতীয় ফাঁকা সময় নিয়ে নিয়েছে। ওর সঙ্গে খেলি, ওকে এখানে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দিয়েছি। সেখানে নিয়ে যেতে হয়। স্ত্রীকেও সময় দিতে হয়।

চলতি আইএসএলে বাকি সফরে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের ফর্মের উপর ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর রণনীতি অনেকটাই নির্ভর করবে।

ভারতীয় ফুটবলে বাগান এখন বেঞ্চমার্ক : অস্কার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

■ দশ বছর আগেই এদেশে কোচিং শুরু করেন। স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়া, মুম্বই সিটি এফসি হয়ে এবার কলকাতায়। ফুটবল পরিবেশে কী পার্থক্য দেখছেন?

অস্কার : সেই ২০১১ সাল থেকেই গোয়া এবং কলকাতা যে ভারতীয় ফুটবলের মূল জায়গা এটা বুঝেছিলাম। তাই এখানকার ঐতিহ্য, বড় ক্লাবের পরম্পরা, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মতো ক্লাবগুলোর সম্পর্কে আমার ভালোই জানা ছিল। তখন গোয়াতে ডেম্পো, সালগাঁওকার, চার্চিল ব্রাদার্স, স্পোর্টিংয়ের মতো দলগুলির মধ্যেও এসব ছিল যা এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ওদেরটা ভেঙে পড়েছে। এটা আনন্দের যে কলকাতার দুই ক্লাব নিজেদের সঠিক পথে চালিত করেছে। স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে পারাটা জরুরি।

■ প্রত্যেক কোচেরই নিজস্ব ফুটবল দর্শন থাকে। আপনার দর্শন কী?

অস্কার : এটা একটা জটিল বিষয়। প্রথমত একজন কোচের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে যে তুমি কেন সংশ্লিষ্ট ক্লাবে যোগ দিয়েছ। অবশ্যই আমার একটা ধারণা আছে। সেরা ফুটবলটা কীভাবে তুলে ধরতে হয় সেই রাস্তাটা আমি জানি। কিন্তু কখনো-কখনো নিজের ধারণার সঙ্গে দলের গঠন খাপ খায় না। ফলে তখন শুধুই ফুটবলীয় ধারণা দিয়ে সবটা করা যায় না। কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে আসতে হয়। সেক্ষেত্রে দেখার চোখটা জরুরি। ফুটবলাররা কেমন, দলের পরিস্থিতি, অবস্থান, ক্ষমতা, সবকিছু। আর কোচ হিসাবে তোমাকেই প্রথম মানিয়ে নিতে হবে। যেটা আমি করছি। একজন কোচকে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী।

■ বিশেষ কোনও কোচের দর্শন অনুসরণ করেন?

অস্কার : অনেক কোচের। যখন ফুটবলারদের কাছ থেকে সেরাটা বার করে আনতে হয় তখন আমি উদাহরণ খোঁজার চেষ্টা করি। আমি স্প্যানিশ বলে লা লিগা আমার কাছে সেরা উদাহরণ তুলে ধরে। কী পদ্ধতিতে খেলাবে, খারাপ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে স্প্যানিশ ক্লাবগুলো কী করে, সেগুলো দেখি আর ভাবি। কোনও ফুটবলারের থেকে সেরাটা দরকার হলেও এটা করি। একজন কোচের নাম এক্ষেত্রে বলতে পারব না। পেপে বোরদালাস, জুরগেন ক্লপ, পেপ গুয়ার্দিওয়ালা কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল খেলতে হলে, শরীরী ফুটবলে হোসে মোরিনহো, উনাই এমেরি, লুইস এনরিকে, এরকম আরও কত আছেন ।

■ ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েই প্রথম কী মনে হয়েছিল?

অস্কার : দলে যোগ দেওয়ার আগেই আমার কাছে যাবতীয় তথ্য ছিল ইস্টবেঙ্গল সম্পর্কে। আইএসএলে ৬টা ম্যাচ খেলার পর আমি যোগ দিই। ফলে আমার দলটাকে নিয়ে বিশ্লেষণের সুযোগ ছিল। আমার ভিডিও অ্যানালিস্ট, টেকনিকাল কাজে সাহায্য করার জন্য লোক আছে। ওখান থেকেই আমার কাজটা শুরু হয়। এটা ছাড়াও আমি কথা বলে সবার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। ওইরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা পারো ম্যাচটা খেলতে নামি। যে ম্যাচটায় আমরা কর্তৃত্ব নিয়ে খেলি। আমার ভাবনা ওখানে প্রথমবার কাজে লাগল। শক্তি ও দুর্বলতাগুলো বুঝলাম ও সেই অনুযায়ী কাজ শুরু করি।

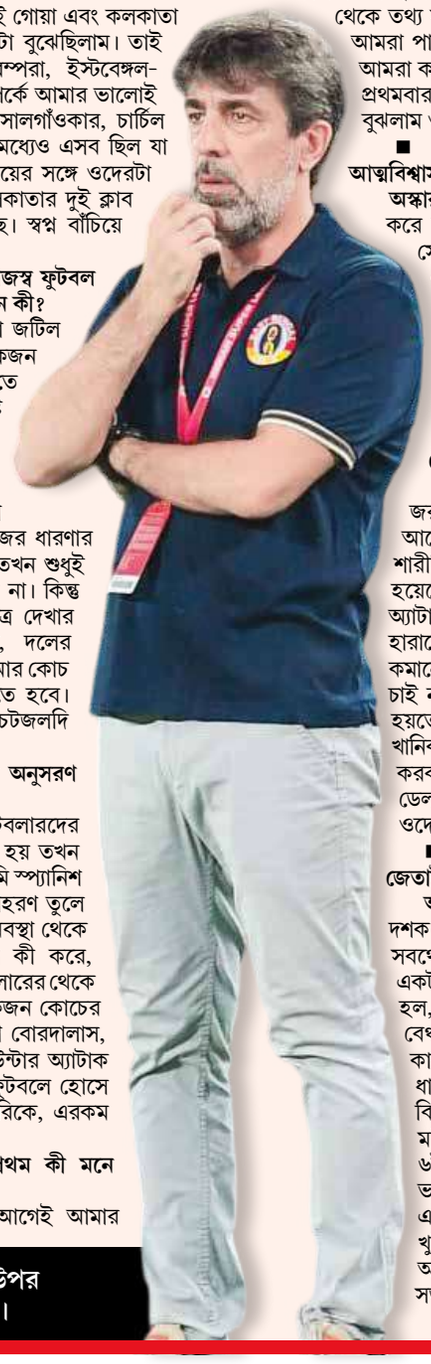

■ এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপই তাহলে আত্মবিশ্বাস ফেরাল?

অস্কার : অবশ্যই। পারোর বিরুদ্ধে প্রথমে গোল করে দুই গোল খেয়ে যাওয়া বোকামি ছিল। সেসময়ই আমি বুঝি ফাঁকটা কোথায়। এদেশে লম্বালম্বি এগোনো এবং সেট পিস কাজে লাগানোর উপর মূলত ফুটবল দাঁড়িয়ে আছে। সেভাবেই মানিয়ে নিয়ে এগোই।

■ আপনার আগেও স্প্যানিশ কোচই ছিলেন। আপনি এসে কি মানসিকতায় পরিবর্তন করলেন নাকি খেলার ধরনে?

অস্কার : কী পরিবর্তন করেছি থেকেও জরুরি দুজনেই কী করেছি সেটা নিয়ে আলোচনা করা। আমাকে ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোয় জোর দিতে হয়েছে। খেলার মধ্যে সংঘবদ্ধতা, কাউন্টার অ্যাটাকে চাপ বাড়ানো এবং বলের দখল না হারানো। আমাদের সঙ্গে ফুটবলারদের দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করছি। এর বেশি কিছু বলতে চাই না। কারণ অন্য কোচেদের ভাবনাচিন্তা হয়তো আলাদা। ও বার্সেলোনার মানুষ। খানিকটা কর্তৃত্ববান। তবু আমি ওর প্রশংসাই করব কারণ ও ক্লাবকে ট্রফি দিয়েছে। ডিমাস ডেলগাদোরও ফুটবল জ্ঞান অসম্ভব। হয়তো ওদের ভাবনাচিন্তাগুলো কাজে দেয়নি।

■ সমর্থকদের হৃদয় জিততে ডার্বি জেতাটা জরুরি এখানে। পারবেন?

অস্কার : আমি এটা জানি। গত কয়েক দশক ধরে সারা ভারতে এই ডার্বিটাই সবথেকে বড় ম্যাচ। এটা একটা ম্যাচ নয়, একটা ট্রফির মতো। তাছাড়া আর একটা হল, গত কয়েকবছরে এদেশের ফুটবলে বেঞ্চমার্ক হল মোহনবাগান ম্যাচ জেতা। কারণ ওরা বড় ক্লাব, দারুণ স্কোয়াড, ধারাবাহিকতা, ট্রফি....তাই চ্যালেঞ্জটা বিশাল। কিন্তু আমরা এখন ট্রফি জিততে মরিয়া। তাই ১১ জানুয়ারি ডার্বির আগের ৬টা ম্যাচে জিততে হবে আইএসএলে ভালো জায়গায় থাকতে। আশা করছি এবার ডার্বিতে অন্য গল্প হবে। সমর্থকরা খুশি হতে পারবেন। ঘরের মাঠে জেতার অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। তাহলেই সম্ভব উপরের দিকে এগোনো।

আক্রমণে বাড়তি নজর মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রক্ষণের দুর্বলতা ঢাকতে আক্রমণে জোর দিচ্ছেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। কার্ড সমস্যায় শুভাশিস ও আলবার্তো নেই। ফলে রক্ষণ নিয়ে চিন্তায় স্প্যানিশ কোচ। রবিবার নর্থইস্টের বিরুদ্ধে আক্রমণে তিন বিদেশিকে খেলাবেন তিনি।

চেন্নাই ম্যাচে নেই নুঙ্গা

আইএসএলের শুরুর দিকে আক্রমণে তিন বিদেশিকে একসঙ্গে খেলিয়েছিলেন মোলিনা। কিন্তু রক্ষণ জমাট না বাঁধায় বাধ্য হন দুই বিদেশি ডিফেন্ডারকে একসঙ্গে খেলাতে। গত ম্যাচে কার্ড দেখায় নর্থইস্ট ম্যাচে খেলতে পারবেন না আলবার্তো রড্রিগেজ। ফলে রক্ষণ নিয়ে চিন্তা থাকলেও আরও একবার আক্রমণে তিন বিদেশিকে একসঙ্গে খেলানোর সুযোগ পাচ্ছেন মোলিনা। সেক্ষেত্রে মরশুমে প্রথমবার জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিংসকে একসঙ্গে খেলানোর অপশন থাকছে বাগান কোচের হাতে।

চেন্নাইয়ান ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের ক্লেইটন সিলভা।

বুধবার অনুশীলনে আক্রমণে বাড়তি জোর দিলেন তিনি। শুরুতে ফিজিকাল ট্রেনিং করেন বাগান ফুটবলাররা। পরে দুই উইং দিয়ে আক্রমণ শানানোর সঙ্গে কাউন্টার অ্যাটাকে ওঠার দিকেও নজর ছিল মোলিনার। এদিন পুরো সময় অনুশীলন করেননি ডিফেন্ডার টম অ্যালড্রেড। তিনি অবশ্য নর্থইস্ট ম্যাচে খেলতে পারবেন। শনিবার মোহনবাগান গুয়াহাটির উদ্দেশে রওনা দেবে।

এদিকে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে পুরো সময় দেখা গেল স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপোকে। প্রথমের দিকে সাইডলাইনে থাকলেও পরের দিকে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন তিনি। এদিন নন্দকুমারও পুরো সময় অনুশীলন করলেন। গত ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় চেন্নাই ম্যাচে খেলতে পারবেন না লালচুংনুঙ্গা। তাঁর পরিবর্তে প্রভাত লাকড়াকে খেলাতে পারেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা বেশি।

জার্মান কাপ থেকে বিদায় বায়ার্নের

প্রথম লাল কার্ড ন্যুয়েরের

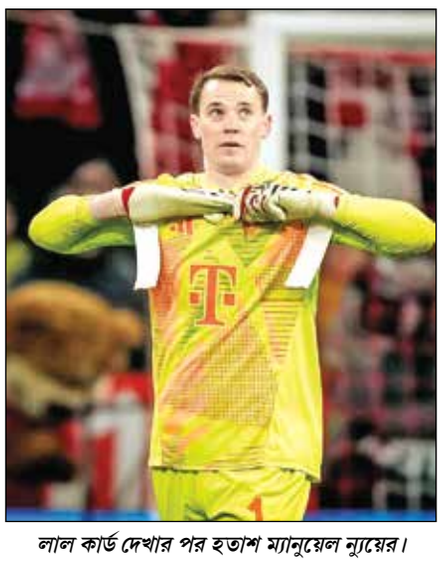

লাল কার্ড দেখার পর হতাশ ম্যানুয়েল ন্যুয়ের।

মিউনিখ, ৪ ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে লেভারকুসেনের কাছে হেরে জার্মান কাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় বায়ার্ন মিউনিখের। ১০ জনে খেলে ১-০ গোলে হার জার্মান জায়েন্টদের।

ম্যাচের শুরুতেই লাল কার্ড দেখে বিপত্তি ঘটান বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। বক্সের বাইরে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে জেরেমি ফ্রিংপংকে ফাউল করে কার্ড দেখেন। ১৮ মিনিট থেকে ১০ জনে খেলতে হয় মিউনিখকে। কেরিয়ারে এই প্রথম লাল কার্ড দেখলেন ন্যুয়ের। বাকি সময় বায়ার্নের গোলের নীচে খেললেন ড্যানিয়াল পেরেতজ।

এদিকে, দশজন হয়ে যাওয়ায় ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। তার মাঝেও কিংসলে কোমান, লেওন গোরেৎজারা যদিও বা দুই-একটা সুযোগ পেলেন, তাও কাজে লাগাতে পারলেন না। উলটোদিকে, লেভারকুসেনের হয়ে ৬৯ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন নাথান টেলাস। এই জয়ের ফলে জার্মান কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল জাভি অলন্সোর দল। এদিকে, দলের হারের জন্য স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে দায়ী করলেন ন্যুয়ের। দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'লাল কার্ডটাই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিল। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

রক্ষণে জোড়া বিদেশির ভাবনা চেরনিশভের

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ছয় বিদেশিকে মাথায় রেখেই পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের ছক কষছেন আন্দ্রেই চেরনিশভ।

শুক্রবার দিল্লিতে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ সাদা-কালো ব্রিগেডের। বুধবার সকালে প্রস্তুতি সেরে বুধবারই রাজধানী শহরে পৌঁছেছেন অ্যালেক্সিস গোমেজ, কার্লোস ফ্রাঙ্কা, বিকাশ সিংরা। যদিও জামশেদপুর ম্যাচে মাথায় চোট পাওয়ায় কলকাতায় ফিরেছেন রক্ষণভাগের ফুটবলার গৌরব বোরা। তাই পাঞ্জাব ম্যাচে রক্ষণ জমাট করতে ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের ও জোসেফ আদজেইকে একইসঙ্গে খেলতে দেখার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ফ্র্যাঙ্কা ও সিজার লোবি মানঝোকির মধ্যে একজনকে বসতে হতে পারে।

এদিকে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচে মহমেডান কর্তাদের হসপিটালিটি বক্সের টিকিট দাবি করে সাধারণ সমর্থকদের সঙ্গে একই গ্যালারিতে বসতে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ক্লাব সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ রাজুর। পাশাপাশি জামশেদপুরের সমর্থকরা তাঁদের সঙ্গে এবং সাদা-কালো সমর্থকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন বলেও জানান মহমেডান সচিবের। তিনি বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য করে সাম্প্রদায়ীক স্লোগানও দেওয়া হয়েছে।' যদিও এফএসডিএলের তরফে জানানো হয়েছে মহমেডানের কর্তা থেকে তাদের বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তা, সকলকেই হসপিটালিটি বক্সের টিকিট দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা বসেছিলেনও সেই বক্সেই।

গোল না করেও বার্সার জয়ের নায়ক ইয়ামাল

জোড়া গোলের পর চেনা সেলিব্রেশন রাফিনহার।

মায়োরকা, ৪ ডিসেম্বর : লা লিগায় জয়ে ফিরল বার্সেলোনা। লামিনে ইয়ামাল শুরু থেকেই মাঠে নামলেন। নিজে গোল পেলেন না ঠিকই। তবুও মায়োরকার বিরুদ্ধে ৫-১ গোলে জয়ের নেপথ্য কারিগর তিনিই।

মঙ্গলবার ইয়ামাল ফিরলেও আরেক তারকা রবার্ট লেওয়ানডস্কিকে ছাড়াই দল সাজান বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। সেই জায়গায় খেলান ফেরান টোরেসকে। ১২ মিনিটে কাতালান জায়েন্টদের এগিয়ে দেন টোরেসই। ঘরের মাঠে মায়োরকা অবশ্য প্রথমার্ধেই সমতা ফেরায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই তাদের চেপে ধরে বার্সা। ৫৬ মিনিটে পেনাল্টি আদায় করে নেন ইয়ামাল। স্পটকিক থেকে লক্ষ্যভেদ করেন রাফিনহা। ৭৪ মিনিটে তৃতীয় গোলটিও করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ইয়ামালের মাপা পাস ধরে বল জালে জড়ান তিনি। মিনিট পাঁচেক পর ১৭ বছর বয়সি স্প্যানিশ তরুণের সাজিয়ে দেওয়া বলেই গোল করেন ফ্র্যাঙ্কি ডি জং। ৮৪ মিনিটে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন পাও ভিক্টর।

গোল না পেলেও বার্সার এই জয়ের কৃতিত্ব ইয়ামালকেই দিচ্ছেন ফ্লিক। ম্যাচ শেষে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'ইয়ামাল দুর্দান্ত খেলেছে। ইতিবাচক আক্রমণ তৈরি করেছে। নিজেও গোল পেতে পারত।' পাশাপাশি বলেছেন, 'লেওয়ানডস্কির বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন পুনে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, পুনে - এর একজন বাসিন্দা মধুমতী হনমন্ত গুনালে - কে 06.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90L 81906 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমার জীবনে ডিয়ার লটারির আগমন ঘটে আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে। আমি ডিয়ার লটারির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি এবং আমি মনস্থির করি ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার। এটি আমার জীবনে কার্যকরি প্রভাব ফেলেছে এবং আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হয়েছি। এমন একটি উপলক্ষের জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।